পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 42 Sunday, 11 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা ✱ ২৬ পৌষ ১৪৩২, রবিবার, ১১ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কাশ্মীরে পাকিস্তানের নাশকতার ছক

জম্মু ও কাশ্মীর, ১০ জানুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় পাকিস্তানের নতুন অস্ত্রপাচার, গ্রেনেড ও পিস্তল সহ ড্রোনে পাঠানো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত। কাশ্মীরের নিরাপত্তাবাহিনীর উপর পাকিস্তান যেন বারবার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ফেলছে। একদিকে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়াতে পাকিস্তান ফের নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। সম্প্রতি, জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে পাকিস্তান থেকে আকাশপথে অস্ত্র পাঠানোর একটি ঘটনা সামনে এসেছে। শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ টহলদারি চলাকালীন, নিরাপত্তাবাহিনী এক ব্যাপারে মোড়ানো একটি প্যাকেট দেখতে পান, যা তাদের সন্দেহজনক মনে হয়। এই প্যাকেটের ভিতর থেকে ২টি পিস্তল, ৩টি ম্যাগাজিন এবং ১৬টি কার্তুজ সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। প্যাকেটটি ড্রোনের সাহায্যে ফেলা হয়েছিল, যা পাকিস্তান থেকে ভারতের সীমান্তের কাছে পৌঁছেছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অস্ত্রগুলি পাকিস্তানের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির মাধ্যমে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান এই অস্ত্রগুলো প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে পাঠাতে পারে, যাতে কাশ্মীরের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করা যায়। এদিকে, নিরাপত্তাবাহিনী জানিয়েছে, বেশ কিছু কাশ্মীরী যুবক, যারা পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যোগদান করছে। এসব যুবকদের মধ্যে বেশ কিছু সংঃ দহজনক ব্যক্তি চোরাপথে কাশ্মীর ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গেছেন, এবং সেখান থেকে পাকিস্তানি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তাদের প্রলোভন দেখিয়ে কাশ্মীরে তরুণদের মগজধোলাই করতে সক্ষম হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত ৩০০ জন কাশ্মীরি যুবক পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত হয়েছে। বিশেষ করে পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলার যুবকদের মধ্যে এ ধরনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে পাক জঙ্গি সংগঠনগুলি নানা রকম প্রলোভন দিয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়ানোর চেষ্টা করছে। পাকিস্তান এই যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারের সুযোগ নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান কাশ্মীরে তরুণদের মধ্যে অস্তিত্ববাদী ক্ষোভ ও দু ঃখকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়ানোর জন্য সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরে, যাতে কাশ্মীরের যুবকদের প্রভাবিত করা যায়। নিরাপত্তা বাহিনী এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে। কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে, এবং সংঃদহজনক কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

‘অভিযুক্ত’ ইডি আধিকারিকদের শনাক্তকরণ শুরু পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি অভিযোগের পরেই তৎপর হয়ে উঠল কলকাতা পুলিশ। আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি ও সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতর থেকে নথি চুরি এবং তথ্য পাচারের অভিযোগে তদন্তের গতি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আধিকারিক ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, শনাক্তকরণ সম্পন্ন হলেই সংশ্লিষ্ট ‘‘অভিযুক্ত’দের নোটিস পাঠানোর আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। শনিবার সকালে শেক্সপিয়ার সরণি থানার আধিকারিকরা আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে যান। তদন্তের স্বার্থে বাড়ির সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও ডিভিআর সংগ্রহ করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ওই বাড়িতে কর্মরত পরিচারিকা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঘটনার সময় কোন কোন ইডি আধিকারিক ও কেঃন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার ভোরে। সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাটে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। অভিযোগ, এই তল্লাশির বিষয়ে স্থানীয় থানাকে আগাম কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে, সকাল ১১টার পর ইডি ই-মেল করে কলকাতা পুলিশকে তল্লাশির কথা জানায় বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। তল্লাশির খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এমনকী, ডিসি (সাউথ) প্রিয়ব্রত রায় নিজেও প্রতীক জৈনের বাড়িতে যান এবং ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। তবে পুলিশের অভিযোগ, ইডি আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। শুধু তাই নয়, পুলিশের পরিচয়পত্র ও আদালতের তল্লাশি ওয়ারেন্ট দেখতে চাওয়ায় ধাক্কাধাক্কি ও বচসাও হয়। পুলিশের আরও অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন সিআরপিএফ জওয়ান কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যান। এমনকী, ডিসি (সাউথ) ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের শারীরিকভাবে ধাক্কা দেওয়া হয়। সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই শেক্সপিয়ার সরণি থানা এবং বিধাননগরের ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় পৃথকভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে। ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৩(৫) ধারায় অপরাধমূলক সমান অভিপ্রায়, ৩০৩(২) ধারায় চুরি, ৩৩২(সি) ধারায় বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার দিন সকালে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নথি এবং ডিজিটাল তথ্য প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরে সংরক্ষিত ছিল। সেই নথিগুলি বেআইনিভাবে চুরি করা হয়েছে এবং অনলাইনে তথ্য পাচারও করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। মমতার অভিযোগ অনুযায়ী, অজ্ঞাতপরিচয় ইডি আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা কোনও বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিসে প্রবেশ করেন। স্থানীয় থানাকে না জানিয়ে তল্লাশি চালানো এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি বলেই দাবি রাজ্য সরকারের। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণত কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা ভিন্নরাজ্যের পুলিশ কলকাতায় তল্লাশি চালালে সংশ্লিষ্ট থানাকে আগে জানানো বাধ্যতামূলক। এই ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। শেক্সপিয়ার সরণি থানার এক সার্জেন্ট প্রথমে ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকেও ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং পরিচয়পত্র দেখানো হয়নি বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ডিসি (সাউথ) প্রিয়ব্রত রায় অতিরিক্ত ওসি ও অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে সেখানে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের অভিযোগ, ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসা এবং বাকবিতণ্ডার সময় কয়েকজন আধিকারিককে ধাক্কা দেওয়া হয়। সকাল ১১টার পর ইডি ই-মেল করে তল্লাশির কথা জানালেও ততক্ষণে পরিস্থিতি অনেকটাই জটিল হয়ে ওঠে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

মমতার মুখে ফের শাসক-প্রতিপক্ষ দ্বন্দ্ব

নির্বাচন কমিশনের ’অমানবিক’ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চিঠি

অমর্ত্য সেন, শামি, গোস্বামীর নোটিস নিয়ে ক্ষোভ

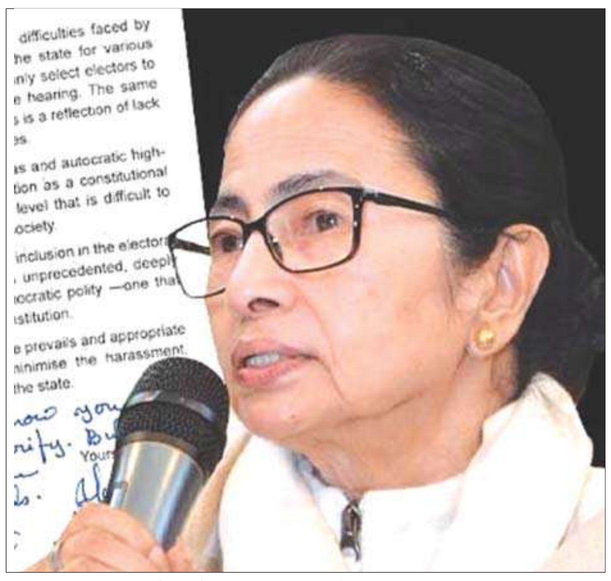

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও নির্বাচন কমিশনকে চিঠি, এসআইআর শুনানির অমানবিকতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা। পাঁচ দিনের ব্যবধানে ফের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তার লক্ষ্য হল, কমিশনের সম্প্রতি নেওয়া সিদ্ধান্ত-নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, এবং বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামীসহ নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এসআইআর (শো কজ নোটিস) পাঠানো। মমতা একে ‘অসংবেদনশীল’ এবং ‘অমানবিক’ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া, তিনি অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচন কমিশনের শুনানি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং তথ্যগত ক্রটিতে ভরপুর। এতে সাধারণ বুদ্ধি বা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ যথাযথভাবে করা হচ্ছে না, এবং এতে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। গত কয়েকদিনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অমর্ত্য সেন, মহম্মদ শামি এবং জয় গোস্বামীকে এসআইআর শুনানির জন্য নোটিস পাঠানো হয়। এই পদক্ষেপে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছে, এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কমিশন যা করছে, তা গোটা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তারা যে যেভাবে উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের নোটিস পাঠাচ্ছে, তাতে শুধুমাত্র তাদের সম্মানহানিই ঘটছে না, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, আমি অত্যন্ত হতাশ এবং বিরক্ত। যে পদ্ধতিতে এই এসআইআর কার্যক্রম চলছে, তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। একটি প্রযুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া, যার ভিতরে মৌলিক তথ্যগত ক্রুটি রয়েছে, তা স্পষ্টতই ক্রুটিপূর্ণ। এর মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহারও হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যে প্রক্রিয়াটি চালানো হচ্ছে, তাতে সমাজের বিশিষ্টজনদেরকে উল্টোপাল্টা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হচ্ছে। অমর্ত্য সেন, মহম্মদ শামি, কিংবা জয় গোস্বামীর মতো ব্যক্তি যে খ্যাতি ও মর্যাদা পেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া নিতান্তই অনভিপ্রেত। মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তীতে বলেন, এমন পদক্ষেপ এক ধরনের অমানবিকতা প্রকাশ করে, যেটা কখনওই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হতে পারে না। এই ধরনের পদক্ষেপগুলো কেবল নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং রাজনীতিকে অস্থির করে তুলছে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছে। চিঠির শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক কঠিন মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন, যদিও আমি জানি আপনি হয়তো এই চিঠির উত্তর দেবেন না, কিন্তু আমার কর্তব্য হলো আপনাকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো। এর মাধ্যমে তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রতি নিজের ক্ষোভ এবং হতাশা প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপ সরকারের প্রতি রাজ্যের ক্ষোভের প্রকাশ। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে রাজনীতি এবং ক্ষমতার প্রতি হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে, কিছু সমর্থক মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপের ওপর একটি সতর্কবার্তা হিসেবেই কাজ করবে। তবে, বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করেছে যে মমতার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের প্রতি মমতার তীব্র সমালোচনার পর, এখন দেখার বিষয় হবে এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কী পদক্ষেপ নেয়। মমতার এই চিঠি এবং অভিযোগের পরে কমিশনের কোনো নতুন পদক্ষেপ নেবে কি না, কিংবা এই সমস্ত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সম্পর্কের ভবিষ্য কী দাঁড়ায়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। রাজনীতিতে চিরকালই এমন ওঠানামা চলতে থাকে, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিঠি কমিশনের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হয়ে থাকবে।

ইডির বিরুদ্ধে আগাম সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কললকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তল্লাশি অভিযান ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে- এমন জল্পনার মাঝেই আগাম পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। একতরফা শুনানি এড়াতে শনিবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে রাজ্য। আইনি ভাষায় ক্যাভিয়েটের অর্থ, কোনও মামলায় যদি প্রতিপক্ষ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে, তবে ক্যাভিয়েটকারী পক্ষের বক্তব্য না শুনে আদালত যেন কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দেয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, ইডি যদি দ্রুত শুনানির আবেদন জানায়, সেক্ষেত্রে রাজ্যের বক্তব্য শোনা নিশ্চিত করতেই এই কৌশল নিয়েছে নবান্ন। ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের দিল্লির কয়লা পাচার মামলাকে ঘিরে। ওই মামলার তদন্তে নামে এনফোর্সমেনন্ট ডিরেক্টরেট। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার আর্থিক লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট নথি খতিয়ে দেখতে গিয়ে ইডির নজরে আসে আইপ্যাক। সেই সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার সকালে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।

এই অভিযান ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ঝড় ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, বিজেপি ইডিকে ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটকৌশল ও প্রার্থী তালিকা চুরির চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, তৃণমূলের নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি বেআইনিভাবে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মধ্যে সংঘাত প্রকাশ্যে চলে আসে। ইডি অভিযানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে। অন্যদিকে, ইডিও পালটা অভিযোগ এনে তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। এমনকী, ঘটনার প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে একটি মামলাও দায়ের হয়। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে এই সংক্রান্ত দুটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আদালত কক্ষে তুমুল বিশৃঙ্খলার জেরে সেই শুনানি কার্যত ভেস্তে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় আদালত জানিয়ে দেয়, আগামী ১৪ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি হবে। এরপরেই দ্রুত শুনানির দাবিতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে ই-মেল করে এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট। এমনকী, আলাদা বেঞ্চ গঠনেরও আবেদন জানানো হয়। কিন্তু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্ধারিত দিন অর্থা ১৪ জানুয়ারিতেই মামলার শুনানি হবে, তার আগে কোনও তাড়াহুড়ো নয়। এই সিদ্ধান্তের পরই জল্পনা শুরু হয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে। আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, হাই কোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ হওয়ায় ইডি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েই অন্তর্বর্তী স্বস্তি চাইতে পারে। এমনকি সোমবারের মধ্যেই এই সংক্রান্ত মামলা ফাইল হতে পারে বলেও খবর ছড়ায়। এই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই আগাম কৌশল নিল রাজ্য সরকার। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে বলে রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। এর ফলে ইডি যদি শীর্ষ আদালতে কোনও আবেদন জানায়, রাজ্য সরকারের বক্তব্য না শুনে কোনও একতরফা নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আইপ্যাক ইস্যুতে এই মুহূর্তে রাজ্য ও কেঃন্দ্রের সংঘাত শুধুই আইনি লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, তা সরাসরি রাজনৈতিক ময়দানে প্রভাব ফেলছে। সামনে লোকসভা নির্বাচনকে কেঃদ্র করে এই মামলার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। এখন দেখার, সুপ্রিম কোর্টে ইডি আদৌ যায় কি না এবং গেলে এই আইনি লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়।

মমতার আপত্তি উপেক্ষা করেই বহুতল আবাসনে বুথের ছাড়পত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কললকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃরাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের প্রবল আপত্তি এবং লিখিত চিঠি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বহুতল আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত কার্যকর করল কমিশন। কমিশনের এই পদক্ষেপকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি বিজেপির সঙ্গে কমিশনের যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছে। শাসক দলের বক্তব্য, বিজেপির দাবির সুরেই নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা-সহ রাজ্যের সাতটি জেলায় মোট ৬৯টি বহুতল আবাসনে ভোটগ্রহণ কেঃদ্র তৈরি করা হবে। কমিশনের ব্যাখ্যা, যেসব আবাসনে ৩০০-র বেশি ভোটার রয়েছেন, সেখানে ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের দাবি, এর ফলে ভোটারদের বাইরে গিয়ে বুথে দাঁড়াতে হবে না এবং ভোটদানের হার বাড়বে। কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতায় ২টি, উত্তর কলকাতায় ৮টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ২২টি, হাওড়ায় ৪টি, পূর্ব বর্ধমানে ৩টি এবং হুগলিতে ৫টি বহুতল আবাসনে বুথ বসানো হবে। কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, আপাতত ৬৯টি আবাসন চিহ্নিত হলেও ভবিষ্যতে সংখ্যা বাড়তেও পারে। চূড়ান্ত তালিকা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হবে। তবে এই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, কয়েক দিন আগেই বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা ও শিশির বাজোরিয়া নির্বাচন কমিশনের কাছে বহুতল আবাসনে বুথ বসানোর দাবি জানিয়েছিলেন। তার পরেই কমিশনের এই ঘোষণা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি শাসক দলের। তৃণমূলের কটাক্ষ, কমিশন যে বিজেপির বি-টিম, তা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল। এখন সিইও-র দপ্তরটাই বিজেপি পার্টি অফিসে তুলে নিলেই ভালো হয়। উল্লেখ্য, এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সম্প্রতি দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আশঙ্কা ছিল, বহুতল আবাসনে বুথ হলে প্রভাবশালী মহলের প্রভাব পড়তে পারে এবং ভোটের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। তবে সেই আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়েই কমিশন তাদের সিদ্ধান্তে অনড় রইল। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্য রাজনৈতিক অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রশাসনিক ও ভোটারবান্ধব। কমিশনের বক্তব্য, শহর ও শহরতলির বহু বহুতল আবাসনে বিপুল সংখ্যক ভোটার থাকলেও তাঁদের দূরের বুথে গিয়ে ভোট দিতে হয়। এতে প্রবীচণ ও অসুস্থ ভোটারদের সমস্যা হয়। আবাসনের মধ্যেই বুথ হলে ভোটদানের সুযোগ আরও সহজ হবে।

ভিক্টোরিয়ায় ভয়ংকর দাবানল, ১০০-র বেশি বাড়ি ভস্মীভূত

ভিক্টোরিয়া, ১০ জানুয়ারি ঃ পৃথিবীর একদিকে যখন শীতের দাপটে নাজেহাল উত্তর গোলার্ধ, ঠিক তখনই দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় চরম তাপপ্রবাহ ও ভয়াবহ দাবানলে ফের বিপর্যয়ের ছবি। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা বর্তমানে দাউদাউ করে জ্বলছে। ভয়াবহ এই দাবানলে ইতিমধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ১০০-রও বেশি বাড়ি, ধ্বংস হয়েছে কয়েক লক্ষ হেক্টর বনভূমি। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে আকাশ, দিনের আলোতেও নেমে এসেছে অন্ধকার। আতঙ্কে প্রহর গুনছেন স্থানীয় বাসিন্দারা- যে কোনও মুহূর্তে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হতে পারে। ভিক্টোরিয়ার প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার থেকে রাজ্যের একাধিক এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দাবানল। এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ হেক্টরের বেশি বনভূমি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। দাবানলের তাণ্ডবে ১১৯টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণে প্রায় ৩৮ হাজার বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে বহু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। দমকল দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে ভিক্টোরিয়া জুড়ে অন্তত ৬৭টি জায়গায় আগুন জ্বলছে। এর মধ্যে ১০টি দাবানল এখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। লংউড, রেভেন্সউড এবং ওয়ালওয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নতুন করে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে গ্রেট ওটওয়ে অঞ্চলেও, যা প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। দাবানলের দ্রুত বিস্তারের কারণে কেপ ওটওয়ে এবং মেইটস রেস্ট এলাকার বাসিন্দাদের অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সংস্থার প্রধান টিম উইবুশ জানিয়েছেন, আগুনের গতিপথ অত্যন্ত অনিশ্চিত। হাওয়া বদলালেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। তাই বাসিন্দাদের দেরি না করে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অনেকের মনেই ফিরিয়ে আনছে ২০১৯-২০ সালের বিভীষিকাময় ‘ সামার’-এর স্মৃতি। সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার একাধিক রাজ্যে ভয়াবহ দাবানলে হাজার হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল, মারা গিয়েছিল অসংখ্য মানুষ ও কোটি কোটি বন্যপ্রাণী। দিনের বেলাতেও সূর্য ঢেকে গিয়েছিল ধোঁয়ায়। ভিক্টোরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে ফের সেই দু ঃস্বপ্ন ফিরে আসার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। কান্ট্রি ফায়ার অথরিটির প্রধান জেসন হেফারনান জানিয়েছেন, দাবানল কবে নিয়ন্ত্রণে আসবে, সে বিষয়ে এই মুহূর্তে আশার কথা বলা কঠিন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় একাধিক এলাকায় নতুন করে আগুন ছড়িয়েছে। তাই রাজ্যবাসীকে যে কোনও মুহূর্তে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি রাখতে বলা হয়েছে। কয়েক হাজার দমকলকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দিনরাত এক করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তবে প্রবল গরম ও ঝোড়ো হাওয়া তাঁদের কাজকে আরও কঠিন করে তুলছে। দাবানলের জেরে ভিক্টোরিয়ার বহু জাতীয় উদ্যান, পার্ক ও ক্যাম্পগ্রাউন্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এই আগুনে কয়েক হাজার বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। ইতিমধ্যেই বহু প্রাণী তাদের আবাসস্থল হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জাতির উদ্দেশে টেলিভিশন ভাষণে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানেজ। তিনি জানান, ভিক্টোরিয়ার বিস্তীর্ণ অংশকে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁদের ঘরবাড়ি ও পরিবার হারিয়েছেন, গোটা অস্ট্রেলিয়া তাঁদের পাশে রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি দমকলকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সাহস ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে? কড়া নজরে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ একাত্তরের রক্তাক্ত ইতিহাসকে ছাপিয়ে কি পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন করে সামরিক সম্পর্কে জড়াতে চলেছে বাংলাদেশ? সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনার পর এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক মহলে। পাকিস্তানের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান কেনার সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানাল ভারত। নয়াদিল্লির সাফ বার্তা- এই ইস্যুর সঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত, তাই গোটা পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

সম্প্রতি ইসলামাবাদ সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। এই সফর ঘিরেই নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, ওই সফরে বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান পাকিস্তানের এয়ার চিফ মার্শাল জাহির আহমেদ বাবরের সঙ্গে সাক্ষা করেন। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও দাবি করা হয় ওই বিবৃতিতে। আইএসপিআরের বক্তব্য অনুযায়ী, বৈঠকে পাকিস্তানের তৈরি যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান ও চিনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ৪.৫ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ‘জেএফ-১৭ থান্ডার’ কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান- এমনটাই দাবি পাকিস্তানের। সব কিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে, শীঘ্রই এই যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে দু’দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এই খবর সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে নয়াদিল্লি। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, গোটা পরিস্থিতির দিকে আমরা খুব কাছ থেকে নজর রাখছি। এই বিষয়টির সঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত রয়েছে। যদিও তিনি সরাসরি কোনও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেননি, তবে কূটনৈতিক মহলের মতে, এই বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছে ভারত। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি ভারতের কাছে সংবেদনশীল হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে।

প্রথমত, ‘জেএফ-১৭ থান্ডার’ যুদ্ধবিমান যৌথভাবে তৈরি করেছে চিন ও পাকিস্তান। এই যুদ্ধবিমানে চিনা এভিওনিক্স, আধুনিক রাডার ব্যবস্থা এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বহনের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে এই ধরনের যুদ্ধবিমান বাংলাদেশের হাতে এলে, তা আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে ভারত। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করছে বিভিন্ন মহল। যদিও সরকারি স্তরে ঢাকার তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি, তবুও ইসলামাবাদ সফর এবং পাকিস্তানি সেনার বিবৃতি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। অনেকের মতে, আধুনিক যুদ্ধবিমান ও সামরিক সরঞ্জামের সন্ধানে থাকা বাংলাদেশ এই মুহূর্তে বিকল্প সরবরাহকারীর খোঁজ করছে, আর সেই সুযোগই কাজে লাগাতে চাইছে পাকিস্তান। এদিকে, বাংলাদেশের সামরিক আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার কথাও নতুন নয়। বর্তমান সময়ে নিজেদের বিমানবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে আধুনিক ফাইটার জেট, রাডার ব্যবস্থা এবং অস্ত্রভাণ্ডার আপগ্রেড করার পথে হাঁটছে ঢাকা। সেই প্রেক্ষিতেই ‘ থান্ডার’ তাদের কাছে একটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী ও আধুনিক বিকল্প বলে বিবেচিত হচ্ছে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা। তবে এই সম্ভাব্য চুক্তিকে ঘিরে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রশ্নও উঠছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের স্মৃতি এখনও বাংলাদেশের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত। সেই অতীতকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক জোটে জড়ানো কতটা গ্রহণযোগ্য- তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। বিরোধী মহলের একাংশের মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যদি পাকিস্তান ও পরোক্ষভাবে চিনের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক জোরদার করে, তবে তা ভারতের কৌশলগত স্বার্থে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সূত্রের মতে, ভারত এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া দেখাতে না চাইলেও পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে তার প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়েও বিভিন্ন স্তরে মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে বাংলাদেশের সম্ভাব্য পদক্ষেপ শুধু দু’দেশের মধ্যেই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। আর সেই কারণেই দিল্লির স্পষ্ট বার্তা- জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে এই ধরনের পদক্ষেপকে কোনওভাবেই হালকাভাবে নেবে না ভারত।

উত্তর প্রদেশে শিল্পায়নের জোয়ার, প্রতিদিন গড়ে উঠছে নতুন কারখানাঃরাজনাথ সিং

লখনউ, ১০ জানুয়ারি ঃ এক সময় যে উত্তর প্রদেশকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসেবে দেখা হতো, আজ সেই রাজ্যই শিল্পায়নের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে-এমনই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার লখনউয়ের সরোজিনী নগরে অশোক লেল্যান্ডের বৈদ্যুতিন যানবাহন উপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, উত্তর প্রদেশে এখন প্রতিদিন নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্পষ্ট প্রমাণ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা। রাজনাথ সিং বলেন, এক সময় উত্তর প্রদেশ অরাজকতা ও অপরাধের জন্য কুখ্যাত ছিল। শিল্প বিনিয়োগকারীদের কাছে রাজ্যটি আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে আজ উত্তর প্রদেশ শিল্পপতিদের কাছে ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।সরোজিনী নগরে গড়ে ওঠা অশোক লেল্যান্ডের এই বৈদ্যুতিন

যানবাহন কারখানাটি সেই পরিবর্তনেরই প্রতীক। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশ সরকার ও অশোক লেল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তার পর মাত্র ১৪ মাসের মধ্যেই প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই বিশ্বমানের উৎপাদন কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। এত স্বল্প সময়ে এত বড় শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন উত্তর প্রদেশের প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের পরিচয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।রাজনাথ সিং তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, শুধু সাধারণ শিল্প নয়, উত্তর প্রদেশে এখন জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত প্রকল্পও শুরু হয়েছে। রাজ্যে প্রতিরক্ষা শিল্প করিডোর গড়ে তোলা হয়েছে, যার ফলে দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তাঁর মতে, উত্তর প্রদেশ আজ শুধু দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার রাজ্য নয়, বরং ভবিষ্যতে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করবে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও অনুষ্ঠানে বলেন, রাজ্য সরকার বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বচ্ছ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করেছে। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা-সব দিকেই সরকার সহযোগিতা করছে। বৈদ্যুতিন যানবাহন উপাদনের মতো ভবিষ্যতমুখী শিল্প রাজ্যে আসায় কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রসারও ঘটবে।উত্তর প্রদেশে শিল্পায়নের এই নতুন অধ্যায় রাজ্যের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। একসময় যে রাজ্য উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে ছিল, আজ সেখানে একের পর এক বৃহৎ শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাজনাথ সিংয়ের কথায়, এই সাফল্য শুধু সরকারের নয়, উত্তর প্রদেশের সাধারণ মানুষেরও, যারা পরিবর্তনের এই যাত্রার অংশীদার হয়ে উঠেছেন।

আমেরিকার বদলে যাওয়া জনবিন্যাস ঘিরে বিতর্ক ঃ মুসলিম অধ্যুষিত শহরে খালেদা জিয়ার নামে রাস্তার

১০ জানুয়ারি ঃ আমেরিকার সামাজিক ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। তবে এবার সেই বিতর্ক আরও তীব্র আকার নিল মিশিগান রাজ্যের একটি শহরকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশি মুসলিম অধ্যুষিত শহর হ্যামট্রামিক সিটি-তে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার নামে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক। অনেক মার্কিন নাগরিকের দাবি, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে যে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আমেরিকার জনবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। মিশিগানের হ্যামট্রামিক সিটির একটি রাস্তার নাম ছিল ‘ স্টিট’। সম্প্রতি সেই রাস্তার নাম বদলে রাখা হয়েছে ‘ জিয়া স্টিট’। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সিটি কাউন্সিলের অনুমোদনেই এই নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বর্তমান সিটি কাউন্সিলে মোট চারজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলর রয়েছেন। তাঁদের উদ্যোগেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা পাশ হয়। হ্যামট্রামিক শহরটি দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেখানে বাংলাদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে শহরটির মোট জনসংখ্যার একটি ব। অংশই বাংলাদেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। ঘটনাটি সামনে আসতেই সরব হয়ে উঠেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পপন্থী গোষ্ঠী, বিশেষ করে তথাকথিত ‘ ক্রাউড’। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভের ঝ়ড় উঠেছে। অনেকেই এই নামকরণকে আমেরিকার ঐতিহ্য ও পরিচয়ের ওপর ‘ বলে দাবি করছেন। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, এটা আমেরিকা, বাংলাদেশ নয়। এখানে বিদেশি রাজনৈতিক নেতার নামে রাস্তার নামকরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আরেকজন আরও কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন, এই ঘটনাই দেখাচ্ছে কীভাবে আমেরিকার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। এইসব অভিবাসীদের অবিলম্বে দেশ থেকে তা।ানো উচিত। এই ধরনের মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে অভিবাসন, বহুসংস্কৃতিবাদ এবং স্থানীয় প্রশাসনে অভিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। তবে এই নামকরণের পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন অনেকেই। তাঁদের বক্তব্য, হ্যামট্রামিক একটি অভিবাসী শহর এবং এখানে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। সিটি কাউন্সিলের এক সদস্য জানান, খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ নারী নেতৃত্বের প্রতীক। এই নামকরণ স্থানীয় বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের আবেগ ও অবদানকে সম্মান জানানোর অংশ। তাঁদের আরও দাবি, আমেরিকায় আগে থেকেই মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক

ব্যক্তিত্বদের নামে রাস্তা রয়েছে। সেই দৃষ্টান্তেই এই নামকরণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিতর্ক আসলে বৃহত্তর একটি সমস্যার প্রতিফলন। আমেরিকার বহু শহরেই জনসংখ্যার চরিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। অভিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তার প্রভাব পাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে। এর ফলেই একদিকে বহুসংস্কৃতিবাদের প্রসার ঘটছে, অন্যদিকে দেশজ নাগরিকদের একাংশের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা ও অসন্তোষ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে অভিবাসন বিরোধী রাজনীতি যেমন জোরদার হয়েছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতেও সেই মানসিকতা অনেকাংশে সক্রিয় রয়েছে।

আবহাওয়া

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। এই সময়ে আপনি আপনার জীবনে ভারসাম্য এবং স্থিতিশীলতা অনুভব করবেন। ইতিবাচক শক্তি আপনাকে ঘিরে থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি সহজেই আপনার ভেতরের কণ্ঠস্বর শুনতে পারবেন। অর্থের উন্নতি।

বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি একাধিক সুযোগ নিয়ে এসেছে, বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আপনি আপনার সামাজিক জীবনে খুব সক্রিয় থাকবেন এবং আপনার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা সহায়ক হবেন। বিবাহের যোগ হবে

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটিতে কিছু বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও এই সময়টিকে সাধারণত অনুকূল বলে মনে হবে না, তবে আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং যোগাযোগের দক্ষতাকে ভাল ভাবে ব্যবহার করে এটিকে একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে পারেন। সংসারে উন্নতি।

কর্কট রাশি ঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি সাধারণ দিন হবে। আপনি আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করতে পারেন। এটি আপনার সংবেদনশীলতা এবং আবেগ বোঝার সময়। ব্যবসায় উন্নতি হবে

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার সময়। আপনি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন, যা আপনার চারপাশে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেবে। আপনি আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলিতে এক নতুন উষ্ণতা অনুভব করবেন।

কন্যা ঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন। আপনি আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রীতি এবং ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ পাবেন। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন এবং আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট থাকবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে। আপনি আপনার চারপাশে এক ধরনের অস্থিরতার পরিবেশ অনুভব করতে পারেন। শুভ দিন হবে আজ

বৃশ্চিকঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন। আপনার শক্তি এবং ইতিবাচকতা চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে, যা আপনার চারপাশের মানুষদের অনুপ্রাণিত করবে। সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার চারপাশের শক্তি পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা আপনাকে এমন অনুভব করাতে পারে যে সবকিছু আপনার ইচ্ছামতো হচ্ছে না। এটি আত্মদর্শনের একটি সময়. হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য হবে।

মকরঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকার দিন। একটি ইতিবাচক শক্তি আপনার সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ছেয়ে থাকবে, যা আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করবে।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। এই দিনের পরিস্থিতি আপনার মনে বিভ্রান্তি এবং চাপের সৃষ্টি করতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে ইতিবাচক যোগাযোগ বজায় রাখা অপরিহার্য।

মীনঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার মানসিক এবং আবেগিক ভারসাম্য কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে, যা কিছু চাপপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তির প্রতীকঃ বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তির প্রতীক, এই বার্তা দিলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তিনি বলেন, বিদেশী আক্রমণকারীদের পাশ কাটিয়ে, তাদের সকলকে একপাশে সরিয়ে, সেখানে আছেন ভগবান সোমনাথ, ভগবান শিব, যাঁর পুজো করে গুজরাট উপকূলের সমুদ্রের ঢেউও। এই পুরো পর্বটি সারা বছর ধরে পালিত হবে। বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি আজ এখানে পুজো করেছেন। আমরা সকলেই দেশজুড়ে এই উৎসব উদযাপন করব।সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব সম্পর্কে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা আরও বলেন, আমাদের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রথমে ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং পরে ভগবান হনুমানের দর্শন করেছিলেন। ১,০২৬ সালে বিদেশী হানাদাররা সোমনাথ মন্দিরে নৃশংস আক্রমণ করেছিল, তবুও বারবার আক্রমণ সত্ত্বেও, আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শক্তি অটুট রয়েছে। আজও, মন্দিরটি বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত মন্দির হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য, বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি নীতিন নবীন শনিবার সকালে দিল্লির কনৌট প্লেস এলাকায় অবস্থিত হনুমান মন্দিরে প্রার্থনা করেন।

দূষিত জল কাণ্ডে ইন্দোরে মৃত্যুমিছিল, ‘ হর ঘর জল’ প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ মধ্য প্রদেশের ইন্দোর জেলার ভগীরথপুরা এলাকায় দূষিত জল পান করার জেরে একের পর এক মৃত্যুর অভিযোগে রাজ্য ও কেন্দ্র-দু’স্তরের প্রশাসনই প্রবল চাপের মুখে। স্থানীয়. সূত্রের দাবি, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শোকস্তব্ধ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, অসুস্থ আরও বহু মানুষ চিকিৎসাধীন। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের ‘ হর ঘর জল’ প্রকল্পের আকার নিচ্ছে বলে দাবি কংগ্রেসের। সাংবাদিক বৈঠকে পবন খেরা গুজরাটের গান্ধীনগরের উদাহরণ টেনে বলেন, সেখানে টাইফয়েডের ঘটনা দ্রুত বেড়ে চলেছে, অথচ জাতীয় স্তরে এই বিষয়ে কোনও গুরুতর আলোচনা দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, একের পর এক রাজ্যে দূষিত জলের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়লেও কেন্দ্র এই সংকটকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।দিল্লির জল পরিস্থিতির প্রসঙ্গও টেনে আনেন কংগ্রেস মুখপাত্র। তিনি খেরা আরও বলেন, এই প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে টাকা আনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, সেই বিপুল অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে এবং কেন প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণে এত বড় ব্যর্থতা দেখা গেল। তাঁর দাবি, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।এদিকে ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকায় পরিস্থিতি

বাস্তবায়ন ও নজরদারি নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। গত বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, দেশজুড়ে স্বচ্ছতা অভিযানের সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে যে ইন্দোরকে টানা ন’বার প্রথম স্থানে রাখা হয়েছে, সেই শহরেই যদি দূষিত জলের কারণে মানুষের প্রাণ যায়, তবে প্রশাসনিক সাফল্যের দাবিগুলি কতটা বাস্তব, তা নতুন করে ভাবতে হবে। তাঁর বক্তব্য, এই ঘটনা শুধু একটি এলাকার দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা নয়, বরং স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং ‘ হর ঘর জল’ প্রকল্পের কার্যকারিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার উপর গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন। কংগ্রেসের অভিযোগ, ভগীরথপুরা এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের ত্রুটি প্রশাসনের জানা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পবন খেরা জানান, ইন্দোরে পুরনো পাইপলাইন বদলের জন্য ২০২২ সালের ২২ জুলাই চুক্তি অনুমোদিত হলেও, আজও সেই কাজ কার্যত শুরুই হয়নি। তাঁর মতে, কাগজে-কলমে প্রকল্প অনুমোদন থাকলেও মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের অভাবই এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।শুধু মধ্য প্রদেশ নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও জল দূষণের সমস্যা উদ্বেগজনক বলেন, রাজধানীতে আম আদমি পার্টি সরকারের সময় জল কালো ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল, আর বর্তমান সরকারের আমলে তা হলুদ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে। তাঁর বক্তব্য, সরকার বদলালেও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো জলের গুণগত মান যে উন্নত হয়নি, এই অভিযোগই বারবার উঠে আসছে।কেন্দ্রীয় একটি রিপোর্টের তথ্য উদ্বৃত করে পবন খেরা দাবি করেন, বর্তমানে দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ জল কোনও না কোনও ভাবে দূষিত। তাঁর মতে, এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে সমস্যাটি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং জাতীয় স্তরের গভীর সংকট। অথচ এই বাস্তবতার মধ্যেও সরকার প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ।‘ হর ঘর জল’ প্রকল্প নিয়ে সরাসরি কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতা বলেন, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে যে প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে, বাস্তবে তা অনেক জায়গায় হর ঘর জল নয়, বরং হর ঘর মল প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, ইন্দোরের ঘটনায় মানুষের বাড়িতে যে জল পৌঁছেছে, তাতে নিকাশি ও মলমূত্রের মিশ্রণের অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে মৃত্যুর দায় সরকার এড়াতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।পবন এখনও উদ্বেগজনক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই জল থেকে দুর্গন্ধ আসছিল এবং রঙ পরিবর্তনের ঘটনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত একের পর এক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বর্তমানে আক্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে শোক ও ক্ষোভ-দুটিই প্রবল।এই ঘটনার পর রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কংগ্রেসের দাবি, সময়মতো পাইপলাইন সংস্কার ও জলের মান পরীক্ষা করা হলে এত বড় প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব ছিল। বিরোধীদের মতে, উন্নয়নের পরিসংখ্যান আর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে গভীর ফারাক রয়েছে, ইন্দোরের এই ঘটনা তারই নির্মম উদাহরণ।দূষিত জলের কারণে মৃত্যুর অভিযোগ সামনে আসার পর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন নজর দেশবাসীর। কংগ্রেস স্পষ্ট করেছে, এই ইস্যুতে তারা সংসদের ভিতরে ও বাইরে চাপ বাড়াবে। সাধারণ মানুষের নিরাপদ পানীয় জলের অধিকার নিশ্চিত না হলে উন্নয়নের সমস্ত দাবিই অর্থহীন হয়ে পড়বে-এই বার্তাই দিতে চাইছে বিরোধী শিবির।

নীতীশকে ভারতরত্নের পক্ষে সওয়াল জিতেনরাম মাঞ্জির

পাটনা, ১০ জানুয়ারি ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ভারতরত্ন দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেনরাম মাঞ্জি। শনিবার এক্স মাধ্যমে জিতেনরাম মাঞ্জি লেখেন, ভারতরত্ন নীতীশ কুমার জি... এই কথা শুনতে কী দারুণই না লাগবে, তাই না?জিতেনরাম মাঞ্জি এক্স-এ আরও লেখেন, আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি নিজস্ব সিদ্ধান্ত দিয়ে সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্য সুপরিচিত, তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবারও সবাইকে হতবাক করে দেবেন।

ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য ১০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্মানিত

গোরখপুর,১০ জানুয়ারী ঃ ভারত সরকারের মাননীয় রেলওয়ে, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে নয়াদিল্লির দ্বারকাস্থ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার (যশোভূমি) এ আয়োজিত এক পুরস্কার অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য ১০০ জন নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সম্মানিত করেছেন, যার মধ্যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনজন কর্মচারীও রয়েছেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিএন্ডডব্লিউ) শ্রী দিলীপ কুমার গৌতমকে EPPFS সিস্টেম কন্ট্রোল প্যানেল এবং জল সিলিন্ডার পরীক্ষার জন্য একটি টেস্ট বেঞ্চ তৈরি করে ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য অতি বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি ন্যূনতম খরচে ১,২০০টিরও বেশি ত্রুটিপূর্ণ জল সিলিন্ডার মেরামত করেছেন এবং ২৫০টিরও বেশি ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্যানেল মেরামত করেছেন, যার ফলে মোট আনুমানিক রুপি সাশ্রয় হয়েছে। রেলওয়ের ৪.৩৯ কোটি টাকার রাজস্ব সাশ্রয় হয়েছে। মিঃ গৌতমের প্রচেষ্টা কারখানার ত্রুটি শূন্যে নামিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে, ০৫৩৪৮ নম্বর ট্রেনে স্টেশন পরিদর্শনের সময়, মথুরা ক্যান্টনমেন্টের প্রধান ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, মিঃ ভগবান সহায় মীনা রায়া-সোনাই ব্লক সেকশনে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ লক্ষ্য করেন। সোনাই ইয়ার্ডে পরিদর্শনের সময়, মিঃ মীনা একটি চাকায় আগুন দেখতে পান।

যখন অহঙ্কার মাথার ওপরে উঠে যায়, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা হ্রাস পায়ঃরোহিণী আচার্য

পাটনা, ১০ জানুয়ারি ঃ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিণী আচার্য। শনিবার এক্স মাধ্যমে রোহিণী লেখেন, যখন অহঙ্কার মাথার ওপরে উঠে যায়, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা হ্রাস পায়। কাকে উদ্দেশ্যে করে এই মন্তব্য, তা নিয়ে খোলসা করে কিছু জানাননি রোহিণী। তবে, নিজের পরিবারকে নিজেই যে এই মন্তব্য, তা বলাইবাহুল্য।শনিবার এক্স মাধ্যমে রোহিণী লেখেন, এত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে মহান উত্তরাধিকার তৈরি এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ধ্বংস করার জন্য, বাইরের লোকের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের এবং আমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে নতুনভাবে তৈরি কিছু চক্রান্তই যথেষ্ট। অবাক হওয়ার বিষয় তখন আসে যখন যাদের স্বার্থ পরিচয় দেয়, যাদের স্বার্থ অস্তিত্ব দেয়, সেই পরিচয়ের, অস্তিত্বের চিহ্নগুলি, প্রতারণার আড়ালে, আমাদের নিজস্ব তাদের মুছে ফেলা এবং অপসারণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যখন জ্ঞানের ওপর একটি পর্দা পড়ে যায়, যখন অহঙ্কার মাথার ওপর উঠে যায়, তখন ধ্বংসকারী চোখ, নাক এবং কান হয়ে ওঠে এবং বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা হ্রাস পায়।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

CHANGE OF NAME
I, MASLEM MONDAL (old name) S/O - HARI MONDAL residing at VILL - GOURIPUR PO - JOYKRISHNAPUR PS - JALANGI DIST - MURSHIDABAD PIN-742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MASLEM MONDAL (old name) to MASLIM MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MASLIM MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/01/2026. MASLIM MONDAL (new name) & MASLEM MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি SONALI BEGAM, Wife of LT. A.M. MIZAMOUDULLA BEG- ঠিকানা MOHUGRAM THAKUR PARA, আমার আধার, ভোটার, প্যান-কার্ডে DOB আছে ১.১.১৯৮৩. আমার P.P.O.No - 241200000779 আমার D.O.B আছে ৫.২.১৯৭৮. আমার D.O.B হবে ১.১.১৯৮৩ আমি ১৯.১২.২০২৫ তারিখে বোলপুর ফার্স্ট ক্লাস কোর্টে Affidavit করিলাম।

CHANGE OF NAME
I, (Old name) MALIN HALDER S/o- SHYAMAPADA HALDAR is wrongly recorded in my voter card. Residing at 126 Maharaja nanda kumar road, Po- Khagra, P.S - Berhampore, Dist.- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. That my & my father actual name BABU HALDER S/o- SHYAMAPADA HALDER Which has been noted in my aadhaar card 2998 6743 1556, Shall henceforth be known as (new name) BABU HALDER S/o-SHYAMAPADA HALDER. That my name BABU HALDER and MALIN HALDER and my father name SHYAMAPADA HALDAR and SHYAMAPADA HALDER is the same and one identical person. Vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore Murshidabad.

CHANGE OF NAME
I,SAHA ALAM (old name) S/O - FAIJUDDIN residing at VILL & PO - ASHACHIA PS - KALIGANJ DIST - NADIA PIN - 741137. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAHA ALAM (old name) to SHAHA ALAM SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as SHAHA ALAM SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/01/2026. SHAHA ALAM SEKH (new name) & SAHA ALAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Arman Mondal S/o Kader Mondal DOB: 02.05.1993 residing at Vill.- Khabrrpota, P.O. & P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743262 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my mother's actual name Jelehar Mondal instead of Jelehar Bibi, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 24/07/2024. Jelehar Bibi and Jelehar Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, AMERUL ISLAM (old name) S/O - ABUL KALAM SARKAR residing at VILL- SUKANTAMORE PO - CHANCHAL PS - CHANCHAL DIST - MALDA PIN - 732123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AMERUL ISLAM (old name) to AMIRUL ISLAM (new name) and henceforth, I shall be Known as AMIRUL ISLAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/01/2026. AMIRUL ISLAM (new name) & AMERUL ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,UMMA JAURI BIBI (old name) W/O - SAHA ALAM residing at VILL & PO - ASHACHIA PS - KALIGANJ DIST - NADIA PIN - 741137. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from UMMA JAURI BIBIt (old name) to UMME JAHURA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as UMME JAHURA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/01/2026. UMME JAHURA KHATUN (new name) & UMMA JAURI BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, PARAMITA BISWAS D/o SUKUMAR BISWAS DOB: 07.06.1995 residing at Vill & P.O. Gobrapur, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my mother's actual name GITARANI BISWAS instead of DIPA BISWAS, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 31/12/2025. DIPA BISWAS and GITARANI BISWAS both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, SHAIKH HAIDAR ALI (old name) S/O - SANU SHAIKH residing at VILL - LUTBAGAN PO - JANGIPUR PS - RAGHUNATHGANJ DIST - JANGIPUR PIN - 742213. West Bengal, do hereby declare that i have changed My name from SHAIKH HAIDAR ALI (old name) to SEKH HAYDER ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as SEKH HAYDER ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/01/2026. SEKH HAYDER ALI (new name) & SHAIKH HAIDAR ALI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MASLEM MONDAL (old name) S/O - HARI MONDAL residing at VILL - GOURIPUR PO - JOYKRISHNAPUR PS - JALANGI DIST - MURSHIDABAD PIN - 742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MASLEM MONDAL (old name) to MASLIM MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MASLIM MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/01/2026. MASLIM MONDAL (new name) & MASLEM MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, RAJESH KUMAR SHOW (Old Name) S/o Bhageran Sah Residing at 29/B, Baithak Khana Road, Raja Ram Mohan Sarani, Kolkata-700009 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as RAJESH KUMAR SAH (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta Dated 03-01-2026. RAJESH KUMAR SHOW (Old Name) and RAJESH KUMAR SAH (New Name) both are same and one identical person.

আবহাওয়া

গত কয়েকদিনে যে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পেয়েছে শহরবাসী, তাতে যেন কিছুটা ভাঁটা প।ল। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত কয়েকদিনের থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, এখনও স্বাভাবিকের তুলনায় ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম রয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তীব্রতা কমলেও এখনও শীতের আমেজ রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। লকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শনিবার সকালেও শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। পরে রোদ ঝলমলে পরিস্কার আকাশের দেখা মিলেছে। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন শীতের অনুভূতি তীব্র থাকবে। কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঠান্ডার অনুভূতি উল্লেখযোগ্য ভাবে কম থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর-সহ উত্তরের ৪ জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে।

জোয়ার ভাঁটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং ১০রাত ৫০টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১২ট। ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৬মনিটে হতে পারে।

আগামী অর্থ বছরে জিডিপি বৃদ্ধিতে মন্দার আশঙ্কা

১০ জানুয়ারি ঃ বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তা এবং বেসরকারি বিনিয়োগের গতি শ্লথ হওয়ার প্রভাবে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার কিছুটা কমতে পারে। মঙ্গলবার এমনই পূর্বাভাস দিল ঘরোয়া রেটিং সংস্থা ইন্ডিয়া রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চ। সংস্থার মতে, চলতি অর্থ বছরে দেশের রিয়েল জিডিপি বৃদ্ধির হার যেখানে ৭.৪ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেখানে আগামী অর্থ বছরে তা নেমে আসতে পারে ৬.৯ শতাংশে। সংবাদসংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইন্ডিয়া রেটিংসের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে চলমান ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সুদের হারের ওঠানামা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রভাব ভারতের উপরও পড়তে পারে। পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাশিত হারে না বাড়লে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি মন্থর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সংস্থার মতে, ভারতের সামগ্রিক ম্যাক্রোইকোনমিক ভিত্তি এখনও তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। সাম্প্রতিক আর্থিক ও মুদ্রানীতি এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কাঠামোগত সংস্কার বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তা থেকে দেশের অর্থনীতিকে আংশিক সুরক্ষা দিতে সক্ষম হতে পারে। ইন্ডিয়া রেটিংসের দাবি, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে যদি আয়কর হার কমানো-সহ একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে ভোক্তা ব্যয় বাড়তে পারে এবং তার জেরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসতে পারে। তবে আশঙ্কার দিকও একেবারে উ।য়ে দিচ্ছেন না অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। রেটিং সংস্থার মতে, চলতি বছরে এল নিনো আবহাওয়ার প্রভাব একটি বড় ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বা খরার পরিস্থিতি তৈরি হলে দেশের কৃষি উপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘোষনা
দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মুদ্রা যোজনার নামে প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস, পূর্ব যাদবপুরে গ্রেপ্তার ৫ ভিনরাজ্যের যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা প্রকল্পের আওতায় ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে বড় সাফল্য পেল পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে নিতাইনগরের একটি আবাসন থেকে ভিনরাজ্যের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরেই ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের টার্গেট করে প্রতারণা চালাচ্ছিল। অভিযুক্তদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম অমিত খান, রথিন সিডি, মহম্মদ নাজিমউদ্দিন সিদ্দিকি, বিশাল সিন্ধে এবং মধুসূদন এইচ আর। ধৃতদের মধ্যে রথিন, নাজিমউদ্দিন, বিশাল ও মধুসূদন কর্নাটকের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে অমিত খান বিহারের বাসিন্দা। সকলেই বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর থানার আওতাধীন এলাকায় ভাড়া থাকতেন। অভিযুক্তদের কাছ থেকে আটটি স্মার্টফোন এবং ছ'টি কিপ্যাড মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ধৃতরা নিজেদের কখনও ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি, কখনও সরকারি প্রকল্পের এজেন্ট পরিচয় দিয়ে ছোট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। তারা দাবি করত, খুব সহজেই প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় কম সুদে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হবে। সেই বিশ্বাস অর্জনের পর বিভিন্ন ফি, প্রসেসিং চার্জ ও নথি যাচাইয়ের নামে মোটা টাকা আদায় করা হত। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর আর কোনও ঋণ মেলেনি বলেই অভিযোগ। উল্লেখ যোগ্যভাবে, চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি পূর্ব যাদবপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, মুদ্রা যোজনার লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনও ঋণ মেলেনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই মূল চক্রের সন্ধান পান তদন্তকারীরা। এরপরই শুক্রবার রাতে পূর্ব যাদবপুর থানার একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। নিতাইনগরের একটি আবাসনের তৃতীয় তলার একটি ঘর থেকে অভিযুক্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ঘর থেকেই প্রতারণামূলক ফোনকল করা হত এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হতো। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির কল রেকর্ড ও ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার তাদের আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার মূলে পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

পৌষ সংক্রান্তিতে আদিবাসী ও শবর সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে বস্ত্র প্রদান

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি ঃ ধর্ম যার যার উৎসব সবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আত্মবাক্যকে পাথেয় করে হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল গুরুদয়াল উচ্চ বিদ্যালয় এর মঞ্চে প্রতিবছরের মতো এবছরও পৌষ সংক্রান্তিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাকরাত উৎসব এবং শবর সম্প্রদায়ের টুসু উৎসব উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের ভাই বোনেদের হাতে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ীকা ডাঃ করবী মান্না, হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন হরিপাল ব্লকের৫৫০০ জন আদিবাসী ও শবর সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ধর্ম যার যার উৎসব সবার সেই কথাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা প্রতিবছর বিভিন্ন ধর্মের উৎসবে অংশগ্রহণকারী মানুষকে নতুন বস্ত্র উপহার দিয়ে আসছি যাতে তারা আনন্দের সঙ্গে উৎসব পালন করতে পারে।

অবৈধ মাটি কাটায় লাগাম নেই! ইটভাটা মামলায় জেলাশাসকদের রিপোর্ট তলব হাই কোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যজুড়ে অবৈধভাবে মাটি কাটা এবং সেই মাটি ব্যবহার করে ইটভাটা চালানোর অভিযোগে এবার সরব কলকাতা হাই কোর্ট। বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করলেন হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে সমস্ত জেলার অবস্থা জানিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই মামলার সূত্রপাত একটি জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে। অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি ভাবে মাটি কেটে তা স্থানীয় ইটভাটাগুলিতে জমা করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষিজমি ও বসতভিটে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনই নদী ও জলাশয়ের স্বাভাবিক গভীরতা নষ্ট হয়ে বন্যার ঝুঁকিও বাড়ছে। বিশেষ করে নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে মাটিক্ষয়ের ফলে প্রতিবছর ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে দাবি মামলাকারীদের। বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চায়, এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধে রাজ্যের তরফে সব জেলায় কোনও সতর্কতামূলক নোটিস বা নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে কি না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পূর্বে নির্দেশ জারি করা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের কাছ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে তা আদালতে জমা দিতে হবে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখেই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হবে। উল্লেখ যোগ্যভাবে, এই মামলায় এর আগেও একাধিকবার রাজ্যকে সতর্ক করেছে হাই কোর্ট। ২০২৪ সালের ২৬ জুন আদালতের নির্দেশে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছিল। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়, রাজ্যের কোথাও অনুমতি ছাড়া মাটি কাটা যাবে না এবং কোনও ইটভাটায় সেই মাটি মজুত করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু অভিযোগ, সেই নির্দেশ কার্যত কাগজে-কলমেই রয়ে গিয়েছে। বাস্তবে বহু জায়গায় আগের মতোই নির্বিচারে মাটি কাটা চলছে। ইটভাটার সঙ্গে যুক্ত কিছু পক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী, বিশেষ করে নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে অতিরিক্ত মাটি কাটার ফলে নদীর গভীরতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। জলঙ্গি নদীর ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠেছে, বেআইনি মাটি কাটার কারণে নদীর তলদেশে প্রায় ২ থেকে আড়াই ফুট পর্যন্ত অতিরিক্ত গভীরতা তৈরি হয়েছে। এর ফলেই বর্ষা এলেই নদী উপচে পড়ে আশপাশের গ্রাম ও শহর প্লাবিত হচ্ছে। প্রতিবছরের বন্যার পিছনে এই বেআইনি মাটি কাটাকেই অন্যতম প্রধান কারণ বলে দাবি করা হয়েছে।

বাংলা বলার অপরাধে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মিঠুন হালদার মুম্বাইতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে খুন হলেন মুর্শিদাবাদের এক যুবক। মৃত যুবকের নাম রিন্টু শেখ (৩০)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত আমডহরা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিগঞ্জে। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে বাংলায় কথা বলার জন্য রিন্টুর সঙ্গে কর্মরত অন্য রাজ্যের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনাটি রানিতলা থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। যদিও রানিতলা থানায় মৃতের পরিবারের তরফ থেকে লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি । এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মহারাষ্ট্র পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে রিন্টুর পরিবার জানতে পেরেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা রিন্টু শেখ গত বেশ কয়েক বছর ধরে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। বছরের বেশ কয়েক মাস মুম্বাইতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করার পর তিনি মাঝেমধ্যেই গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসতেন। গত ৭ মাস আগে রিন্টু শেষ বার মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। তারপর থেকে নভি মুম্বাইয়ের উলবে থানা এলাকার সেক্টর ২৪-এর কাছে একটি বহুতল নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন। সেখানেই শুক্রবার গভীর রাতে রিন্টুকে ওই বহুতল নির্মাণের সঙ্গে জড়িত অন্য কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক পিটিয়ে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত গতবছর ডিসেম্বর মাসে ওড়িশার সম্বলপুরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য স্থানীয় জনগণের 'রোষের' শিকার হয়ে গণপ্রহারে মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চক বাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা জুয়েল রানা নামে বছর একুশের এক যুবকের। সেই ঘটনার রেশ মেলানোর আগেই মুর্শিদাবাদের আরও এক যুবককে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল মহারাষ্ট্রে। মৃত ওই যুবকের এক দাদা জুম্মাত আলী বলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে রিন্টু মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। গত সাত মাস আগে নভি মুম্বাইতে একটি নির্মাণস্থলে রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করার জন্য গিয়েছিল। যে বহুতল নির্মাণের সঙ্গে রিন্টু জড়িত ছিল সেখানেই আরও কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে রাতে ঘুমাতো। জুম্মাত বলেন,দকয়েক বছর আগে রিন্টুর বাবা মারা গিয়েছেন। বাড়িতে রয়েছে মা, দুই ছোট ভাই, স্ত্রী এবং এক নাবালক সন্তান ।সকলের জন্য অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতেই তাঁকে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যেতে হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য ওই নির্মাণস্থলে কর্মরত অন্য কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে গতকাল রিন্টুর ঝামেলা হয় বলে আমরা জানতে পেরেছি। যাদের সঙ্গে রিন্টুর ঝামেলা হয়েছিল তারা মূলত উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। এরপর রাতের বেলায় তারাই রিন্টুক নির্মাণস্থলের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে। ওই ব্যক্তি বলেন, শনিবার সকালে আমরা রিন্টুর মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছি। এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই মুম্বাই পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। রিন্টু যে কোম্পানির হয়ে কাজ করতো তারাই দেহ ময়নাতদন্ত করে গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। মৃতের স্ত্রী বেবি খাতুন কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, আমার দেড় বছরের সন্তানকে নিয়ে কীভাবে এবার সংসার চালাবো আমি জানিনা। গোটা ঘটনার নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যে বারর বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা অত্যাচারিত হচ্ছেন। কখনও তাঁদেরকে মারধর করা হচ্ছে, কখনও তাদের জল-বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, আমাদের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১০০ পরিযায়ী শ্রমিকের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অত্যাচার করা হয়েছে। গত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্যে বারে বারে মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য তারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে প্রতিশোধমূলক আচরণ করছে।

সুন্দরবনের নোনা জমিতে কার্পাস চাষ করে স্বনির্ভর চাষিরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর সুন্দরবনে নোনা জমিতে কার্পাস তুলো চাষ করে স্বনির্ভর হচ্ছেন চাষিরা। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় নোনা জমি থাকার কারণে তেমনভাবে ফসল ফলাতে পারে না সুন্দরবনের চাষীরা। ধান থেকে সবজি চাষের ক্ষেত্রেও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় চাষীদের।এবার সেই প্রতিকূলতাকে উপার্জনের সুযোগ করে নিল সুন্দরবনের চাষীরা। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় নোনা জমির কারণে দীর্ঘদিন ধরে ফসল ফলানো ছিল চাষীদের কাছে কষ্টসাধ্য। নোনা জলের প্রভাবে ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনে ব্যাহত হচ্ছিল। সেই সমস্যা সমাধানে এবার নতুন পথের সন্ধান পেল সুন্দরবনের কৃষকেরা। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় জেলার প্রায় তিন হাজার বিঘে নোনা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে কার্পাস তুলোর চাষ। বিশেষ প্রজাতির এই তুলো নোনা জমিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলন দিচ্ছে। এর ফলে পরীক্ষামূলকভাবে সফল চাষিরা। নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় কৃষি বিশেষজ্ঞদের মত নিয়ে, নোনা জমিতে কার্যত কার্পাস তুলো ফলন করে লাভের মুখ দেখছে কৃষকেরা। আগামী দিনে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বীন করার জন্য এই কার্পাস তুলো অন্যতম ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চাষের ফলে একদিকে যেমন জমির লবনের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমছে তেমনি কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞানী ড সোমনাথ সরদার ও কুশল দাসগুপ্ত জানান, বর্ষাকালের অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং নোনা জমি থাকার কারণে আমন ধান ফলনের পর আর কোন চাষ এই জমিতে করার জন্য উপযোগী নয়। সুন্দরবনের এই জমিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত থাকার কারণে কার্পাস তুলো খুব ভালো ভাবেই ফলানো সম্ভব হয়। এবং পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমিতে যদি কার্পাস তুলো চাষ করা হয় তাহলে জমির লবণাক্ত ভাব অনেকটাই কমে যাবে। প্রতি বিঘাতে চাষিদের ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা খরচ হয় এই চাষের জন্য। চাষ করার পর চাষিরা প্রতি বিঘা প্রতি ১০ থেকে ১২ টাকা করে উপার্জন করতে পারবে এই কার্পাস তুলো চাষ করে। কটন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ৩০ মিলিমিটার তুলোর দাম ৮১০ টাকা প্রতিকুইন্টাল। পরীক্ষামূলক ভাবে সুন্দরবন এলাকা ৭০০ থেকে ৮০০ জন কৃষক এই চাষের সঙ্গে এখন যুক্ত রয়েছে। আগামী দিনে ধীরে ধীরে এই কার্পাস তুলা চাষ ছড়িয়ে পড়বে গোটা সুন্দরবন জুড়ে আশা করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে মুরালি মাকাল নামে এক কৃষক তিনি জানান, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আমরা এই চাষ করে আসছি। মূলত বর্ষাকালের পর এই চাষ আমরা শুরু করি ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে। প্রতি বিঘায় চাষ করার জন্য খরচ হয় সাত থেকে আট হাজার টাকা এবং এই তুলো বিক্রি করে আমাদের লাভ হয় ১২ থেকে ১০ হাজার টাকা। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞানী কেন্দ্রে এই তুলো আমরা বিক্রি করি এবং তুলোর বীজ ওখান থেকেই সংগ্রহ করি। আমরা এই তুলো চাষ করে উপকৃত। অপর এক চাষী গৌর হরি মণ্ডল বলেন, সুন্দরবন এলাকার জমিতে লবনের পরিমাণ বেশি। ধান চাষের পর এই জমিতে আর কিছু চাষ করা যায় না। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পক্ষ থেকে তুলা চাষের জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। আমরা এই চাষ করে লাভের মুখ দেখেছি সব কিছুই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগেই আমাদের সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার কৃষকেরা নোনা জমিতে সোনা ফালাচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার কৃষকেরা সাধুবাদ জানিয়েছে। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার চাষীদের জীবন জীবিকার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। স্বনির্ভর হচ্ছে কৃষকরা।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদযাপিত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিবেকানন্দের জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো বেলুড় মঠে। এই উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকেই বেলুড় মঠে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। ভোরে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেদপাঠ, স্তবগান, বিশেষ পূজা ও হোমের আয়োজন করা হয়। অস্থায়ী সভামণ্ডপেও সকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। সেখানে বিবেকানন্দ গীতি, কঠোপনিষদ পাঠ, গীতি আলেখ্য, তবলা লহরা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সরোদ বাদনের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর ঘরে সকাল থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সভামণ্ডপে দুপুর তিনটেয় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী উপস্থাপনা করা হয়। এই বিশেষ দিনে বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে মা সারদা সদাব্রত ভবনে বেলা ১১টা থেকে ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

শুনানির নোটিসে আতঙ্কে বৃদ্ধার মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে ফের এস. আই. আর. আতঙ্কে মৃত্যু। শুনানির নোটিস পাওয়ার ঠিক পরেই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা অলকা বিশ্বাস। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় দিন কোমায় থাকার পর শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এস. আই. আর. নোটিসই মৃত্যুর কারণ, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এ ঘটনায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অলকা বিশ্বাস ঘোলার বিলকান্দা ১নং পঞ্চায়েতের তালবান্দা উত্তরপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতেন। পরিবার জানায়, ৪ জানুয়ারি তার বাড়িতে শুনানির নোটিস আসে। নোটিস পাওয়ার পরই বৃদ্ধা চেয়ার থেকে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন তিনি। দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় বৃদ্ধাকে। সেখানে তিনি কোমায় চলে যান। ছয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। খড়দহের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বিলকান্দা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি তোপ দাগেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, 'এসআইআর নোটিসের আতঙ্ক বৃদ্ধার মৃত্যুতে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।' শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এসআইআর শুনানির নোটিস পাওয়ার পরই বৃদ্ধা চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। আজ, চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ২০০২ সালে নাম থাকার পরও শুনানির নোটিস আসছে। মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে। এসআইআর ভয়ংকর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।' উপপ্রধান প্রবীর দাস জানান, 'এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আমরা বৃদ্ধার পরিবারের পাশে আছি।'

রামপুরহাটে এস আই আর আতঙ্কে মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, দেবশ্রী মজুমদার। রামপুরহাট ঃ ফের এসএইআর শুনানি আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট ১নং ব্লক অফিসে। মৃতের নাম কাঞ্চন কুমার মণ্ডল (৭৬)। তার বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লি মনসাতলা। তিনি অনন্তপুর কানাইপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। শনিবার রামপুরহাট পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের ১২৮নং অংশে শুনানি ছিল। শুনানির নোটিশ পেয়ে দুপুরে ভাত খেয়ে সাইকেলে চড়ে রামপুরহাট ১নং ব্লক অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে সাইকেল থেকে নামার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন বলে জানান বিডিও অঙ্কুর মিত্র। হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, এসআইআর নোটিশ পেয়ে তিনি ব্লকে গিয়েছিলেন। সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মৃতের জামাই উত্তম কুমার রুজ বলেন, উনি সুস্থ মানুষ ছিলেন। কিভাবে মৃত্যু হল বলতে পারব না। তবে কোন আতংক ছিল না। ১৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তৃণমূল নেতা বলেন, উনাকে এসএইআর শুনানিতে ডেকেছিল। সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয়। রামপুরহাট বিধায়ক, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তআমরা মনে করি এস আই আর আতঙ্কে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এটা অমানবিক। নির্বাচন কমিশনের হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির বীরভূম জেলা সাংগঠনিক বিদায়ী সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, এস আই আর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে এমনটা বলছেন না পরিবার। আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। ভাত খেয়ে সাইকেল উনি সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে গ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সব মৃত্যুই দুঃখজনক। আমরা পরিবারের পাশে আছি। আমাদের নতুন জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই মৃত্যুর সঙ্গে এসআইআরের কোন সম্পর্ক নেই।

নিশ্চিন্দায় বেলুড় হাউসিংয়ে উন্নয়নের পাঁচালি ও সংকল্প'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের নিশ্চিন্দা থানা এলাকায় বেলুড় হাউসিংয়ে 'উন্নয়নের পাঁচালি' এবং 'উন্নয়নের সংকল্প' কর্মসূচি নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের সামনে রাজ্যের মা মাটি মানুষ সরকারের বিগত ১৫ বছরের কাজের খতিয়ান নিয়ে হাজির হন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। রাজ্যের ৭০টি জনমুখী প্রকল্প সকলে পাচ্ছেন কিনা তাও তিনি খোঁজখবর নেন গ্রামবাসীদের কাছে। কয়েকজন বয়স্ক মানুষকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। পানীয় জল, নিকাশি সমস্যা নিরসনের আশ্বাস দেন বিধায়ক। এদিন এলাকার ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় অংশ নেন বিধায়ক। উপহার হিসেবে শিশুদের হাতে লজেন্স তুলে দেন তিনি।

ভোটের আগেই বাংলায় বন্দে ভারত স্লিপার, হাওড়া-কামাখ্যা রুটে প্রকাশ্যে টাইমটেবিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার রেল মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে আরও এক বড় চমক। হাওড়া থেকে কামাখ্যা রুটে চালু হতে চলেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। সরকারি ভাবে এখনও উদ্বোধনের দিন ঘোষণা না হলেও, ভারতীয় রেলের প্রকাশিত টাইম টেবিল ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তুঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, আগামী ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরেই এই অত্যাধুনিক ট্রেনের উদ্বোধন হতে পারে। রেল সূত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সপ্তাহে ছ'দিন হাওড়া-কামাখ্যা যাতায়াত করবে বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। হাওড়া স্টেশন থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে যাত্রা শুরু করে পরদিন সকাল ৮টা ২০ মিনিটে কামাখ্যা পৌঁছবে ট্রেনটি। অন্যদিকে কামাখ্যা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে এবং পরদিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছবে। তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবে বলেই দাবি রেলের। এই ট্রেনটি মোট ১৩টি স্টেশনে থামবে। হাওড়া ছাড়ার পর ব্যান্ডেল নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা জংশন, মালদহ টাউন, আলুবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গাইগাঁও ও রঙ্গিয়া হয়ে কামাখ্যায় পৌঁছবে। একই স্টপেজে কামাখ্যা থেকে হাওড়ার দিকেও যাত্রা করবে ট্রেনটি। তবে বুধবার কামাখ্যা থেকে এবং বৃহস্পতিবার হাওড়া থেকে ট্রেনটি চলবে না। ১৬ কোচের সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ট্রেনে থাকবে ১১টি থ্রি-টায়ার এসি, চারটি টু-টায়ার এসি ও একটি ফার্স্ট ক্লাস এসি কোচ। একসঙ্গে ৮০০-র বেশি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। ভাড়াও তুলনামূলক কম রাখা হয়েছে; খাবার সহ থ্রিপ্ত -টায়ার এসির ভাড়া প্রায় ২,৩০০ টাকা, টু-টায়ার ৩,০০০ টাকা এবং ফার্স্ট এসি ৩,৬০০ টাকা। কবচ, এমার্জেন্সি টকব্যাকের মতো আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকবে এই ট্রেনে।

চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, আহত চার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ শনিবার দুপুরে চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে চম্পাহাটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাজি কারখানার বড় অংশ। অন্তত চারজন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের দুজনের শরীরের অধিকাংশই ঝলসে গিয়েছে। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকলের কর্মীরা । এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণের এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শনিবার ঘড়িতে সময় তখন দুপুর প্রায় ১টা। চম্পাহাটির বাজি কারখানায় কাজ চলছিল। তারই মধ্যে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কারখানাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, আচমকা অন্তত দু থেকে তিনবার বিকট শব্দ কানে আসে। তাঁরা সকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, অদূরে কারখানার একাংশ ধসে পড়েছে। অ্যাসেবস্টাস টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। পাশের আরও তিনটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানায় কাজের মাঝেই বিস্ফোরণ কাণ্ডে ৪ জনের শরীর আগুনে ঝলসে গিয়েছে। আহতরা গৌর গঙ্গোপাধ্যায়, কিষাণ মণ্ডল, রাহুল মণ্ডল। আরেকজনের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁদের বারুইপুর ও কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, এদিন দুপুরে বিকট শব্দ কানে আসে অন্তত ২, ৩ বার। তাঁরা বেরিয়ে দেখেন, বাজি তৈরির একটি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিধান মণ্ডল নামে একজন ওই কারখানার মালিক। প্রশ্ন উঠছে, ওই বাজি কারখানার লাইসেন্স ছিল কি না। তার তদন্তে নেমেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছে, বিয়েবাড়ির জন্য এখানে বাজি তৈরি হচ্ছিল। আর তার থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জোড়া অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়

ধূলাগড়ে ট্যাঙ্কারে আগুন, আগুন বেলুড়ের লোহার গুদামেও

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া ঃ সাঁকরাইলের ধূলাগড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্কার থেকে আগুন, ভস্মীভূত বাস ও লরি সহ কয়েকটি গাড়ি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বেলুড়ের বজরংবলী মার্কেটের লোহার গুদামেও। শুক্রবার রাতে প্রথম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার সাঁকরাইলের ধূলাগড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তেলের ট্যাঙ্কারে বিধ্বংসী আগুন লাগে। ১৬নং জাতীয় সড়কের ৫০০ মিটার এলাকা জুড়ে ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একটি বাস, দুটি লরি সহ বেশ কয়েকটি গাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়। এর জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একটি পেট্রোল পাম্পে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। এদিন রাতে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সার্ভিস রোডে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ধূলাগোড় মোড়ে ট্রাক টার্মিনাসের কাছে বাগনানগামী একটি তেলের ট্যাঙ্কারে প্রথমে আগুন লাগে। সেই তেল লিক করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। ওই অবস্থায় ট্যাঙ্কারটি এগিয়ে যেতে থাকে। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে লরি ও বাস যাচ্ছিল। ওই ট্যাঙ্কার থেকে লরি, বাসেও আগুন ধরে যায় বলে খবর। আগুন দেখে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এই ঘটনার জেরে সার্ভিস রোডে দীর্ঘক্ষণ যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কীভাবে আগুন লাগল খতিয়ে দেখছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। অন্যদিকে, পাশাপাশি শনিবার দুপুরে হাওড়ার বেলুড়ে বজরংবলী মার্কেটের গোল্ডেন কাঁটায় একটি লোহার গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ভরে যায়। বহুদূর থেকেও সেই ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখা যায়। জানা গেছে, গোডাউনে মজুত করে রাখা বাতিল লোহার পাইপ ও অন্যান্য স্তুপের নিচ থেকেই প্রথমে ওই কালো ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দমকলের অনুমান, লোহার স্তুপের নিচে কিছু দাহ্য পদার্থ থাকায় সেখান থেকেই আগুনের উৎপত্তি। এদিন দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুসারে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে কাকার হাতে ভাইপো খুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বারাকপুরের দেবপুকুর নতুন পাড়া এলাকায় ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা। পারিবারিক বিবাদের জেরে কাকার হাতে খুন হলেন প্রবীণ বাল্মিকী। ঘটনার সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর সন্তানরা। অভিযোগ, হামলাকারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন, যার ফলে পুরো বাড়ি রক্তে ভেসে যায়। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে পরিবারের অন্য সদস্যরাও আহত হন। মৃতের নাম প্রবীণ বাল্মিকী। তিনি মোহনপুর থানার আওতাধীন দেবপুকুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, প্রবীণ ও তাঁর কাকা সুন্দর বাল্মিকীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। শুক্রবার রাতের ঘটনায় সুন্দর বাল্মিকী মদ্যপ অবস্থায় প্রবীণের ঘরে ঢোকেন। অভিযোগ, ওই সময় পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল বচসা বাঁধে। বচসা চলাকালীন সুন্দর হঠাৎই ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রবীণের উপর চড়াও হন। এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন তিনি। গলায়, বুকে ও পেটে কোপ মারে লাগে। রক্তে ভেসে যায় বাড়ি। বাধা দিতে গেলে পরিবারের সদস্যরাও আহত হন। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। আহত প্রবীণকে উদ্ধার করে বারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত প্রবীণের পরিবারের এক সদস্য জানান, অদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে আসে সুন্দর।বচসা বাধে, তার মধ্যেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে কোপাতে থাকে। আমি পাড়া প্রতিবেশীদের ডাকি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জানতে পারি সব শেষ।দ নিজেদের মধ্যে ঠিক কী কারণে এহেন ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৪৫ সংখ্যা, রবিবার, ২৬ পৌষ ১৪৩২

দ্বিচারিতার বিশ্বনীতি

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে লাতিন আমেরিকা থেকে ইউরোপ-বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ চলছে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ' বিশ্বব্যবস্থা'র কথা বলেন, তখন প্রশ্ন ওঠে-তিনি কি সত্যিই কোনো বৈশ্বিক কাঠামো বদলাতে চাইছেন, নাকি এটি তাঁর পরিচিত রাজনৈতিক কৌশলের আরেকটি সংস্করণ? ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনের অধীনে টিকে থাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম একটাই-তাঁর কথা সরলভাবে বিশ্বাস না করা। ট্রাম্প যা বলেন, তা আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার সুযোগ খুব কম। প্রতিটি বক্তব্য খুঁটিয়ে দেখা জরুরি। অনেক বিশ্লেষক ভদ্রভাবে বলেন, ট্রাম্পকে ' সঙ্গে' নিতে হবে, কিন্তু ' নয়। বাস্তবে এই পার্থক্যটুকুও খুব কার্যকর নয়। কারণ, ট্রাম্পের বক্তব্যে সাধারণত সত্যের চেয়ে অজুহাতই বেশি থাকে। ট্রাম্প প্রায়ই বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলেন-বিশাল ভূরাজনৈতিক পালাবদল, বৈশ্বিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস। কিন্তু কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, এগুলো দীর্ঘমেয়াদি কোনো কৌশল নয়। বরং তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নেওয়া কিছু খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্ত। আজ এক কথা, কাল আরেক কথা-এই অস্থিরতাই ট্রাম্প রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পথচলাই এর ব। উদাহরণ। একসময় তিনি ছিলেন ম্যানহাটানের ডেমোক্র্যাট, পরে ফ্লোরিডায় গিয়ে রিপাবলিকান হয়ে ওঠেন। যিনি বারাক ওবামার জন্মসনদ নিয়ে বছরের পর বছর ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়েছেন, তিনিই আবার এখন জেফ্রি এপস্টিন-সংক্রান্ত নথি প্রকাশে অনীহা দেখাচ্ছেন। রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে ট্রাম্প ইউনিভার্সিটি-যেসব উদ্যোগ নিয়ে তিনি একসময় গর্ব করতেন, সেগুলোর বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারি আর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।এই পটভূমিতে ভেনেজুয়েলার দিকে তাকালে ট্রাম্পের বক্তব্য ও বাস্তবতার ফারাক আরও স্পষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে কার্যত অপহরণ করে তাঁকে কোকেন চক্রের নেতা হিসেবে দাগিয়ে দেন, তখন সেটিকে নিছক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অভিযান বলা কঠিন। মাত্র এক মাস আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে ব। উদ্বেগ ফেন্টানিল। তিনি এটিকে ' অস্ত্র' বলে আখ্যা দেন। কারণ, এই কৃত্রিম আফিমসহ সংশ্লিষ্ট মাদক যুক্তরাষ্ট্রে মোট মাদকজনিত মৃত্যুর প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী। অথচ ভেনেজুয়েলায় যে অভিযান চালানো হলো, তার সঙ্গে এই সংকটের সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। ট্রাম্প দাবি করেন, নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে অভিযান ছিল আইন প্রয়োগের অংশ। কিন্তু বাস্তবে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে ডেলটা ফোর্সের হেলিকপ্টার, দেড় শতাধিক বিমান, বোমা এবং বিশেষ বাহিনী। এ ধরনের শক্তি প্রয়োগকে আইনশৃঙ্খলা অভিযান না বলে একতরফা সামরিক হামলা বলাই যুক্তিসংগত। গত সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বিমান হামলায় অন্তত ১১৫ জন নিহত হয়েছেন। অনেকের বিরুদ্ধে কেবল মাদক পাচারের সন্দেহ ছিল। মার্কিন সাময়িকী দ্য আটলান্টিক জানিয়েছে, এমন একটি হামলার ভিডিও দেখে ওয়াশিংটনে এক আইনপ্রণেতা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এসব অভিযানের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ-একজন কট্টর ডানপন্থী রাজনীতিক, যিনি বাস্তব রাজনীতিকে প্রায়ই হলিউডের যুদ্ধচিত্রের মতো দেখেন। অন্য কোনো দেশ যদি এ ধরনের সামরিক অভিযান চালাত, তবে আন্তর্জাতিক সমাজ সেই দেশের নেতাকে নিঃসন্দেহে দুস্কৃতি রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করত। তাদের ধনীদের বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করা হতো, কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হতো। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না-এটি বৈশ্বিক রাজনীতির চরম দ্বিচারিতা। তারপরও অনেক বিশ্লেষক ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে কোনো ' খুঁজে ফেরেন। কেউ কেউ বলছেন, ভেনেজুয়েলার পর যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের দিকে এগোবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য উপনিবেশ গড়া নয়। তারা চায় অন্য দেশগুলো যেন তাদের নির্দেশ মেনে চলে-এর বেশি কিছু নয়। ভেনেজুয়েলাতেও প্রকৃতপক্ষে নতুন কিছু ঘটেনি। পুরোনো ক্ষমতাবান গোষ্ঠীই বহাল রয়েছে, কেবল নেতৃত্বে সামান্য রদবদল হয়েছে। এটি কোনো নতুন সাম্রাজ্যবাদ নয়, বরং দূর থেকে চাপ প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণের একটি সস্তা পদ্ধতি। ট্রাম্প যে এসব সামরিক অভিযান উপভোগ করেন, তা গোপন নয়। মার-আ-লাগোতে বসে তিনি মাদুরোর বাড়িতে হামলাকে ' অভিযান' বলে মন্তব্য করেছেন। নির্বাচনের সময় যদি এতে রাজনৈতিক লাভ হয়, তিনি এমন আরও অভিযান চালাতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপ সামলানোর দায়িত্ব নিতে তিনি আগ্রহী নন। ইরাক ও আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা সবাইকে সে শিক্ষা দিয়েছে। কারাকাসে হামলা আন্তর্জাতিক আইন ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-দুটোই লঙ্ঘন করেছে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই অভিযান চালানো হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ট্রাম্প আগে কিছু ব্যবসায়ীকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন, পরে নির্বাচিত রাজনীতিকদের। ট্রাম্প কি সত্যিই ভেনেজুয়েলা বা গ্রিনল্যান্ড শাসন করবেন? বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত-তিনি কি যুক্তরাষ্ট্রই ঠিকভাবে শাসন করতে পারছেন? দ্বিতীয় মেয়াদের বড় একটি সময় পেরিয়ে গেলেও ' বাস্তবে কী, তা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই স্পষ্ট নয়। তাঁর শাসন মানে সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্বল করা, অপছঃদের শহরে সেনা নামানো, ফেডারেল সরকার অচল করে দেওয়া। চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত তিনি প্রথম ছয় মাসে পাঁচবার বদলেছেন। এর ফল-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং জনপ্রিয়তার পতন। জরিপে দেখা যাচ্ছে, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এখন জো বাইডেনের থেকেও কম। এই অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা থেকে নজর ঘোরাতেই ট্রাম্প ' বিশ্বব্যবস্থা'র কথা বলেন। বাস্তবে এই ব্যবস্থায় নতুন কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র অতীতেও বহুবার অন্য দেশের সরকার পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করেছে-চিলি, ব্রাজিল, পানামা তার উদাহরণ। হার্ভার্ডের এক গবেষণা অনুযায়ী, ১৮৯৮ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ৪১ বার সরকার বদলাতে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে। পার্থক্য শুধু এটুকু-আগে এসব কাজ ' রক্ষা'র ভাষায় আড়াল করা হতো। ট্রাম্প সে ভদ্রতা মানেন না।

স্বদেশ প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা তাঁর নিজের নানা রচনায় এবং বিভিন্ন বন্ধু ও শিষ্যের মন্তব্যে নানাভাবে আলোচিত হয়েছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। আর এগুলো খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে-সূত্রে যেমন মণিহারের মণি, মানব-সমাজের বিভিন্ন জ্ঞান ও জগৎ-ব্যাপারের অশেষ বিচিত্রতাও তেমনি সব ধর্মই সত্য এবং আধুনিকযুগের জগতে জাতিতে-জাতিতে পারস্পরিক আদর্শ-বিনিময়ের সময় এসে গিয়েছে,-এটাই ছিল তাঁর একান্ত বিশ্বাস। আর নিজের এই বিশ্বাসে তিনি ১৮৯৫-৯৬ সালেই উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে এর আগে ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তর প্রাপ্তির সময় থেকে ১৮৯৩ সালে শিকাগো যাত্রা করা অবধি নানা জায়গায় ভ্রমণ ও বহুল অধ্যয়নের পথেও তিনি এই একই উপলব্ধিই লাভ করেছিলেন। এবং অবশেষে ১৮৯৫-৯৬ সালে ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে তিনি নিজের এই ভাবটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন। এরপরে ১৮৯৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় তিনি সেভিয়ার-দম্পতি ও কুমারী মুলারের সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে অতিবাহিত করেছিলেন। তারপরে এই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে নিজের কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে রোম হয়ে তাঁকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করবার পথে অগ্রসর হতে দেখা গিয়েছিল। এসময়ে ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে তিনি কলম্বো পৌঁছেছিলেন। আর তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন এর প্রায় একবছর পরে, ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে।
এসময়ে নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মধ্যে তিনটি প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। যথা-
(১) ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপরে তাঁর অধিকার
(২) গুরু রামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রগা। ভক্তি-শ্রদ্ধায় অলৌকিক মহিমাময় তাঁর চরিত্র-মাধুর্য এবং
(৩) ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ এবং সানুরাগ তথ্যজ্ঞান। বর্তমানে স্বামীজীর জীবনেতিহাসের সাথে মোটামুটিভাবে পরিচিত প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একসময়ে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-' জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ কি?' আর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তখন তাঁকে বলেছিলেন-' সমাধিস্থ থাকা!' কিন্তু শেষপর্যন্ত গুরুর ইচ্ছা আর বিধাতার বিধানে নিজের ইহজীবনে তাঁকে লোকশ্রেয়ের জন্যই নিত্য সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সংসারে নিয়ত ঈশ্বরচিন্তার ফলে মানুষের সংকীর্ণ আমিত্ববোধ অনেকটা বশীভূত থাকে। কিন্তু সব অবস্থায়, সকলের পক্ষে কর্ম করাই শ্রেয় কারণ, কর্ম ছা।া মুক্তি দুর্লভ আর এটাই হল কর্মযোগের আদর্শ। অন্যদিকে স্বামীজীর জীবন লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, এই নিত্য ঈশ্বরচিন্তাময় অখণ্ড কর্মপরায়ণতার মাধ্যমেই তিনি তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এছাড়া দেহবুদ্ধির একান্ত অভাবই যদি যথার্থ একজন সাধুর লক্ষণ হয়, তাহলে সেই অর্থে তিনি সাধুশিরোমণি ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সাধু-সজ্জনেরাও কিন্তু সংসারের মায়া সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। আর একারণেই সুখে বিগতস্পৃহ এবং দু ঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হওয়াই তাঁদের কর্তব্য। শাস্ত্রে একেই কর্মযোগ বলা হয়েছে অর্থা-ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত কর্ম। এপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে তাঁর একটি বক্তৃতায় ইংরেজিতে যা কিছু বলেছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে হয়- আমরা যে সামান্য সুখ ভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও সেই পরিমাণে দু ঃখ উপন্ন হইতেছে। ইহাই নিয়ম। যুবকেরা হয়তো ইহা স্পষ্ট বুঝতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘদীন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া।
আসলে মানুষের মনে আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুক্ষ্ম বোধও যেমন জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি দু ঃখ অনুভব করবার সম্ভাবনাও বে।ে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুখদু ঃখের এই অনুভববৃদ্ধিও হল মায়া। আর একারণেই বেদান্তে মানুষের এই সুখ-দু ঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল ও আশা-নৈরাশ্যের মিশ্র পরিব্যাপ্তিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। অতএব সুখ-সন্ধান না করে বেদান্ত মানুষকে বরং কর্মনিযুক্তিরই নির্দেশ দিয়েছিল। এবং স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিল যে, কর্মই হল একজন যথার্থ বৈরাগীর সাধনা। অন্যদিকে বিবেকানঃদ বলেছিলেন যে, বৈরাগ্যই হল ধর্মের সূচনা। এমনকি তিনি লণ্ডনে তাঁর বক্তৃতার শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিষ্ণুপরাণ থেকে এবিষয়ে যে শ্লোক শুনিয়েছিলেন, সেটার সরল বঙ্গানুবাদ করলে হয়- আগুনে ঘি পড়লে আগুন যেমন বে।ে যায়, কামনার আগুনে বাসনার বস্তু ধরা দিলে কামনা তেমনি আরো উদ্দীপিত হয়। কিন্তু এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, এসব পরাবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কারণ, মানুষের সামর্থ্য তো তাঁর মর্ত্য মন আর কয়েকটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সীমিত! সুতরাং এক্ষেত্রে অনন্তকে জানবার চেষ্টা আসলে অসার অহমিকামাত্র মনে হওয়া কি অস্বাভাবিক? এই প্রশ্ন বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতেও উত্থিত হয়েছিল। আর এসব তর্ক-জিজ্ঞাসার সূত্রে তিনি তখন স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, এবিষয়ে স্পেন্সার প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদী বিদ্বজ্জনেরা যা কিছু বলেছেন, তাতে ভুললে চলবে না। কারণ-জীবন বলিলে সর্বোপরি আদর্শ-অন্বেষণের-পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শভাগ বর্জন করিয়া বাকীটুকু সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। এখানে বলাই বাহুল্য যে, মানুষের এই স্বভাবও জগ-স্বভাব। এটাও আসলে একধরণের মায়া। আর তিনি মায়া ত্যাগ করতে বলেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, সেই সুদূর অতীত থেকেই-পশু-মানব আর আধ্যাত্মিক-মানব-মানুষের এই দুই সত্তার মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছে। তাই সাহিত্যে যেমন সুমতি আর কুমতির কলহ লক্ষ্য করা যায়, বাস্তব জীবনে তেমনি প্রেয় আর শ্রেয়ের দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সুদূর অতীত থেকে শুরু করে নিকটতম বর্তমান পর্যন্ত প্রবাহিত চৈতন্যের এক অনবচ্ছিন্ন ধারাতে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষই জেগে রয়েছেন। তাই অতীতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বর্তমানকে স্বীকার করা চলে না। শুধু তাই নয়, অতীতের বহু দু ঃখের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দিয়ে, স্মৃতিকে উপেক্ষা করে, শুধু এই আপাতজ্ঞাত বর্তমান জগকেই চূ।ান্ত বলাও উচিত নয়। আর কেউ যদি একাজ করেন, তাহলে তাঁর দৃষ্টি নিশ্চিতভাবেই শূন্যবাদীর দৃষ্টি। বিবেকানন্দ এই দৃষ্টিকে স্বীকার করেননি। তাছাড়া মানুষ কিন্তু মৃত্যু-ভাবনা বাদ দিয়েও চলতে পারে না। একারণেই অতীতে নিশ্চয়বাদী কোম্ প্রমুখরা যেখানে ভেবেছিলেন যে, মানুষের মননশক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁর দেহ-যন্ত্রেরই দান সেখানে বিবেকানন্দ কিন্তু প্রাচীন হিঃদু দর্শনের দিকে নিজের তর্জনী নির্দেশ করে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন

যে,-এক অখণ্ড, অনন্ত আত্মাই জ্যোতির্ময় মনোদেহকে অবলম্বন করে মানুষের স্থূল শরীরের গঠন-পরিচর্যায় নিযুক্ত রয়েছে। এই আত্মার কোন আকৃতি নেই। আত্মা দেশ-কালে সীমিত নয়, এমনকি দেশ-কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নয়। অতএব, কোন দেহী যখন নিজের দেহাভিমান ত্যাগ করে নিজেকে স্বাধীন, বিমুক্ত ও সর্বান্বিত ' রূপে দেখেন, তখনই তাঁর যথার্থ আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হয়েছে বলা চলে। একজন আত্মজ্ঞানীর কাছে এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ শুদ্ধস্বরূপ, সত্য অকুতোভয়, সত্যই পথ, সত্যই লক্ষ্য, এবং সত্যই হল সাধনা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের মাত্র কয়েক মাস আগে নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-' ত শরীর দিন কতক পরেই যাবে, আমার কি করে দেবে দাও।' তখন রামকৃষ্ণ প্রথমে তাঁকে-' আমি মরছি, এই সময়ে তোর যত উপাত'-বললেও শেষপর্যন্ত নিজের প্রিয় শিষ্যের ব্যাকুলতার কাছে তাঁকে কিন্তু হার মানতে হয়েছিল। এসময়েই নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তিনি শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন।
এসময়ে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল ও নরেন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে অনেক তর্ক করেছিলেন। এরপরে সেই কাশীপুর থেকেই কালী আর তারকনাথের সঙ্গে নরেন্দ্র গয়ায় গিয়েছিলেন। আর কাশীপুরে বাইবেল প।তে প।তে সেইন্ট জনের সুসমাচার থেকে ইহুদি-শাসক নিকোডিমাসের যীশু অনুরাগের কাহিনীটি তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের দেহত্যাগ তখন সমাগত। আর রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কর্মসাধনায় তখন আরো বলসঞ্চারের দরকার ছিল। এসময়েই-যীশুকে যখন সমাধিস্থ করা হয়, তখন নিকোডিমাস এসে তাঁর শরীরে গন্ধদ্রব্য অঞ্জলি দিয়েছিলেন-এই পুরাবর্ণনা নরেন্দ্রনাথের প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, ১৮৮৬ সালের প্রথমার্ধে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বুদ্ধ, যীশু, আর শঙ্করাচার্য,-এই তিন সাধকের জীবন-সাধনা গভীর আবেশের বিষয় হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে এসময়েই তাঁর কাকা তারকনাথ দত্তের মৃত্যুকাল আসন্ন ছিল, আর কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর পারিবারিক মামলা চলছিল। কিন্তু ঠিক এসময়েই একদিন তাঁর ভাই মহেঃদ্রনাথ দত্ত তাঁকে নিয়ে একটি থার্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে করে সিমূলিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন, যেখানে কালী বেদান্তীকে শঙ্করাচার্যের সূত্র শোনাতে শোনাতে নরে ঃদ্রনাথ নিজেই বিভোর হয়ে উঠেছিলেন। এসময়ে ' শিবোহহং শিবোহহম্'-এই কথা বলতে বলতে এবিষয়ে নরেন্দ্রনাথের নিজের উপলব্ধিই যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। এপ্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-ভাবটা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা গাত্রে যেন স্পর্শ করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে নাদ-ধ্বনি। নরেন্দ্রনাথ বিভোর, মাঝে মাঝে মাথা না।িতেছে, যেন ঘা। মাথাকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চক্ষু কখন নিমীলিত, কখন বিস্ফারিত, ... কিন্তু সকল পরিবর্তনের ভিতর এক গম্ভীর মহা আকর্ষণী ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, একটা মহাভাবে নিমগ্ন ও সংজ্ঞাহীন। জোর করিয়া যেন মনটা ফের দেহের ভিতর নামাইয়া আনিতেছে। আর এর প্রায় দশ বছর পরে, ১৮৯৬ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে, লণ্ডনে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় কঠোপনিষদ থেকে যম-নচিকেতা কাহিনী আলোচনা করবার সময়ে বিবেকানন্দ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, সংসারে ব্যবহারিক জগ-পরিবেশেই মানুষের মন আচ্ছন্ন থাকে। তাই মন তৈরি না হলে ধর্মের কথা কানে ঢুকলেও, কখনোই মনে কিন্তু ঢুকতে পারে না। কারণ, ধর্মবোধ তর্ক নয়, বরং প্রত্যক্ষের বিষয়। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, ১৮৮৬ সালে কাশীপুরে তাঁর মন যেমন বিভোর ছিল, এর প্রায় দশ বছর পরে লণ্ডনেও নরেন্দ্রনাথের মন সেই একইরকমের ব্যাকুল, প্রত্যক্ষজ্ঞানী ও অধ্যাত্ম-চিন্তাময় ছিল। এর প্রায় দশ বছর পরে, ১৮৯৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে তিনি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। এর কিছুদিন আগেই, সেই বছরের মার্চের শেষে অথবা এপ্রিলের প্রথমদিকে সারদানন্দ লণ্ডনে গিয়েছিলেন, এবং শিবানন্দের বন্ধু, যিনি আগে থিওজফিক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরে আলমোড়ায় যোগাভ্যাস করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞ ই. এফ. স্টার্ডি তাঁকে রেডিং শহরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এই স্টার্ডির সঙ্গে এর আগে থেকেই বিবেকানঃদের পত্রালাপ ছিল। এসময়ে জে. জে. গুডউইন নামের একজন ইংরেজ যুবক বিবেকানন্দের কথাবার্তা, বক্তৃতা ইত্যাদি সংকেত-লিপিতে লিখে রাখবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে মহেঃ দ্রনাথ জানিয়েছিলেন-
যে সকল ইংরাজি গ্রন্থ বক্তৃতারূপে স্বামীজীর নামে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্তই গুডউইনের পরিশ্রমের ফল। কিন্তু একইসাথে মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকে একথাও জানা যায় যে, গুডউইনের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আসলে এই গুডউইন তখন বাথ নগরের সন্নিহিত ক্রোম গ্রামে বাস করতেন। এবিষয়ে মহেনন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে গুডউইনের সঙ্গে আসেন। তিনি নানা কারণে মাদ্রাজ প্রদেশে চলিয়া গেলেন তাঁহার ইচ্ছা ছিল অবসর পাইলে তাঁহার করচা হইতে প্রচলিত লিপি করিয়া স্বামীজীর কথোপকথন ও ভাষণের অংশ প্রকাশ করিবেন। সেই সকল বিষয় প্রচলিত লিপিতে লিখিত হইলে প্রায় সাত খণ্ড গ্রন্থ হইত। নানা কারণে তাহা হয় নাই এবং গুডউইনও মাদ্রাজ প্রদেশে দেহত্যাগ করেন। মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা প্রভৃতি স্বামীজীর কয়েকজন ভক্ত গুডউইনের দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র তাঁহার মাতার নিকট প্রেরণ করেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ক্ষিপ্রলিপির কিছু বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেন। আর গুডউইনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই নিবেদিতা ইংল্যাণ্ডে গেলে মহেন্দ্রনাথ তাঁকে গুডউইনের মায়ের ঠিকানা দিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ততদিনে গুডউইনের মা এবং দুটি বোন-সকলেই অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। আর এভাবেই স্বামীজিকে নিয়ে গুডউইনের লেখাগুলি তখন চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মহেন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছিলেন-স্বামীজী যখন লণ্ডনে বক্তৃতা দিতেন, তখন নার্সের পরিচ্ছদে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীজীর দিবাভাগের বক্তৃতাসমূহ ক্ষিপ্রহস্তে লিখিয়া লইতেন। তিনি আমাদের সহিত কখনও মেশেন না বা আমরা কেহ তাঁহার ঠিকানা জানিতাম না তাঁহার কাছে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা পাওয়া দুরাশার বিষয়। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, স্বামীজীকে নিয়ে এইসব মূল্যবান কাগজপত্র নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল বলেই মহেন্দ্রনাথ নিজেই পরবর্তীসময়ে তাঁর ' স্বামী বিবেকানন্দ' নামক বইটি লিখেছিলেন। আর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের রাসপূর্ণিমা তিথিতে প্রথমবারের জন্য প্রকাশিত তাঁর এই বইয়ের ভূমিকার একজায়গায় তিনি জানিয়েছিলেন-গুডউইনের লিখিত কাগজের সহিত এই গ্রন্থ তুলনা করিলে হিমালয় পর্বতের সহিত বালুকণার যে সম্বন্ধ ইহা তদ্রূপ হইবে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সারদানন্দের বিলেত যাত্রার সপ্তাহকাল পরেই মহেন্দ্রনাথ লণ্ডনে গিয়েছিলেন। আর এর আগে বিবেকানন্দ যেহেতু তাঁকে আইন পড়তে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু সেখানে তখন তিনি অন্য বিষয়ে নিজের অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন।
এসময়ে লণ্ডনে বিবেকানঃদ, সারদানন্দ, জে. জে. গুডউইন প্রমুখ সকলেই অল্পদিনের মধ্যেই অন্য একটি বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। এই বা।িটি লেডি মার্গুসনের ছিল, এবং স্টার্ডি এটি ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু এসময়ে বিবেকানন্দের চেহারা এতটাই বদলে গিয়েছিল যে, একদিন চীপসাইডের এক চৌমাথার কোণে সারদানন্দ আর গুডউইনের সঙ্গে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথও হঠাৎ চিনতে পারেন নি। কারণ-কলিকাতা বা বাংলা দেশে যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে লোক আর তখন নয়, তিনি স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি হইয়াছেন। গায়ের বর্ণ অনেকটা উজ্জ্বল বা যাহাকে ইংরাজিতে fair brown বলা যায়, শুধু white নয়। মাথায় যদিও অর্ধচন্দ্রাকৃতি লখনউর তাজের মতন কালো মোটা কাপড়ের টুপি ছিল, কিন্তু মাথার সম্মুখেতে সিঁথি-কাটা দেখা যাইতেছিল। পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেস্ট এবং গলায় কলার ছিল, কিন্তু টাই ছিল না। চক্ষুদ্বয়, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত, চক্ষুর পাতার নিম্নস্থল স্ফীত এবং অক্ষিপুট সাধারণ লোকের অপেক্ষা কিঞ্চি পরিমাণে সুদীর্ঘ ও বিস্ফারিত এবং নেত্র হইতে মহাতেজ ও আকর্ষণী শক্তি বাহির হইতেছে। চক্ষুদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ এবং শব্দস্রোত বহুদূরগামী।
স্বামীজীর সাথে এই সাক্ষাতের পরদিন, মহেন্দ্রনাথ কৃষ্ণমেনন নামের একজন মাদ্রাজি যুবকের সঙ্গে ৫৭নং সেইন্ট জর্জ স্ট্রিটের বা।িতে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই বাড়িতে বিবেকানন্দ তাঁকে একটি নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে মহেন্দ্রনাথের তখনকার যা কিছু চিন্তা-সবই-' পুঁথির'-মত বলে দিয়েছিলেন! আর এই কাজটুকুর পরেই তাঁরা আবার নিচের বৈঠকখানায় ফিরে এসেছিলেন, এবং স্বামীজী সাধারণভাবে আগেকার নরেন্দ্রনাথ হয়েই হাসি-তামাসায় মেতে উঠেছিলেন। কিন্তু এসময়েই মহেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে-
পূর্বতন নরেন্দ্রনাথ আর নয়, পূর্বদেহে বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তি প্রবেশ করিয়াছে। এক দেহের ভিতর কখন বা কলিকাতার নরেনন্দ্রনাথ বাস করেন কখন বা বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ বাস করেন। আসলে বিবেকানন্দের মনের ভাব তখন স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত ছিল এবং তাঁর গলার স্বর তখন ' আজ্ঞাপ্রদ' হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর এই ছবি, আর এর দীর্ঘকাল আগে কাশীপুর থেকে শিমুলিয়ার পথে থার্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে ' নাদ আস্বাদনের জন্য তাঁর যে বিভোরতার ছবি-যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই দুটি ছবিরই ইঙ্গিত হল যে, উভয় সময়েই তিনি লৌকিক কামনা-বাসনার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না, বরং এই গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আর একারণেই তিনি অনন্যসাধারণ! তাঁর মন্ত্র ছিল-' নাহং, তুঁহু তুঁহু'। অর্থা-আমি, আমি নয় তুমি তুমি বোলো! কারণ, তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এই আমিত্বই হল মায়া, আর তুমি-বোধই হল ত্যাগের জনক। কিন্তু তিনি ত্যাগ বলতে কখনোই কর্মত্যাগ, দু ঃখমগ্নতা ও অবসাদকে বোঝাননি। এবং একারণেই তিনি এবিষয়ে ইংরেজিতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে পাওয়া যায়-যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব তখন আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই দিক হইতে ফিরিয়া মূল অবস্থা-অনন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব। ইহারই নাম ত্যাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে, সহজ ও পরীক্ষাযোগ্যভাবে তুলে ধরা হলো-
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও দর্শনের প্রধান দিকসমূহ-১. সব ধর্মই সত্য ঃশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সবচেয়ে বিখ্যাত শিক্ষা- যত মত, তত পথ। অর্থাৎ হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান-সব ধর্মই ঈশ্বরপ্রাপ্তির বৈধ পথ।
২. ঈশ্বর লাভই জীবনের লক্ষ্য-তাঁর মতে মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য- ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, ঈশ্বরস্মরণে জীবন কাটানো। ৩. ভক্তিই সহজতম পথ-এই যুগে- জ্ঞান বা কঠোর যোগ নয়, ভক্তি (প্রেম)-ই ঈশ্বরলাভের সহজ পথ। ৪. মায়ের আরাধনাঃতিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন-মা কালী হিসেবে, জগতের সব শক্তি ও করুণার আধার রূপে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র (সসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা)-এর বাণী থেকে নিচে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো- ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণীর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ-
১. জীবনের কেন্দ্রবিন্দু-মানুষ- ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র বলতেন, মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরভক্তি। মানুষের কল্যাণের মধ্য দিয়েই সত্যিকার ধর্ম পালিত হয়। ২. আদর্শ মানুষ গড়া,তাঁর মতে ধর্ম মানে শুধু উপাসনা নয়, বরং- চরিত্র গঠন শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, একজন আদর্শ মানুষ তৈরি করাই জীবনের লক্ষ্য। ৩. কর্মই উপাসনা-তিনি জোর দিয়ে বলেছেন-অলসতা পাপ, স কর্মই ঈশ্বরসেবা কাজের মধ্য দিয়েই আত্মশুদ্ধি আসে। ৪. গুরু-অনুসরণ অপরিহার্য-ঠাকুরের মতে- সঠিক পথে চলতে হলে জীবন্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন, গুরুর আদর্শে জীবন গড়াই মুক্তির পথ ৫. পরিবার ও সমাজে দায়িত্ব-তিনি পরিবারকে জীবনের মূল ভিত্তি মনে করতেন।

সেন বংশের পর বাংলার অবস্থা কি রকম ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর সেনবংশের ভাগ্যে আর স্থিতি রইল না। রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন মাধবসেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল মূলত আত্মরক্ষা ও অস্থিরতার মধ্যেই কেটে যায়। মুসলমান আক্রমণের মুখে অবশিষ্ট সেনরাজ্য রক্ষা করাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান কর্তব্য। ফলে সুসংহত প্রশাসন ও দীর্ঘমেয়াদি শাসনব্যবস্থার দিকে বিশেষ মন দেওয়া সম্ভব হয়নি। হরিমিশ্রের কারিকা থেকে জানা যায়, মাধবসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে চারিবরণ বা সমীকরণ করেন। সম্ভবত এই ব্রাহ্মণসমাজকে কেন্দ্র করেই সেনরাজারা ক্রমশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং রাজ্যের সুশাসন দুর্বল হয়ে যায়। একপর্যায়ে মাধবসেন রাজ্যভার ভ্রাতা কেশবসেনের হাতে অর্পণ করে নিজে হিমালয় প্রদেশে তীর্থযাত্রায় গমন করেন। কুমায়ূনের আলমোড়ার নিকটবর্তী যোগেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে মাধবসেনের কীর্তির উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণও তীর্থভ্রমণে গমন করেন। কেদারভূমির বাণেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত এক তাম্রশাসনে ভট্টনারায়ণ বংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। আবার সূক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেনের রচিত কবিতাও সংরক্ষিত আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয, মাধবসেন প্রায় দশ বছর রাজত্ব করেন। মাধবসেনের পর সেনসিংহাসনে বসেন কেশবসেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে গৌড় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মুসলমানদের অগ্রগতির ফলে তিনি পূর্ববঙ্গে সরে যেতে বাধ্য হন এবং অনুমান করা হয যে, ১২১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। এই সময় বহু ব্রাহ্মণ গৌড় ত্যাগ করে কেশবসেনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে গমন করেন। কেশবসেনের সভাসদ এড়ুমিশ্র উল্লেখ করেছেন, মুসলমানেরা গৌড় ও নদীয়া অধিকার করলে কেশবসেন পিতামহ লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুলীনদের সঙ্গে নিয়ে বিক্রমপুরে এক সেন-রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সেনরাজা এড়ুমিশ্রকে অনুরোধ করলে তিনি বল্লালী কুলীন নিয়ম প্রণয়ন করেন। তবে এই সেন-রাজার নাম আজও ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয়নি। কেশবসেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মূলত মাধবসেনের সময়ে লিখিত হলেও পরে কেশবসেনের নামে দান হওয়ায় পূর্ববর্তী নাম কেটে নতুন নাম খোদাই করা হয়। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে কেশবসেন ছিলেন সৌর উপাসক, এবং তাঁর দীর্ঘ উপাধির মধ্যে ' গৌড়েশ্বর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেনবংশের প্রায় সকল রাজার ক্ষেত্রেই এই উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। এই তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায়, দানকৃত ভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুর অঞ্চলে। পালরাজাদের তাম্রশাসনে যেখানে পুণ্ড্রবর্ধন, তীরভুক্তি ও শ্রীনগর-এই তিনটি ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে সেনরাজাদের ক্ষেত্রে কেবল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির নামই পাওয়া যায়। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেনরাজ্যের বিস্তার পালরাজ্যের তুলনায় অনেক সীমিত ছিল। কেশবসেনের সময় কার্যত শুধু বিক্রমপুর অঞ্চলই সেনদের অধিকারে ছিল বঙ্গের বাকি অংশ মুসলমানদের করায়ত্ত হয়ে পড়ে। এই সংকটময় সময়ে সেনবংশের শেষ শক্তিমান প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হন বিশ্বরূপ সেন-লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র ও বসুদেবীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি ছিলেন তাঁর ভ্রাতাদের তুলনায় অধিক বীর ও সংগ্রামী। মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে তিনি বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে পূর্ববঙ্গে সরে যেতে বাধ্য হন। কেশবসেনের মৃত্যুর পর ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেনসিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশ্বরূপ সেনের প্রদত্ত একটি তাম্রশাসন আজও পাওয়া যায়, যা কেশবসেনের দানীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে প্রদান করা হয়েছিল। এতে দুটি ভূমিদানের উল্লেখ আছে-একটির পরিমাণ ৬০০, অপরটির ৫৪৭। এর মধ্যে একটি ভূমি ছিল পোঞ্জিকাপী গ্রামে, যার বর্তমান নাম পিঞ্জারী-বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। এইভাবেই লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী যুগে সেনবংশ ক্রমশ বু শক্তি, ভূখণ্ড ও রাজনৈতিক প্রভাব হারিয়ে ইতিহাসের অন্তিম প্রান্তে উপনীত হয়-যা মধ্যযুগীয় বাংলার এক করুণ ও শিক্ষণীয় অধ্যায়। সেনবংশের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের অন্তিম পর্বে যখন গৌড় রাজ্য মুসলমান আক্রমণের চাপে ভেঙে পড়ছে, তখন বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিস্মৃত অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময়েই মেঘনার পূর্বতীরে এক স্বাধীন হিন্দু রাজশক্তির উত্থান ঘটে, যাকে আমরা ইতিহাসে দেববংশ নামে চিনি। সাধারণভাবে মনে করা হয় সেনদের পতনের পর বাংলা সম্পূর্ণভাবে মুসলমান শাসনের অধীনে চলে গিয়েছিল, কিন্তু দেববংশীয় রাজাদের উত্থান সেই ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। এই দেববংশের প্রথম পরিচিত পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম। তাঁকে তাম্রশাসনে ' অর্থাৎ দেববংশের প্রধান বলা হযেছে, কিন্তু কোথাও তাঁকে রাজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। এর থেকেই অনুমান করা যায়, তিনি হয়তো ছিলেন বংশনেতা বা সামন্তশক্তির প্রধান, পূর্ণ সার্বভৌম শাসক নন। তাঁর পুত্র মধুমথনদেবের নামেই প্রথম এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, মধুমথনদেব ও তাঁর পুত্র বাসুদেব-এই দুই প্রজন্ম সম্পর্কে ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। তাঁদের শাসনকাল, যুদ্ধ কিংবা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। দেববংশের ইতিহাসে প্রথম স্পষ্ট আলো পড়ে বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবের সময়ে। তাঁর নামে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসনগুলির ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে তাঁর রাজ্য বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নিজেকে ' ভূপাল-চক্রবর্ত্তী' ও ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, যা তাঁর সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় বহন করে। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিশ্বরূপসেনের মৃত্যুর পর উদ্ভূত রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে দামোদরদেব তাঁর পৈতৃক রাজ্যের সীমা আরও বিস্তার করতে সক্ষম হন। দামোদরদেবের মৃত্যুর পর এই দেববংশীয় রাজ্যের ভবিষ্য কী হযেছিল, সে বিষযে সরাসরি কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঢাকা জেলার আদাবাড়ী থেকে প্রাপ্ত একখানি জীর্ণ তাম্রশাসন আমাদের সামনে আর এক শক্তিশালী দেববংশীয় শাসকের নাম উপস্থিত করে-দশরথদেব। এই তাম্রশাসনে তাঁর পূর্ণ উপাধি দেওয়া হয়েছে ' পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথদেব'। তিনি বিক্রমপুরকে রাজধানী করে শাসন করতেন (ক্রমশ)

ঠান্ডায় দার্জিলিংকে টেক্কা দিচ্ছে শ্রীনিকেতন, পারদ নামল ৬.৬ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১০ জানুয়ারি ঃ ঠান্ডায় দার্জিলিং-কে টেক্কা দিচ্ছে বীরভূমের শ্রীনিকেতন। সেখানে তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৬ ডিগ্রিতে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলি। আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরেও জাকিয়ে ঠান্ডা। শীতে পিছিয়ে নেই বাঁকুড়াও। কলকাতায় শনিবার ফের নেমেছে তাপমাত্রা। উত্তুরে হাওয়া অবাধে প্রবেশ করছে, তাতেই এই শীতের আমেজ। শনিবার ফের পারদ নিম্নমুখী কলকাতায়। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ফের পৌঁছে গিয়েছে ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, স্বাভাবিকের চেয়ে যা ২.৫ ডিগ্রি কম। চলতি মরসুমে শুরু থেকেই শীতে দাপট দেখাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ। দক্ষিণের একাধিক জেলার তাপমাত্রা উত্তরবঙ্গের চেয়েও নেমে যাচ্ছে। দার্জিলিং ছাড়া উত্তরের বাকি সব শহরকেই টেক্কা দিচ্ছে দক্ষিণের ঠান্ডা। শনিবার দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাজ্যে সর্বনিম্ন। তবে তার পরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তালিকায় আর উত্তরের কেউ নেই। রয়েছে বীরভূমের শ্রীনিকেতন। শনিবার সেখানে পারদ নেমেছে ৬.৬ ডিগ্রিতে। এ ছাড়াও একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে রয়েছে। কল্যাণীতে ৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় ৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কলাইকুণ্ডায় ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোলে ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বহরমপুরে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিউড়িতে ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, উলুবেড়িয়ায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিঘায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ক্যানিংয়ে ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কৃষ্ণনগরে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ডায়মন্ড হারবারে ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে পারদ।

যুবসমাজের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এআইএসইসিটি এবং জেনপ্যাক্টের স্কিলবিল্ড প্রোগ্রাম চালু করেছে

সোমনাথ চক্রবর্তী,কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ জেনপ্যাক্টের সহযোগিতায় AISECT আনুষ্ঠানিকভাবে SkillBUILD প্রোগ্রাম চালু করেছে, যা একটি CSR উদ্যোগ যা যুবসমাজের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করে তোলে। এই প্রোগ্রামটি বর্তমানে ভারতের ছয়টি স্থানে চালু করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে জয়পুর, যোধপুর, লখনউ, কলকাতা, মাদুরাই এবং ওয়ারাঙ্গল। কলকাতার বারাসাত সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, সরকারি বিভাগ এবং কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধিরা উৎসাহীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, শিল্পের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কলকাতা জুড়ে ৪৫০ জন প্রার্থীকে অর্থ ও হিসাবরক্ষণ এবং যোগাযোগ কেন্দ্র - গ্রাহক পরিষেবা (ভয়েস-ভয়েস) ডোমেনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণটি বারাসাত সরকারি কলেজ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজ, মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং দুটি কমিউনিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত হবে। বারাসাত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. শান্তনু চক্রবর্তীর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যিনি দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সাথে একাডেমিক শিক্ষাকে একীভূত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। AISECT-এর CSR লিড মিঃ অভিনব কুমার প্রভাবশালী সম্প্রদায় - কেন্দ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদানে AISECT-এর প্রশিক্ষণ ক্ষমতা

সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জেনপ্যাক্টের সিএসআর-এর সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস সুতানুকা ঘোষ এবং জেনপ্যাক্টের অপারেশনস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. অভিষেক শর্মা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ২২,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীকে দক্ষতা এবং STEM শিক্ষায় সহায়তা করার মাধ্যমে যুব দক্ষতা কর্মসূচির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। জেলা কর্মসংস্থান বিনিময় অফিসের যুগ্ম পরিচালক মিসেস ঈশিতা মণ্ডল এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের ওএসডি সৌরভ ফৌজদারের উপস্থিতি এই কর্মসূচিকে আরও সমর্থন করে। উভয় প্রধান অতিথিই পশ্চিমবঙ্গে টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের অবদানের প্রশংসা করেন। মিসেস মণ্ডল কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান দূর করার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবধান বাস্তব। SkillBUILD -এর মতো উদ্যোগগুলি সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ - এগুলি একটি দক্ষ প্রতিভা পুল তৈরি করতে সহায়তা করে যা নিয়োগকর্তারা সক্রিয়ভাবে খুঁজছেন, তিনি বলেন, বর্তমান শিল্প চাহিদার সাথে এই কর্মসূচির সামঞ্জস্যের প্রশংসা করেন। AISECT-এর জোনাল প্রধান মিঃ অম্বরীশ ঝা-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এই সহযোগিতা শক্তিশালী শিল্প-শিক্ষা-এনজিও সংযোগ স্থাপন এবং তৃণমূল পর্যায়ে একটি কর্মসংস্থানযোগ্য, আত্মবিশ্বাসী কর্মীবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শীঘ্রই গুয়াহাটিও কলকাতার মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস চলাচল শুরু হচ্ছে

মালিগাঁও, ১০ জানুয়ারী, ভারতীয় রেল খুব শীঘ্রই গুয়াহাটি এবং

কলকাতার মধ্যে বন্দোভারত স্লিপার এক্সপ্রেস চালু করতে চলেছে, যা দূরপাল্লার রাত্রিকালীন রেলযাত্রার ক্ষেত্রে একটি বড় মাইল ফলক হবে এবং উত্তর-পূর্ব ও পূর্বভারতের মধ্যে সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। নতুন প্রজন্মের এই ট্রেনটি ১৬টি কোচের রেক দিয়ে চলবে এবং মোটয় ত্রীধারণ ক্ষমতা ৮২৩জন। এই ট্রেনটিতে ১১টি এসিথ্রি-টিয়ার কোচ, ৪টি এসিটু-টিয়ার কোচ এবং ১টিফার্স্ট এসি কোচ থাকবে, যা বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক ভ্রমণের সুযোগ প্রদান করবে। যাত্রীদের সুবিধার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডিজাইন করা বন্দেভারত স্লিপার এক্সপ্রেসে থাকবে আর্গোনমিক্যালি ডিজাইন করা কুশন যুক্তবার্থ, উন্নতমানের আরামপ্রদ রাইড-এর জন্য অত্যাধুনিক সাসপেনশন সিস্টেম, শব্দ কমানোর প্রযুক্তি, ভেস্টিবিউল সহ স্বয়ংক্রিযদরজা এবং একটি আধুনিক যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা। দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, আধুনিক শৌচাগার এবং উন্নত জীবাণুনাশক প্রযুক্তি পরিচ্ছন্নতা, সহজগম্যতা এবং আরামদায়ক ট্রেন ভ্রমণের অনুভব আরও বৃদ্ধি করবে।

পুরুলিয়ায় পাওয়া যাবে সুন্দরবনের মধু, পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ কাছে পিঠে বেড়ানোর প্ল্যান মানেই ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের মনে আসে পুরুলিয়া নাম। রাঢ় বঙ্গের এই জেলায় এলেই এক জায়গাতে মেলে পাহাড়, ঝর্ণা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেখা। পুরুলিয়ার পর্যটন মানচিত্রে একেবারেই নয়া আকর্ষণ সুন্দরবনের মধু। এবার সুন্দরবনের খাঁটি মধুর স্বাদ উপভোগ করতে পারছেন পুরুলিয়ায় বেড়াতে আসা পর্যটকেরা। পুরুলিয়া বনবিভাগের উদ্যোগে অযোধ্যা পাহাড় রেঞ্জে মিলছে এই মধু। মধুর স্বাদও অতুলনীয়। অনেকেই সুন্দরবনে এই মধু কিনতে যান। এবার সেই বিখ্যাত মধু পাওয়া যাচ্ছে পুরুলিয়াতে বসেই। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানেই সুন্দরবনের মউলিরা মধু সংগ্রহ করেন। যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এই মধুর। ইতিপূর্বেই এই মধু জি আই ট্যাগ পেয়েছে। এর

ফলে পুরুলিয়া বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠছে সুন্দরবনের এই মধু। এই বিষয়ে পুরুলিয়া বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, পুরুলিয়ায় বহু পর্যটক আসেন। তাদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে সুন্দরবনের মধু। সরকারি ট্যাগ দেওয়া এই মধু অযোধ্যা রেঞ্জ অফিসে পাওয়া যাবে। তাই মধু কিনতে আর দূরে কোথাও যেতে হবে না। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বেড়াতে আসলেই সুন্দরবনের খাঁটি মধু তারা পেয়ে যাবেন। এটা পর্যটন মানচিত্রে নয়া সংযোজন হয়ে উঠতে চলেছে। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে মউলিরা মধু সংগ্রহ করেন সুন্দরবনে। আর সেই খাঁটি মধু সরকারিভাবে সংরক্ষণ করে পৌঁছে যায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। ইতিপূর্বে পুরুলিয়া শহরেও এই মধু পাওয়া যেত। বর্তমানে অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য এই মধু বিক্রি হবে অযোধ্যা পাহাড় রেঞ্জেই। খাঁটি এই মধুর দামও রয়েছে সাধ্যের মধ্যে। ৫০০ গ্রাম মধুর দাম রয়েছে ৩৫০ টাকা। ২৫০ গ্রাম মধুর দাম রয়েছে ১৯০ টাকা। এবার বেড়ানোর পাশাপাশি দক্ষিণের বিখ্যাত মধুর স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকেরা। পুরুলিয়ার পর্যটনকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ময়নার তৃণমূল কর্মী স্বপন ভৌমিককে গ্রেফতার এনআইএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ জানুয়ারি ঃ ২০২৩ সালের ১ মে, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল বিজেপি বুথ সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে। সেই মামলায় মৃতের স্ত্রী লক্ষ্মীরানি ভুঁইয়া ৩৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেন। সেই হত্যাকাণ্ডের ধোঁয়ায় শনিবার আবার অগ্নিকুণ্ডের মতো উত্তেজনা ছড়াল। মামলাটি একটি সংবেদনশীল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে দেখে কলকাতা হাইকোর্ট তদন্ত NIA কে (National Investigation Agency) দেয়। এরপর থেকে NIA এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করে এবং একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে। ১০ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের সবং থানার দশগ্রাম এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী স্বপন ভৌমিককে NIA গ্রেফতার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং তদন্তকারীদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তাঁকে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়াও বুদ্ধদেব মণ্ডল এবং কমল খুটিয়া নামের আরও কিছু অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন। NIA ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে NIA -র হাতে ১৭ জন গ্রেফতার হল। বিজেপি দাবি করেছে, এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং এতে তৃণমূলের কিছু নেতার জড়িত থাকার আশঙ্কা রয়েছে। NIA তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং মামলার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সন্দেহভাজনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, ময়নার বাকচা পঞ্চায়েত এলাকার গোড়ামহল গ্রামে বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণকে ২০২৩ সালের ১ মে বাড়ির কাছ থেকেই অপহরণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। ওই খুনের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এনআইএ তদন্তের আদেশ দেন। সেই নির্দেশের পর থেকে এনআইএর একটি প্রতিনিধি দল তদন্ত নামে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে, সহপাঠীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১০ জানুয়ারি ঃ নাবালিকার সহপাঠীকেও শুক্রবার গভীর রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। হুগলির হিন্দমোটর কারখানায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে দীপঙ্কর অধিকারী নামে এক যুবককে আগেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ বার ওই নাবালিকার এক সহপাঠীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে বছর ১৬-র নাবালিকা টিউশন শেষ করে বাড়ি ফিরছিল তার সহপাঠীর সঙ্গে। সেই সময়ে তার পথ আটকান দীপঙ্কর অধিকারী এবং আরও দু'জন, অভিযোগ এমনটাই। শুধু তাই নয়, ওই নাবালিকা ও তার বন্ধু যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সেই সময়ে তাদের ছবি ও ভিডিয়ো তুলতে যায় দীপঙ্কর এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়, অভিযোগ এমনটাই। নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার পরিচয় দেন দীপঙ্কর। বিভিন্ন ভাবে ওই নাবালিকা ও তার বন্ধুকে থানায নিয়ে যাওযার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার বন্ধুকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি পরিত্যক্ত কারখানায় নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এর পরে ওই নাবালিকা ফোন করে তার পরিবারকে ঘটনাটির বিষয়ে জানায়। তার মা গিয়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান এবং রাতেই পরিবারের তরফে উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে দীপঙ্কর-সহ আরও দু'জনের নামে অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দীপঙ্করকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দীপঙ্কর উত্তরপাড়া কাঁঠালবাগান বাজার এলাকার বাসিন্দা। সেখানে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন তিনি। ঘটনার পরেই দীপঙ্করের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। এই যুবক এলাকায় নিজেকে যুব তৃণমূলের নেতা বলে পরিচয় দিতেন, অভিযোগ তাঁদের। এমনকী, অতীতে এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জোর করে মাছ চাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। ঘটনাটির পরে থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। শুক্রবার বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদের গ্রেপ্তার না করলে আমরা পথে নামব।' শুক্রবার তৃণমূলের হুগলি সাংগঠনিক জেলার যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, 'যুবক (দীপঙ্কর) তৃণমূলের কোনও পদে নেই। দল তাঁকে কোনও পদ দেয়নি। তিনি তৃণমূলের কর্মীও নন। আইন আইনের পথে চলবে।' স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল দীপঙ্করের সঙ্গে একাধিক তৃণমূল নেতার ছবি রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কার পাল্টা দাবি, 'যে কেউ তুলতে পারেন। কার মনে কী রয়েছে, আমরা কী ভাবে বুঝব।' রাতেই সিপিএম-এর তরফে উত্তরপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তবে নাবালিকার পরিবারের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, 'উপযুক্ত ধারায় পদক্ষেপ করেছি। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক। বয়স ১৭ বছর। তাকে জুভেনাইল কোর্টে পেশ করা হবে। আমরা মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছি।'

INDIAN COAST GUARD, MINISTRY OF DEFENCE (GOVT. OF INDIA)

Indian Coast Guard invites from the owners of suitable building approx. 10000-12000 sq.ft office space having minimum 30 rooms on hire in vicinity of Frazerganj/ Bakkhali for two (02) years w.e.f. 01 Apr 26 with following conditions:-

1. Connected with 7 mtr width Road.
2. Availability of adequate Parking Area.
3. Independent Water/Electricity supply.
4. Annual Maintenance of Building by Owner.
5. Building must be legally owned by the applicant with clear title document.

Interested party may forward details of property, layout, area and expected rent quoted for per sq.ft plinth area including taxes if any, within 10 days of publishing this advertisement.

POSTAL ADDRESS:
The Commanding Officer
ICGS Frazerganj
Vill: Frazerganj
PO: Lakshmipur Pravartak Ashram
Dist: South 24 Parganas
West Bengal - 743 357

For more details contact: Tel: 8373099183 E-mail: cgs-fzr@indiancoastguard.nic.in

গঙ্গার ধারে উদ্ধার মৃত সদ্যোজাত, শুরু তদন্ত

গোপাল বিশ্বাস-নদীয়া ঃ নদীয়া জেলার নবদ্বীপে শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল এলাকা। গৌরাঙ্গ সেতুর নিচে ফরেস্ট ডাঙা এলাকায় গঙ্গার এক কোণে উদ্ধার হলো এক মৃত সদ্যোজাত শিশুর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে কয় জন বাসিন্দা গঙ্গার ধারে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমতে শুরু করে। বিষযটি জানানো হয় নবদ্বীপ থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং মৃত সদ্যোজাত শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার সময় ওই নির্দিষ্ট এলাকায় তেমন লোকজন উপস্থিত ছিলেন না। যদিও স্থানীয় এক কৃষকের দাবি, তিনি জমিতে কাজ করতে এসে দেখেন কয়েকজন ব্যক্তি একটি চারচাকা গাড়িতে এসে শিশুটিকে গঙ্গার ধারে রেখে দ্রুত সেখান থেকে চলে যান। এই দাবি ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সময় গঙ্গার পাড়ে বনভোজনের মরশুম থাকায় বহু মানুষ ভিড় করেন এলাকায়। তবুও এমন নৃশংস ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শিশুটির মৃত্যু স্বাভাবিক নাকি কোনও অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে তদন্ত এগোচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/075(e)/2025-26
Date: 27/12/2025
Tender ID:
1. 2025_MAD_5005334_1 (SL-01)
2. 2025_MAD_5005334_2 (SL-02)
3. 2025_MAD_5005334_3 (SL-03)
4. 2025_MAD_5005334_4 (SL-04)
5. 2025_MAD_5005334_5 (SL-05)
6. 2025_MAD_5005334_6 (SL-06)
7. 2025_MAD_5005334_7 (SL-07)
8. 2025_MAD_5005334_8(SL-08)
9. 2025_MAD_5005334_9 (SL-09)
10. 2025_MAD_5005334_10 (SL-10)
11. 2025_MAD_5005334_11 (SL-11)
12. 2025_MAD_5005334_12 (SL-12)
13. 2025_MAD_5005334_13 (SL-13)
14. 2025_MAD_5005334_14 (SL-14)
15. 2025_MAD_5005334_15 (SL-15)
16. 2025_MAD_5005334_16 (SL-16)
The bid Submission Closing date is hereby extended up to 19-01-2026 in place of 09-01-2026. More Details on site- tenders.wb.gov.in
Sd/- Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

বিজ্ঞপ্তি
হাবড়া থানা ও হাবড়া পৌরসভার এলাকাধীন হিজলপুকুরিয়া মৌজায় JL- 80,RS খতিয়ান ৮৬৬, RS LR দাগ ১৩৫৮ বিদ্যাসাগর রোডে ৩.২৬, কাঠা বাস্তু জমি তদউপরিস্থ ৩০০ বর্গফুট পাকা গৃহাদি আমার মক্কেল মধুসুদন বিশ্বাস কিনতে আগ্রহী। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। উক্ত সময়ের পরে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
দেবরাজ দাস
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

Tender Reference No:-033/ BGP-II/2026 Date:-06/01/2026
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of INSTALLATION OF MINI SUBMERSIBLE WITH PIPE LINE WATER SUPPLY at 4(Four) different places. NAME OF FUND: 15TH FC TIED. Bid submission end date **24/01/2026 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **27/01/2026 at 12.00 P.M.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

E tender notice
Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work in respect of (i) E-NiT-918/KGP/15th CFC untied Fund (phase - 2) -2025-26 Date: 09/01/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_986847 (1 to 4) (ii) E-NiT-919/KGP/15th CFC untied Fund (phase- 2) - 2025-26 Date: 09/01/26, Tender ID: 2026_ZPHD_986856 (1 to 3) Last date of submission - **22/01/2026 upto 6.50 pm** Date of opening tender:- **24/01/2026 at 6.55 pm** For details information contact to the undersigned
Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

Tender Reference No:-032/ BGP-II/2026 Date:-06/01/2026
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of CONST OF COVERED DRAIN at 5(Five) different places. NAME OF FUND: 15TH FC TIED. Bid submission end date **24/01/2026 upto 12.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **27/01/2026 at 12.00 P.M**. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

Office of the Pradhan
Ichag Gram Panchayat
Vill: Ichag, P.O.: Ichag P S Jhalda I, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING eTENDER No.-07/ ICH/2025-26, Date: 09/01/2026
For and on behalf of the Ichag Gram Panchayat, Pradhan, invites electronic tender for different works. Last date of submission of Bid (online) **22/01/2026 up to 11.00 AM.** Time & date for opening technical Bid/ Bids Online: **27/01/2026 at 12:00 Noon.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Ichag Gram Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 14/EO/JLD-II Dated: 09/01/2026
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIT No.-6(e)/EO/JLD-II/2025-26 dt.03.12.2025, for 06 nos. scheme **(Tender ID 2026_ZPHD_5007514_1 TO 2026_ZPHD_5007514_6)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **17.01.2026 up to 4-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
রেলওয়ের জলাশয়, কাটিংসমূহ ও বরোপিটসমূহতে মাছ ধরার স্বত্বর জন্য টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৭৬ (ফিশিং) অফ ২০২৫-২৬ **তারিখ ০৭.০১.২০২৬**
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বার্ষিক লাইসেন্স-এর ভিত্তিতে, লাইসেন্স ফি প্রতি বছর ১০% হারে পূর্বের বছরের লাইসেন্স ফি-র চেয়ে বৃদ্ধির শর্তে ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য জলাশয়/কাটিংসমূহ/ডিচসমূহ/বরোপিটসমূহতে মাছ ধরার স্বত্ব, পানিফল চাষ প্রভৃতির জন্য রেলওয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ধীবরদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা যে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে উপরোক্ত ওপেন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **এনআইটি নং., আয়তন (বর্গ মিটার), অধিক্ষেত্র সমেত বিবরণ/বর্ণনা, সংরক্ষণ মূল্য, বায়না অর্থ ইত্যাদি নিম্নরূপ ঃ** (১) ৩৯০০, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে মেমারীতে রেলওয়ে লোকো ট্যাঙ্ক, ₹ ৩৯,২৪৪.০০ টাকা, ₹ ৩,৯২৫.০০। (২) ৪১৭.৪৫, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে মেমারীতে উত্তর দিকে ১ ও ২ চিহ্নিত রেলওয়ে বরোপিট, ₹ ৩৩,২৪৮.০০, ₹ ৩,৩২৫.০০। (৩) ৬৫০৫.৫৭, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে পাণ্ডুয়াতে রেলওয়ে স্টেশনে লোকো ট্যাঙ্ক, ₹ ২,১৬,৭১৯.০০, ₹ ২১,৬৭২.০০। (৪) ২৫০০, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে কিমি ৫৯/৮০ থেকে ৬০.৮১-র মধ্যবর্তী রেলওয়ে কাটিং, ₹ ৭৬,১০১.০০, ₹ ৭,৬১০.০০। (৫) ৯৪০.৯৮, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে ব্যান্ডেল-এ রেলওয়ের পূর্বদিকের জলাশয়, ₹ ২,৫৭,৪৪৬.০০, ₹ ২৫,৭৪৫.০০। (৬) ১৫০০, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে মেমারীর গুড্স শেড-এর নিকটে কিমি ৮০/৩২ - ৮১/০৪-এর রেলওয়ে জলাশয়, ₹ ১৫,০৯৩.০০, ₹ ১,৫০৯.০০। (৭) ৩৯৩৭.৫, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে বান্ডেল সর্টিং ইয়ার্ডে রেলওয়ে জলাশয়, ₹ ৯৬,৬৬৪.০০, ₹ ৯,৬৬৭.০০। (৮) ৬৫০০, নৈহাটি শাখায় ডাউন পার্শ্বে কিমি ৬/৩০-৬/৩৮ পর্যন্ত রেলওয়ে কাটিং, ₹ ৬৫,৪০৬.০০, ₹ ৬.৫৪১.০০। (৯) ৩১৭৮৪.৩৯, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে ডিআরএম/হাওড়ার প্ল্যান নং-৮৭/৯০ মাধ্যমে মেমারীতে দক্ষিণ দিকে (৪ এবং ৫) রেলওয়ে বরোপিট-এ মাছ ধরার লাইসেন্স, ₹ ৮,৩১,৬৮৫.০০, ₹ ৮৩,১৬৯.০০। (১০) ৪১৮২.১৬, এইএন/ব্যন্ডেল-এর অধীনে বৈঁচিগ্রাম এবং বৈঁচি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৬৮/১৫-১৬ এবং ৭০/১৫-১৭-র মধ্যবর্তী মেন লাইনে উভয় পার্শ্বে রেলওয়ে বরোপিটে মাছ ধরার লাইসেন্স, ₹ ৬৮,৮১০.০০, ₹ ৬,৮৮১.০০। (১১) ৬২৭.৩২, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে এন.এইচ শাখার বন্ধ ব্রীজ নং ৩-এর দক্ষিণ দিকে রেলওয়ে জলাশয়ে মাছ ধরার স্বত্ব, ₹ ৭৯,০৮৬.০০, ₹ ৭,৯০৯.০০। (১২) ৮৩৪৭.৭৮, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে ব্যাণ্ডেল আম বাগানে ব্লক নং ৯৭ ও ৯৮ -এর মধ্যবর্তী রেলওয়ের ছোটো জলাশয়ে মাছ ধরার স্বত্ব, ₹ ৩৫,০৯২.০০, ₹ ৩,৫০৯.০০। (১৩) ১২৬.৩৯, এইএন/ব্যান্ডেল-এর অধীনে আদিসপ্তগ্রাম [illegible]
বরোপিট, ₹ ৩,১৩,২৯৬.০০, ₹ ৩১,৩৩০.০০। (৫১) ৩৪০, এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে (বারালাতে অবস্থিত জলাশয়গুলি বাদে) আজিমগঞ্জ নলহাটির মধ্যবর্তী শাখা লাইনের মধ্যে রেলওয়ে বরোপিটগুলি, ₹ ৬১,৩১২.০০, ₹ ৬,১৩১.০০। (৫২) ২৪৬০, এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে বারালাতে রেলওয়ে জলাশয়, ₹ ১৩,২৯১.০০,₹ ১৩২৯.০০। (৫৩) ২৪৬০, এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে আজিমগঞ্জ সিটি রেলওয়ে স্টেশনের এএন শাখা লাইনে কিমি ৪৪/৪ -৫ -এর মধ্যে এলসি গেট-এর নিকটে রেলওয়ে জলাশয়, ₹ ১,২৫,৩২১.০০, ₹ ১২,৫৩২.০০। (৫৪) ৩০০০, এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে কুন্তীঘাট-ত্রিবেণীর মধ্যে কিমি-১০/৩৩ - ১১/৫ -এর আপ লাইনের পাশে রেলওয়ে কাটিং, ₹ ৩০,১৮৭.০০, ₹ [illegible]
করা টেন্ডারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফ্ট রূপেও বায়না অর্থের মূল্য দাখিল করা যাবে। যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টেন্ডারটি গৃহীত না হয় তাহলে, বায়না অর্থ ফেরত করা হবে। সর্বোচ্চ দরপ্রস্তাবদাতার ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে, বায়না অর্থ ১ বছরের লাইসেন্স ফি-র থেকে কাটা যাবে। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডার নথির ৩২নং ধারার নিয়ম ও শর্তানুসারে যথাযথভাবে পূরণ করা টেন্ডার সিনিয়র ডিইএন (কো-অর্ডিনেশন)-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া-তে রাখা বাক্সে ২০.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে সিল করা খামে দাখিল করবেন। টেন্ডারদাতা নিজে বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে টেন্ডারটি দাখিল করতে পারবেন। দুপুর ২টোয় টেন্ডার বাক্সটি সিল করা হবে এবং ২০.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয় টেন্ডারটি খোলা হবে। সিল করা খামের ওপর জলাশয়/কাটিংস এবং বরোপিট ইত্যাদির স্বতন্ত্র বিবরণ লিখে দিতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষর এবং সম্পূর্ণ লাইসেন্স ফি ও জামিন অর্থ দাখিল না হওয়া পর্যন্ত কোনো লাইসেন্স বলবৎ হবে না। টেন্ডার নথি সিনি. ডিইএন/সি/হওড়ার কার্যালয়েও পাওয়া যাবে। টেন্ডার নথি দাখিলের সময় ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত টেন্ডার নথির মূল্য (এফ এ অ্যান্ড সিএও/ পূর্ব রেলওয়ে/ কলকাতার-অনুকূলে প্রদত্ত) টেন্ডার নথির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতেই হবে। যদি বৈধ ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট টেন্ডার নথির সঙ্গে ওপরের বিবরণ অনুসারে সংশ্লিষ্ট না করে প্রস্তাবটি প্রদান করা হয় তাহলে টেন্ডারটি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে।. HWH-523/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India Undertaking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা, কলকাতা

১৪ /১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কার্যস্থলঃ যমুনা ভবন, প্রথম তলা,
৫৫ / ৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
ইমেল - UBIN0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইনের অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অস্থাবর / স্থাবর সম্পত্তির জন্য বিধি ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য বিধি ৮(৬)-এর বিধান অনুযায়ী অস্থাবর/ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত অস্থাবর/ স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) যা ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া/ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/ দায়বদ্ধ/ গচ্ছিত/ চার্জযুক্ত রয়েছে, এবং যার গঠনমূলক/ শারীরিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নিম্নোক্ত শাখাগুলির সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নিচে উল্লিখিত টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য ২৮.০১.২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিবরণ উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি(সমূহ)-এর বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://baanknet.com এবং www.unionbankofindia.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com-এর মাধ্যমে অনলাইন ই-নিলাম-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ ও সময়ঃ ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬, দুপুর ১২.০০ থেকে বিকাল ০৫.০০ পর্যন্ত।

দরপত্র / ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ই-নিলাম শুরুর দিন বা তার আগে।

ইএমডি প্রদানের পদ্ধতি - দরদাতা তার ব্যাংকনেট ওয়ালেটে ইএমডি-র পরিমাণ জমা দেবেন।

লট নং	ক. ঋণগ্রহীতার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. মালিকের নাম / নামসমূহ ঘ. সম্পত্তি আইডি (যদি সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই ব্যাংকনেট পোর্টালে আপলোড করা থাকে)	ক. সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) খ. জামানতের অর্থ (টাকায়)	বিডের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ	প্রদেয় ঋণ	ব্যাংকের জ্ঞাত কোনো দায়বদ্ধতা/ নিরাপত্তা ব্যবস্থা/ বিচারাধীন মামলা, যদি থাকে। দখল প্রতীকী / শারীরিক
১.	**ক. শ্রী সুকল্যাণ ঘোষ** **খ. সম্পত্তিঃ** জে. এল. নং ৫০, সি. এস. দাগ নং ১৪৪৫, এল. আর. দাগ নং ১৬৮০ ও ১৬৮১, প্রজা খতিয়ান নং ১৫৭, তৌজি নং ১৭, মৌজা - ঢাকুরিয়া, গ্রাম - ঢাকুরিয়া, রামচন্দ্রপুর রোড, পোঃ - ঢাকুরিয়া, থানা - গাইঘাটা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) ঠিকানায় অবস্থিত, যার উপর কাঠামোসহ সমস্ত জমি, যার পরিমাণ ৭.২৬১ শতক, যা **শ্রী সুকল্যাণ ঘোষ ও শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষের নামে নথিভুক্ত** এবং যার চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তর মানিক ঘোষের বাড়ি, পূর্বঃ পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণঃ শঙ্কর সরকারের বাড়ি, পশ্চিমঃ ইস্টার্ন রেলওয়ের জমি গ. শ্রী সুকল্যাণ ঘোষ ও শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ ঘ. UBINKOLARB6522	ক. টাকা ২০,০০,০০০.০০ খ. টাকা ২,০০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা।	২৩,৯৭,৭৩৬.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশ ছত্রিশ টাকা মাত্র) এবং ৩০.০৮.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ ও খরচ। ওএ /৬৮ /২০২০, ডিআরটি - ৩, কলকাতা	**SA / 98 /2023 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
২.	**ক. মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল** **খ. সম্পত্তিঃ** কারখানার জমি এবং ভবন দলিল নং ৭৬৭ অনুসারে, যন্ত্রপাতি এবং সমস্ত কাঠামো সহ কারখানার শেড, আর. এস. ডে নং ১১৯, ১৩৮, এল. আর. খতিয়ান নং ৫৭২, ৬২, মৌজা- দক্ষিণ সরাই, আর. এস. নং ২৫, জে. এল. নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পঞ্চায়েত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই খশদেলপুর টাকি রোড, পোস্ট অফিস - গুমা, থানা-হাবড়া, জেলা - ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪। **নূর ইসলাম সাহাজির মালিকানাধীন** দলিল নং ১০ /২ ৪৬৬৪ রাইস মিলের জমি ১৩,৭১৭ দশমিক আর. এস./ এ. এল.আর. ডে নং ১২০, ১৩৬, ১৩৭, এলআর খতিয়ান নং ২৯৮, ৪৩৫, ৭৬২, ৯২৮, ১১৮৮, আর.এস. খতিয়ান নং. ১১১৭ এবং ১০৯১, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, আরএস নং। ২৫, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পঞ্চায়েত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই (খশদেলপুরটাকি রোড, পোঃ- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা - ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪ **নম্বর ইসলাম সাজিদের নামে।** দলিল নং ১০ /২ ৪৬৬৩ আর. এস. / এ ১৩,৭১৭ দশমিক মাপের রাইস মিল জমি। এল.আর. ডে নং ১২০, ১৩৬,১৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯৮, ৪৩৫, ৭৬২, ৯২৮, ১১৮৮, আরএস খতিয়ান নং. ১১১৭ এবং ১০৯১, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, আরএস নং। ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পঞ্চায়েত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই খশদেলপুর টাকি রোড, পোঃ- গুমা, থানা- হাবরা, জেলা - ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪ **আব্দুর রহমানের নামে।** দলিল নং ১০ /২ ১১৩৩ কারখানার শেড এবং সমস্ত কাঠামোর পরিমাপ ১৩.৩১৩ ডেসিমেল আর. এস. দাগ নং ১১৯, ১৩৮, এল. আর খতিয়ান নং ৫৭২, ৬২ মৌজা - দক্ষিণ সরাই, আর. এস. নং. ২৫, জেএল নং ১২১ তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা পঞ্চায়েত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই খশদেলপুর টাকি রোড, পোঃ - গুমা, থানা -হাবরা, জেলা - ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪ **আবদুর রহমান সাজির দ্বারা।** দলিল নং ১০ / ২ ০৪৩৫ আর. এস. তারিখ নং-এ ৪.৮৭৫ দশমিক মাপের সমস্ত কাঠামো সহ কারখানার শেড। ১৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭২, মৌজা -দক্ষিণ সরাই আরএস নং ২৫, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২০০৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পঞ্চায়েত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম - দক্ষিণ সরাই খশদেলপুর টাকি রোড, পোঃ- গুমা, থানা -হাবরা, জেলা - ২৪ পরগনা , পিন - ৭৪৩৭০৪. **মালিক মোঃ আব্দুর রহমান সাহাজী।** গ. **মোঃ আব্দুর রহমান সাহাজী** ঘ. UBINKOLARB1949A	ক. টাকা ১,১৪,০০,০০০.০০ খ. টাকা ১১,৪০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১,১৪,০০০.০০ টাকা।	৩১.০১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৬,১০,৪৭,০২৬.২৭ টাকা (ছয় কোটি দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 81 /2022 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
৩.	**ক. মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল** **খ. সম্পত্তিঃ** দলিল নং ১৬২৯ /২০১৭ ১২.২৫ দশমিক জমি, গ্রাম - খোসদেলপুর, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, জে. এল. নং ১২১, রে. এস. এ. ২৫, তৌজি ২০০৭, এল. আর. খতিয়ান নং ১৭১৪, আর. এস. এবং এল. আর. দাগ নং ১৩৬, ১৩৭, পোঃ- গুমা, থানা - হাবড়া, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪। **মালিকানাধীনঃ মিসেস সাবিকুন নাহার।** **গ. মিসেস সাবিকুন নাহার** ঘ. UBINKOLARB1949B	ক. ৩,১৯,০০০.০০ টাকা খ. ৩১,৯০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩,১৯০.০০ টাকা।	৩১.০১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৬,১০,৪৭,০২৬.২৭ টাকা (ছয় কোটি দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	**SA / 81 /2022 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
৪.	**ক. মেসার্স সুন্দরবন চাষী বন্ধু রাইস মিল** **খ. সম্পত্তিঃ** দলিল নং ৪২০২ / ২০১৭ জমির পরিমাপ ১২ দশমিক গ্রাম - খোসদেলপুর, মৌজা - দক্ষিণ সরাই, জে. এল নং ১২১, রে. এসএ ২৫, তৌজি ১৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮২০, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৩৬, ১৩৭ পোঃ- গুমা, থানা - হাবড়া, পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪। **মালিকানাধীনঃ মো. আমিনুর মোল্লা।** **গ. মো. আমিনুর মোল্লা** **ঘ. UBINKOLARB1949C**	ক. ৩,০৯,০০০.০০ টাকা খ. ৩০,৯০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩,০৯০.০০ টাকা।	৩১.০১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৬,১০,৪৭,০২৬.২৭ টাকা (ছয় কোটি দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	**SA / 81 /2022 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
৫.	**ক. মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** সেন্ট্রাল প্লাজার চতুর্থ তলার ৪এ নম্বর বাণিজ্যিক স্থান, ১৬২, জি. টি. রোড (পশ্চিম), তালডাঙ্গা সরিষাপাড়া, থানা ও ডাকঘর - চন্দননগর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১৩১৩৬, যার পরিমাপ ১৭৫৭ বর্গফুট। দলিল নং ২৭৭৮ /১৫ অনুযায়ী, **মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে এবং যার সীমানা হলো - পূর্বঃ জি. টি. রোড, পশ্চিমঃ এল. আর. দাগ নং ৫৩০ এবং ৬৭৫-এর অংশ, উত্তরঃ এল. আর. দাগ নং ৬০৬, দক্ষিণঃ এল. আর. দাগ নং ৬৭২ এবং সাধারণ পথ। **গ. মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড।** **ঘ. UBINKOLARB4130A**	ক. ৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩০,০০০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩১,৭০,৮৮,০০১.০৯ টাকা (একত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ আটাশি হাজার এক টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৬.	**ক. মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** সেন্ট্রাল প্লাজার তৃতীয় তলার পূর্ব দিকে অবস্থিত বাণিজ্যিক স্থান নং ৩বি, ১৬২, জি. টি. রোড (পশ্চিম), তালডাঙ্গা সরিষা পাড়া, থানা ও ডাকঘর - চন্দননগর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১৩১৩৬, যার পরিমাপ ১৫৩৬ বর্গফুট, দলিল নং ২৭৭৬ / ২০১৫ অনুযায়ী **মেসার্স অনিতা ফিসকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর নামে নথিভুক্ত এবং যার চতুঃসীমা হলো - পূর্বঃ জি. টি. রোড, পশ্চিমঃ এল. আর. দাগ নং ৫৩০ এবং ৬৭৫-এর অংশ, উত্তরঃ এল. আর. দাগ নং ৬০৬, দক্ষিণঃ এল. আর. দাগ নং ৬৭২ এবং সাধারণ পথ। **গ. মেসার্স অনিতা ফিসকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB4130B**	ক. ২৭,০০,০০০.০০ টাকা খ. ২,৭০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৭,০০০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩১,৭০,৮৮,০০১.০৯ টাকা (একত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ আটাশি হাজার এক টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৭.	**ক. মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** সেন্ট্রাল প্লাজার ৩য় তলার বাণিজ্যিক স্থান নং ৩এ, ১৬২, জি. টি. রোড (পশ্চিম), তালডাঙ্গা সরিষাপাড়া, থানা ও ডাকঘর - চন্দননগর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১৩১৩৬, যার পরিমাপ ১৭৫৭ বর্গফুট, দলিল নং ২৭৭৯ / ২০১৫ অনুযায়ী **মেসার্স অনিতা ফিসকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর নামে নথিভুক্ত এবং যার সীমানা হলো - পূর্বঃ জি. টি. রোড, পশ্চিমঃ এল. আর. দাগ নং ৫৩০ এবং ৬৭৫-এর অংশ, উত্তরঃ এল. আর. দাগ নং ৬০৬, দক্ষিণঃ এল. আর. দাগ নং ৬৭২ এবং সাধারণ পথ। **গ. মেসার্স অনিতা ফিসকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB4130D**	ক. ৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩০,০০০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩১,৭০,৮৮,০০১.০৯ টাকা (একত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ আটাশি হাজার এক টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৮.	**ক. মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** ৬ খান রোড, চন্দ্রমা অ্যাপার্টমেন্ট, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১৪৯ ঠিকানায় অবস্থিত ১০১৫ বর্গফুট পরিমাপের বাণিজ্যিক স্থান, যার দলিল নম্বর ০৪৬৬০ / ২০১৪, **মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর নামে নথিভুক্ত এবং যার চারপাশের সীমানা হলো - পূর্বঃ জয়ন্ত রায়ের বাড়ি, পশ্চিমঃ বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ি, উত্তরঃ বিষ্ণু খানের জমি, দক্ষিণঃ খান রোড। **গ. মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB4130E**	ক. ২০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ২,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩১,৭০,৮৮,০০১.০৯ টাকা (একত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ আটাশি হাজার এক টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৯.	**ক. মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** ৬ খান রোড, চন্দ্রমা অ্যাপার্টমেন্ট, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১৪৯ ঠিকানায় অবস্থিত ১৩১৯ বর্গফুট পরিমাপের বাণিজ্যিক স্থান, যার দলিল নম্বর ০০০১০ / ২০১৫, **মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর নামে নথিভুক্ত এবং যার চারপাশের সীমানা হলো - পূর্বঃ জয়ন্ত রায়ের বাড়ি, পশ্চিমঃ বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ি, উত্তরঃ বিষ্ণু খানের জমি, দক্ষিণঃ খান রোড। **গ. মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB4130F**	ক. ২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ২,৫০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৫,০০০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩১,৭০,৮৮,০০১.০৯ টাকা (একত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ আটাশি হাজার এক টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
১০.	**ক. শ্রী সুদীপ ঘোষ ও দীপালি ঘোষ** **খ. সম্পত্তিঃ** ৪১এ, ৪১বি, ৪২এ এবং ৪২বি নম্বর প্রাঙ্গণে অবস্থিত উক্ত ভবনের প্রথম তলার ১০৫ ও ১০৭ নম্বর ফ্ল্যাট দুটি, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ১৪৫০ বর্গফুট এবং এতে তিনটি শোবার ঘর, একটি বসার ও খাওয়ার জায়গা, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচাগার এবং প্রথম তলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একটি সংলগ্ন বারান্দা রয়েছে। সম্পত্তিটি কলকাতা - ৭০০০০৫৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর ব্লক - ডি-তে অবস্থিত, যার হোল্ডিং নম্বর ৪১৫ /৮৭, ওয়ার্ড নম্বর ২৯ (পূর্বে ২২), দক্ষিণ দমদম পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত, বিধাননগর (সল্টলেক) সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের (পূর্বে কাশীপুর দমদম) অধীনে, মৌজা - শ্যামনগর, জে. এল. নং ৩২ / ২০, আর. এস. নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ ও ২২৯, আর. এস. প্লট নং ৫১৮, সি. এস. দাগ নং ২৩৫১, খতিয়ান নং ৭১২, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), এ. ডি. এস. আর. বিধাননগর। এই সম্পত্তির সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসহ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার শ্রী সুদীপ ঘোষ এবং শ্রীমতি দীপালি ঘোষের নামে রয়েছে। সীমানা - উত্তরঃ প্লট নং ১৫, ১৪, পূর্বঃ পৌর রাস্তা, দক্ষিণঃ প্লট নং ৪০, পশ্চিমঃ প্লট নং ৪২ গ. **শ্রী সুদীপ ঘোষ ও দীপালি ঘোষ** **ঘ. UBINKOLARB9515**	ক. ৩৯,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৯৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৯,৫০০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৭৬,৬৭,৩৭৬.৩০ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত ছিয়াত্তর টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	**SA / 317 /2021 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
১১.	**ক. মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ** **খ. সম্পত্তিঃ** ৭৩৪ ডেসিমেল আয়তনের প্লট নং ০৩, খতিয়ান নং ১৫০ / ১, জে. এল. নং ৫১, মৌজা - সুদর্শনপুর এবং প্লট নং ০৬, ০৭, খতিয়ান নং ২২৪১, জে. এল. নং ৫৪, মৌজা - ছোট নবাগ্রাম, গ্রামঃ ছোটলালপুর, রানিগঞ্জ- ছাতনা রোড, থানাঃ গঙ্গাজলঘাটি, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১৩৩, যা **মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ**-এর নামে নথিভুক্ত। সীমানা - উত্তরঃ মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণঃ রানিগঞ্জ- ছাতনা রোড, পূর্বঃ রাস্তা, পশ্চিমঃ অন্যদের সম্পত্তি **গ. মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ** **ঘ. UBINKOLARB2524F**	ক. ১,০৭,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১০,৭০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১,০৭,০০০.০০ টাকা।	১৬,০৪,৭৮,০৫০.১৩ টাকা (ষোলো কোটি চার লক্ষ আটাত্তর হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) ৩০ ।০৯।২০২৩ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ।	**W.P.A. No. 39 of 2021, High Court of Calcutta SA / 838 / 2022, at DRT - 3 Kolkata** শারীরিক দখল
১২.	**ক. মেসার্স পাসি ফ্লোরা ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** মেসার্স পাসি ফ্লোরা ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে ও শৈলীতে অবস্থিত কারখানার জমি ও ভবন সমন্বিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ, যা মৌজা - বারুইপুর, জে. এল. নং ৩১, তৌজি নং ২৫০-এর অধীনে আর. এস. দাগ নং ১৫১৭৫, ১৫১৭৬, ১৫০২৮, ১৫১৮০, ১৫১৮৩ ও ১৫২০৩ এবং আর. এস. খতিয়ান নং ৪৫৭, ২৬৯৭ ও ৬২৯০-এর অন্তর্ভুক্ত, পালপাড়া, বালবন, মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা ও ডাকঘর - বারুইপুর, জেলা - ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪৪-এ অবস্থিত। (জমির পরিমাণঃ ৬৬ ডেসিমেল যা ৩৯.৯৩ কাঠার সমতুল্য)। সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তরঃ বাগান জমি দ্বারা, দক্ষিণঃ বাগান জমি দ্বারা, পূর্বঃ রাস্তা ও বাংলো বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমঃ বাগান জমি দ্বারা গ. **মেসার্স পাসি ফ্লোরা ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB1636A**	ক. ৯৯,৫০, ০০০.০০ টাকা খ. ৯,৯৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৯৯,৫০০.০০ টাকা।	৩,১৭,৮৯,০৫৮.০৫ টাকা (তিন কোটি সতেরো লক্ষ উননব্বই হাজার আটান্ন টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র) ০৪ ।০১।২০১৯ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
১৩.	**ক. মেসার্স পাসি ফ্লোরা ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ শ্রী গৌতম দে**-এর নামে থাকা জমি ও ভবন সমন্বিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ, যা মৌজা - বারুইপুর, জে. এল. নং ৩১, আর. এস. নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, আর. এস. খতিয়ান নং ২৪৩৬-এর অধীন আর. এস. দাগ নং ১৫২৬১-এ অবস্থিত, হোল্ডিং নং ১৪৮৪২১, পালপাড়া, বালবন, মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও ডাকঘর - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। (জমির পরিমাণঃ ৪.০১৫ কাঠা) সম্পত্তিটির চারপাশের **সীমানা নিম্নরূপ**- উত্তরঃ দাগ নং ১৫২৬১-এর অধীন জমি, দক্ষিণ ঃ শ্রীমতি বনানী দে-এর সম্পত্তি, পূর্বঃ ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমঃ ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা **গ. শ্রী গৌতম দে** **ঘ. UBINKOLARB1636B**	ক. ৩৫,৪০, ০০০.০০ টাকা খ. ৩,৫৪,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৫,৪০০.০০ টাকা।	৩,১৭,৮৯,০৫৮.০৫ টাকা (তিন কোটি সতেরো লক্ষ উননব্বই হাজার আটান্ন টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র) ০৪ ।০১।২০১৯ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
১৪.	**ক. খাদ্য ও মুরগির বাচ্চা** **খ. সম্পত্তিঃ শ্রীমতী বনানী দে**, স্বামী শ্রী গৌতম দে-এর নামে ৬ কাঠা ৩৫ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও ভবন, মৌজা - বারুইপুর, জে. এল. নং ৩১, আর. এস. নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, আর. এস. খতিয়ান নং ২৪৩৬ এবং ৩৩৩৬-এর অন্তর্ভুক্ত, আর. এস. দাগ নং ১৫২৬২ ও ১৫২৬২, হোল্ডিং নং ১৪৮৪ /৪৮, মাদারহাট বলবান, থানা - বারুইপুর, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ। এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তরঃ দাগ নং ১৫২৬১-এর জমি, দক্ষিণঃ ক্যানিং রোড, পূর্বঃ ৮ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পশ্চিমঃ ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা। গ. **শ্রীমতী বনানী দে** **ঘ. UBINKOLARB1633**	ক. ৬১,৩০, ০০০.০০ টাকা খ. ৬,১৩,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৬১,৩০০.০০ টাকা।	৬৬,৬৭,৯৮৫.০০ টাকা (ছেষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত পঁচাশি টাকা মাত্র) ৩১.০১.২০২০ তারিখ অনুযায়ী খরচ ও ব্যয়	**SA / 111 /2020, at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
১৫.	**ক. মেসার্স মন্ডল অ্যান্ড ব্রাদার্স** **খ. সম্পত্তিঃ** প্লট নং ৮৬১, আশরাফাবাদ গভঃ কলোনি, পোঃ মানিকতলা, থানাঃ হাবড়া, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৬৩ ঠিকানায় অবস্থিত প্রায় ৫ কাঠা (৮-১৪ শতক) পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত ভবন ও কাঠামো। দাগ নং (সিএস) ১৪০, ১৪১, ১৪২ (অংশ), হাল দাগ - ১১৬৩১, খতিয়ান নং ১৩৮১, প্লট নং ৮৬১ (বাস্তু), মৌজাঃ হরিয়া, জে. এল. নং ৮৫, হাবড়া পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১০। সম্পত্তির মালিকঃ **শ্রী সুশান্ত মন্ডল**, দলিল নং. ২৯৯৬, তারিখ ২৯.০৯.২০০০। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তরেঃ এল.ও.পি নং ৮৬২-এর উপর শ্রী হরাসিত বিশ্বাসের সম্পত্তি, দক্ষিণেঃ এল.ও.পি নং ৮৬০-এর উপর শ্রী কালীপদ মন্ডলের সম্পত্তি, পূর্বেঃ এল.ও.পি নং ৮৭২-এর উপর শ্রী বাবলু দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমেঃ ১৫ ফুট চওড়া গণেশ দাস সরণি। গ. **শ্রী সুশান্ত মন্ডল** **ঘ. UBINKOLARB5109**	ক. ২১,০৬, ০০০.০০ টাকা খ. ২,১০,৬০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২১,০৬০.০০ টাকা।	৩০.০৬.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৩২,৬৩,৭৪৯.৬৩ টাকা (বত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশ উনপঞ্চাশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র) সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 390 / 2020, at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
১৬.	**ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** হাওড়া পৌরসভার অধীন, হাওড়া জেলার, সাঁকরাইল থানার, মাকুয়া মৌজার, জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬ ঠিকানায় অবস্থিত অমৃতধাম-এর নিচতলার ইউনিট নং জি ১-এর আবাসিক ফ্ল্যাটের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, যার আয়তন প্রায় ১১৬৯ বর্গফুট। সম্পত্তিটির মালিক **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড।** গ. **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB5005A**	ক. ১৩,৮০, ০০০.০০ টাকা খ. ১,৩৮,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১৩,৮০০.০০ টাকা।	৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
১৭.	**ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** এম ১, জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬, মৌজা - মাকুয়া, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসভার অধীন, যার পরিমাপ প্রায় ২৪৮৮ বর্গফুট। সম্পত্তিটির মালিক **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড।** গ. **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB5005B**	ক. ৩০,০০, ০০০.০০ টাকা খ. ৩,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩০,০০০.০০ টাকা।	৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
১৮.	**ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** হাওড়া পৌরসভার অধীন হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার মাকুয়া মৌজায় অবস্থিত 'অমৃতধাম'-এর মেজানাইন ফ্লোরের এম ২ নম্বর ইউনিটে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, যার জে. এল. নং ৪০, আর. এস. প্লট নং ৪০২, এল. আর. প্লট নং ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৭৬ এবং আয়তন প্রায় ৯৩৫ বর্গফুট। সম্পত্তিটির মালিক **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড।** গ. **মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB5005C**	ক. ১২,০০, ০০০.০০ টাকা খ. ১,২০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১২,০০০.০০ টাকা।	৩০.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি আটাশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
১৯.	**ক. শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য** **খ. সম্পত্তিঃ** দুটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যার একটি নিচতলার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং এর সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৫৫০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ১ টি শোবার ঘর, ১টি খোলা রান্নাঘর সহ বসার ঘর, ১টি সাধারণ স্নানঘর ও শৌচাগার, ১টি সংযুক্ত স্নানঘর এবং ১ টি বারান্দা অন্য ফ্ল্যাটটি নিচতলার উত্তর দিকে অবস্থিত এবং এর সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৭৪৬ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ২টি শোবার ঘর, ১টি খোলা রান্নাঘর, ১ টি খাবার ঘর সহ বসার ঘর, ১টি সাধারণ স্নানঘর ও শৌচাগার, ১টি সংযুক্ত স্নানঘর এবং ১টি বারান্দা। এই ফ্ল্যাট দুটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কেএমসি) প্রাঙ্গণ নং ১৭১, বিবেকানন্দ পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪ ঠিকানায় অবস্থিত জমিতে অবিভক্ত, অবিভাজিত এবং আনুপাতিক অংশ ও স্বার্থ সহ এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ও সাধারণ দায়বদ্ধতা সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য এবং শ্রী সজল ভট্টাচার্যের নামে কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ১৭১, বিবেকানন্দ পার্ক, ওয়ার্ড নং ১১১, মৌজা - কামদাহারি, পোস্ট অফিস - বাঁশদ্রোণী, থানা - বাঁশদ্রোণী (পূর্বে রিজেন্ট পার্ক), জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪ ঠিকানায় অবস্থিত। চৌহদ্দিঃ উত্তরেঃ দাগ নং ২০৩-এর অংশ বিশেষের সম্পত্তি, দক্ষিণেঃ দাগ নং ২০৩- এর অংশ বিশেষের সম্পত্তি, পূর্বেঃ দাগ নং ২০২-এর অংশ বিশেষের সম্পত্তি, পশ্চিমেঃ ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা। গ. শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য ও শ্রী সজল ভট্টাচার্য **ঘ. UBINKOLARB6665**	ক. ১২,০০, ০০০.০০ টাকা খ. ১,২০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা।	৪৫,১৮,১১১.৯৩ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার একশ এগারো টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র) ০৮.০১.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	**SA / 519 / 2018, at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
২০.	**ক. মেসার্স শ্রেষ্ঠ হ্যান্ডেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** ১. ১ কাঠা ১১ ছটাক ০৭ বর্গফুট পরিমাপের একটি জমি, যা কমবেশি ২২এ, কৈলাশ ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১২৩, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, দাগ নং ৯২৪, আর. এস. খতিয়ান নং ১৩০৩, জে. এল. নং ২৩, তৌজি নং ২৩৫, মৌজা - পূর্ব বারিশা, থানা - ঠাকুরপুকুর (পুরানো) বর্তমানে হরিদেবপুর, ডাকঘর - বারিশা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির মালিক শ্রী শেও কুমার কেজরিওয়াল**। সীমানা - উত্তরঃ সাধারণ পথ দ্বারা, দক্ষিণঃ শ্রীমতি হারানি দাসীর জমি দ্বারা, পূর্বঃ নলিন মন্ডল এবং অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমঃ নলিন মন্ডলের সম্পত্তি দ্বারা। সম্পত্তি - ২. ০৩ কাঠা পরিমাপের একটি জমি, যা কমবেশি ২২বি, কৈলাশ ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১২৩, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, দাগ নং ৯২৪, আর. এস. খতিয়ান নং ১৩০৩, জে. এল. নং ২৩, তৌজি নং ২৩৫, মৌজা - পূর্ব বারিশা, থানা - ঠাকুরপুকুর (পুরানো) বর্তমানে হরিদেবপুর, ডাকঘর - বারিশা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। সম্পত্তির মালিক শ্রী শেও কুমার কেজরিওয়াল। সীমানা - উত্তরঃ শ্রী শেও কুমার কেজরিওয়ালের জমি এবং শ্রী নলিন মন্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণঃ শ্রীমতি হারানি দাসীর জমি দ্বারা, পূর্বঃ এন. মন্ডল এবং অন্যদের জমি দ্বারা, পশ্চিমঃ নলিন মন্ডলের জমি দ্বারা। **গ.শেও কুমার কেজরিওয়াল** **ঘ. UBINKOLARB4952**	ক. ২৮,৫০, ০০০.০০ টাকা খ. ২,৮৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৮,৫০০.০০ টাকা।	৩৪,০০,৭০৩.৪০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ সাতশত তিন টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৯.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
২১.	**ক. মেসার্স গণেশ বোর্ড মিল** **খ. সম্পত্তি ঃ** লট নং ১. শ্রী প্রীতিশ দাসের নামে মৌজা - প্রসাদপুর, জে. এল. নং ২৪-এর অধীনে অবস্থিত প্রায় ৭৫ শতক পরিমাপের সমস্ত জমি, যা আর. এস. দাগ নং ১২ (এল. আর. দাগ নং ১৩-এর সমতুল্য) এবং আর. এস. খতিয়ান নং ৪৯৬ (এল. আর. খতিয়ান নং ৫৪৭-এর সমতুল্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। দলিলটি ডি.এস.আর - ১, হুগলি-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত এবং বহি নং ১, খণ্ড নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৩৪৯ থেকে ৩৫৮-তে নথিভুক্ত আছে, যার দলিল নং ২৪১৩, সাল ২০০৭, হস্তান্তর দলিল তারিখঃ ২৯.১২.২০০৬। (সারসাই সিকিউরিটি আইডি - ২০০০৮৩৮৬৫৬০৩ তারিখঃ ২৯-১০-২০১৮) লট নং ২ঃ প্রীতিশ দাসের নামে মৌজা - প্রসাদপুর, জে. এল. নং ২৪-এর অধীনে অবস্থিত প্রায় ১৬ শতক পরিমাপের সমস্ত জমি, যা আর. এস. দাগ নং ১২ (এল. আর. দাগ নং ১৩-এর সমতুল্য) এবং আর. এস. খতিয়ান নং ৪৯৬ (এল. আর. খতিয়ান নং ৫৪৭-এর সমতুল্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত দলিলটি ডি.এস.আর - ১, হুগলি-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত এবং বহি নং ১, খণ্ড নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৩৫৯ থেকে ৩৬৬-তে নথিভুক্ত আছে, যার দলিল নং ২৪১৪, সাল ২০০৭, হস্তান্তর দলিল তারিখঃ ২৯.১২.২০০৬। (সারসাই সিকিউরিটি আইডি-২০০০০৮৩৮৫৯৯৫ ০ তারিখ ২৯-১০-২০১৮) সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তরেঃ রাস্তা, পূর্বেঃ হীরামতি দেবী শ-এর জমি, দক্ষিণেঃ শ্রী প্রীতিশ দাসের জমি, পশ্চিমেঃ অন্যদের জমি গ. **শ্রী প্রীতিশ দাস** **ঘ. UBINKOLARB4581**	ক. ২,৪৭,৮৬,০০০.০০ টাকা খ. ২৪,৭৮,৬০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২,৪৭,৮৬০.০০ টাকা।	২,১২,৩৪,৩১২.৬০ টাকা (দুই কোটি বারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশ বারো টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) ১০ ।০১।২০২০ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 114 / 2020, at DRT - 1, Kolkata** শারীরিক দখল
২২.	**ক. মেসার্স কালিনগর সার্ভিস সেন্টার** **খ. সম্পত্তি ঃ** জমি, ভবন এবং কাঠামোর সম্পূর্ণ অংশ, জমির মোট আয়তন ৮০ ডেসিমেল, বাণিজ্যিক পেট্রোল পাম্প, গ্রামন্ডমৌজা - কালিনগর (সেনের চাক), পো.- কাকদ্বীপ কালিনগর, থানা -ন্ডকাকদ্বীপ, লট - ৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭, মৌজান্ডকালিনগর, জে. এল. নং ১০, তৌজি নং ২৬৫২, খতিয়ান নং সাবেক - ২৭৯, হাল ৩৮৩,ন্ডএল. আর. খতিয়ান নং ২২৪০, ২২৪১, ২২৪২, দাগ নং ৩০৫, ৩০৫৩৭৯, এল. আর. দাগ নং ৪৫০, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), যা শ্রী বুদ্ধদেব সামন্ত, শ্রী গৌতম সামন্ত এবং শ্রীমতি অঞ্জলি সামন্তের মালিকানাধীন এবং যার চতুঃসীমা নিম্নরূপ - উত্তরেঃ আবু আলী শেখের ধানি জমি, বাগান ও পুকুর দ্বারা, দক্ষিণেঃ৩.৪ মিটার চওড়া গ্রাম্য রাস্তা দ্বারা, পূর্বেঃ সামাদ আলীর ধানি জমি দ্বারা, পশ্চিমেঃ পি.ডব্লিউ.ডি রাস্তা (লট ৮) দ্বারা। **গ. বুদ্ধদেব সামন্ত, শ্রী গৌতম সামন্ত এবং শ্রীমতি অঞ্জলি সামন্ত** **ঘ. UBINKOLARB7455**	ক. ৯০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৯,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৯০,০০০.০০ টাকা।	৬৬,৪২,৬৪০.৮৬ টাকা (ছেষট্টি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত চল্লিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) ৩০.০৯.২০১১ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
২৩.	**ক. মেসার্স টি. সোনা অ্যান্ড কোং** **খ. সম্পত্তিঃ** চাকমানিক মৌজা, জে. এল. নং ৫৮, রে সা ৬১, আর. এস. খতিয়ান নং ৮৪, এল. আর. খতিয়ান নং ৯৭৫, এল. আর. দাগ নং ৮৫৫, থানা - নোদাখালি, চাকমানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, ২২ শতক পরিমাপের (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) একটি জমি এবং তার উপর নির্মিত দোতলা ভবনসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তি, যার চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তরঃ অমর মল্লিকের সম্পত্তি, দক্ষিণঃ রামকৃষ্ণ পাঠ মন্দিরের সম্পত্তি, পূর্বঃ গ্রামের রাস্তা, পশ্চিমঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জমি **গ. স্বপ্না বিশ্বাস** **ঘ. UBINKOLARB0366**	ক. ৩৫,১০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৫১,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৫,১০০.০০ টাকা।	২৫,৪৮,৮৭৭.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশ সাতাত্তর টাকা মাত্র) ১৩ ।০৬।২০১৭ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
২৪.	**ক. শ্রী আনন্দ কুমার গুপ্ত** **খ. সম্পত্তিঃ** শ্রী আনন্দ কুমার গুপ্তের মালিকানাধীন, শ্যাম টাওয়ার, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৫বি ও ৫সি, এস. পি. মুখার্জি রোড, মহিশিলা কলোনি, থানা - আসানসোল দক্ষিণ, ডাকঘর - আসানসোল, বর্ধমান জেলা - ৭১৩৩০৩ ঠিকানায় অবস্থিত আনুমানিক ২০২২ বর্গফুট আয়তনের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সীমানা নিম্নরূপ- পূর্ব - ৩০ ফুট চওড়া প্রধান রাস্তা, পশ্চিম - শ্রীমতি রেণু বসাকের বাড়ি, উত্তর - শ্রীমতি রীতা ব্যানার্জীর বাড়ি, দক্ষিণ - ডঃ প্রবীর সেনগুপ্তের বাড়ি **গ. শ্রী আনন্দ কুমার গুপ্ত** **ঘ. UBINKOLARB4903**	ক. ৩৪,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৪০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৪,০০০.০০ টাকা।	৬৩,০৯,১৯৬.৫০ টাকা (ছেষট্টি লক্ষ নয় হাজার একশত ছিয়ানব্বই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ, আদেশ অনুযায়ী, তারিখঃ ২২.০৭.২০২২ ওএ নং ৫৬ /২০১৯, ডিআরটি - ১,কলকাতা	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
২৫.	**ক. পূর্ণা ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড** পরিচালক / জামিনদারগণ - (i) মধুসূদন বালাসারিয়া (ii) নাতাশা বালাসারিয়া (iii) আদিত্য বালাসারিয়া **খ. সম্পত্তি** শ্রী নিবাস নামে পরিচিত বহুতল ভবনের নিচতলার এ ও বি কক্ষ নম্বর, যার ঠিকানা ২৪ ও ২৫, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রোড (ডবসন রোড), আনুমানিক ৬১৬.৪৬৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ, থানা- গোলাবাড়ি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তিটির মালিক শ্রী মধুসূদন বালাসারিয়া, পিতাঃপ্রয়াত বি এল বালাসারিয়া। সম্পত্তির সীমানাঃ উত্তর - ভজনলাল লোহিয়া লেন, হাওড়া, দক্ষিণ - বার্নট সল্ট গোলা লেন, হাওড়া, পূর্ব - ২ /১ নম্বর প্রাঙ্গণ, ভজনলাল লোহিয়া লেন, হাওড়া, পশ্চিম - মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রোড **গ. শ্রী মধুসূদন বালাসারিয়া** **ঘ. UBINKOLARB1115A**	ক. ২৯,১৬,০০০.০০ টাকা খ. ২,৯১,৬০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৯,১৬০.০০ টাকা।	১৮,২৫,০৩,৬১০.৮০ টাকা (আঠারো কোটি পঁচিশ লক্ষ তিন হাজার ছয়শত দশ টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র) ২৫.০৯.২০১৭ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, আদায়যোগ্য খরচ এবং যদি থাকে, তবে আদায়ের সমন্বয়।	**SA / 662 / 2023, at DRT - 3 Kolkata** শারীরিক দখল

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

পূর্ববর্তী পাতার পর....

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা, কলকাতা

১৪ /১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কার্যস্থলঃ যমুনা ভবন, প্রথম তলা,
৫৫ / ৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
ইমেল - UBIN0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইনের অধীনে)

লট নং	ক. ঋণগ্রহীতার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. মালিকের নাম / নামসমূহ ঘ. সম্পত্তি আইডি (যদি সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই ব্যাংকনেট পোর্টালে আপলোড করা থাকে)	ক. সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) খ. জামানতের অর্থ (টাকায়)	বিডের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ	প্রদেয় ঋণ	ব্যাঙ্ক / সার্ভিস এজেন্টের কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতা / কোনো মামলা বিচারাধীন থাকলে তা উল্লেখ করুন দখল প্রতীকী / শারীরিক
২৬.	**ক. মেসার্স অমিতরাজ ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** ইটের তৈরি আংশিক তিনতলা এবং আংশিক একতলা বাড়ি সহ সম্পূর্ণ জমি, যা উক্ত জমির একটি অংশের উপর নির্মিত এবং যার আনুমানিক ক্ষেত্রফল ১ কাঠা এবং ১০ ছটাক, এবং যা ৪৬৯৩ /১৯৯৭ নং দলিল, তারিখ ০২.০৬.১৯৯৭ (জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস-১, কলকাতা-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত) ১-৩২৪৪, তারিখ ২৬.০৩.২০০১ এবং ১-৩২৪৫, তারিখ ২৬.০৩.২০০১ (অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস - ১-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত) দ্বারা আচ্ছাদিত। সম্পত্তিটি ৪০বি, হাজরা রোড, থানা - বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ ঠিকানায় অবস্থিত। সম্পত্তিটি প্রয়াত শ্রী সুদর্শন কুমার কেজরিওয়ালের নামে রয়েছে। সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্ব - ৪১ /১এ, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ দ্বারা, পশ্চিম - ৪০এ, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৯-এ যাওয়ার চার ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, উত্তর - শ্রীমতি রোমা রায় চৌধুরী এবং সৌমিত্র রায় চৌধুরীর মালিকানাধীন ৪০/এ, হাজরা রোড, কলকাতা দ্বারা, দক্ষিণ - হাজরা রোড দ্বারা। **গ. শ্রী সুদর্শন কুমার কেজরিওয়াল** ঘ. **UBINKOLARB4581A**	ক. টাকা ৮৩,০০,০০০.০০ খ. টাকা ৮,৩০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৮৩,০০০.০০ টাকা।	২৬,০৭,৮৩৬.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সাত হাজার আটশ ছত্রিশ টাকা মাত্র) ২০।০৭।২০১৬ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 206 /2018 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
২৭.	**ক. শ্রী রামানন্দন সিং** **খ. সম্পত্তিঃ** প্রথম তলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রায় ১১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার একটি ফ্ল্যাট, সাথে নিচতলায় প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা, যা প্রায় ৪ কাঠা পরিমাপের একটি জমির প্লটের উপর নির্মিত, উক্ত জমিটি মৌজা সিরিটি, জে.এল. নং ১১, আর.এস. নং-১৮৩, তৌজি নং-৩, সি.এস. খতিয়ান নং-৮৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৭০৮, সি.এস. দাগ নং ৩০৪/ ৫৩৪, আর.এস. দাগ নং ৩০৪ /১০০৪-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি কলকাতা ৭০০০৪১, থানা- বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৬, কলকাতা পৌরসংস্থার স্থানীয় সীমার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এর ১৪ নম্বর আর্য পল্লী ঠিকানায় অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী রামানন্দন সিং- এর নামে রয়েছে। চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তরে মৃত উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের জমি, দক্ষিণে ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা, পূর্বে- শ্রী প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের জমি ও কাঠামো, পশ্চিমে শ্রী অনিল ভূষণ ও অন্যদের কাঠামো। **গ. রামানন্দন সিং** ঘ. **UBINKOLARB4500**	ক. টাকা ২৮,৮০,০০০.০০ খ. টাকা ২,৮৮,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৮,৮০০.০০ টাকা।	২৭,৮৬,৪৮৪.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত চুরাশি টাকা মাত্র) ২৮ ।০৬।২০১৯ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ,স্তখরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
২৮.	**ক. মেসার্স নরেশ রিটেইল মার্ট এলএলপি** **খ. সম্পত্তিঃ** বাঁকরা মৌজায় অবস্থিত, জে. এল. নং ৫৫, রাজস্ব জরিপ নং ১৯৫৪, আর. এস. দাগ নং ৯৯৪ এবং এল. আর. খতিয়ান নং ৪১৬৫-এর অন্তর্ভুক্ত, একটি ভবনের প্রথম তলায় (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) লিফট সুবিধাসহ ১৫৬০ বর্গফুট (কমবেশি) আয়তনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিংযুক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ অংশ, যা **নরেশ আগরওয়ালের মালিকানাধীন (দলিল নং ০৫০১০২০৯১, তারিখ ২০.০৩.২০১৭)**। সম্পত্তিটি বাঁকরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ বাঁকরা, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪০৩-এর অধীনে অবস্থিত এবং এর সাথে সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার অন্তর্ভুক্ত। চৌহদ্দি - উত্তরে- সিঁড়ি ও লিফট, দক্ষিণে- খোলা আকাশ, পূবে- খোলা আকাশ, পশ্চিমে- খোলা আকাশ। **গ. নরেশ আগরওয়াল** ঘ. **UBINKOLARB4781B**	ক. টাকা ২০,০৫,০০০.০০ খ. টাকা ২,০০,৫০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২০,০৫০.০০ টাকা।	৩০ ।১১।২০১৮ তারিখ অনুযায়ী ৫,৬০,৯২,৭১০.৬৫ টাকা (পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশ দশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
২৯.	**ক. মেসার্স কে. টি. এল. সিডস ফার্ম প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি** - প্রায় .১১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি, যা কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে, এল. আর. প্লট নং ১৪২, ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ২১৯, ২১৫৯, ২১৭, ১৮, ২১২, ৬০৩১১০৬, জে. এল. নং ১৩৬-এর অন্তর্ভুক্ত, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দাপুর-এর অধীনে অবস্থিত, যার আয়তন ১১০ ডেসিমেল এবং যা গুদাম হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, **মালিকানা মেসার্স কে. টি. এল. সিডস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর, চৌহদ্দি - উত্তরেঃ সামন্তের জমি, দক্ষিণেঃ রামগোপাল প্রামাণিকের জমি, পূর্বেঃ মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জার জমি, পশ্চিমেঃ রাস্তা **গ. মেসার্স কে. টি. এল. সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** ঘ. **UBINKOLARB7117**	ক. টাকা ২,৫৬,৫০,০০০.০০ খ. টাকা ২৫,৬৫,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২,৫৬,৫০০.০০ টাকা।	৪,৬০,৩৪,২৮০.৮৯ টাকা (চার কোটি ষাট লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুই শত আশি টাকা এবং উননব্বই পয়সা মাত্র) ৩০.১১.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩০.	**ক. মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি**-১. প্রায় .৯৫ শতক পরিমাপের সম্পূর্ণ জমি, যা কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে, এলআর প্লট নং ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং ২১২৯, ২১৩২, ২১৩৭, ২১৩৪, ২১৩৮ ১৮, ২১২, ৬০৩ /১১০৬, জে. এল. নং ১৩৬-এর অন্তর্ভুক্ত, যা গোবিঃদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দাপুরে অবস্থিত এবং গুদাম হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। সীমানা- উত্তরে গোবিন্দ বরালের জমি, দক্ষিণে - দত্ত ও অন্যান্যদের জমি, পূর্বে মোদকের জমি, পশ্চিমে ১৫ ফুটের রাস্তা। **গ. মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** ঘ. **UBINKOLARB 7616D**	ক. টাকা ১,৬৬,৫০,০০০.০০ খ. টাকা ১৬,৬৫,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১,৬৬,৫০০.০০ টাকা।	০৬ ।১০।২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৫,২৭,৫৬,০৯৩.৪১ টাকা (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তেতাল্লিশ টাকা একচল্লিশ পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩১.	**ক. মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি** ২- গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জে.এল. নং ১৩৬, এল.আর. প্লট নং ১৪৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং ২১২৯-এ অবস্থিত তপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে একটি দোতলা ভবনের ইএম (ইক্যুইটেবল মর্টগেজ), যার আয়তন ১১ ডেসিমেল এবং শ্রেণি বাস্তু, যা স্ব-অধিকৃত। সীমানা- উত্তরেঃ শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণে পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্বে পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে পঞ্চানন চৌধুরী। **গ. তপস চৌধুরী ও অপূর্ব চৌধুরী** ঘ. **UBINKOLARB 7616A**	ক. টাকা ২৪,৩০,০০০.০০ খ. টাকা ২,৪৩,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৪,৩০০.০০ টাকা।	৫,২৭,৫৬,০৯৩.৪১ টাকা (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিরানব্বই টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৬.১০.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩২.	**ক. মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি** ৪- গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এল. আর. প্লট নং ১৭২৬, এল. আর. খতিয়ান নং ১৩২, ২১২৯, জে. এল. নং ১৩৬, আর. এস. খতিয়ান নং ৯৫৭-এ তপস চৌধুরীর নামে অবস্থিত একতলা আবাসিক ভবনের ইএম (ইক্যুইটেবল মর্টগেজ), যার আয়তন ৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- বাস্তু, স্ব-অধিকৃত। সীমানা - উত্তর- তপন চৌধুরী, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিম- অজিত কুমার চৌধুরী। **গ. তপস চৌধুরী** ঘ. **UBINKOLARB 7616B**	ক. টাকা ১১,৪৭,৫০০.০০ খ. টাকা ১,১৪,৭৫০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১১,৪৭৫.০০ টাকা।	৫,২৭,৫৬,০৯৩.৪১ টাকা (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিরানব্বই টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৬.১০.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩৩.	**ক. মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি** ৪- গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এল. আর. প্লট নং ১৭২৬, এল. আর. খতিয়ান নং ১৩২, ২১২৯, জে. এল. নং ১৩৬, আর. এস. খতিয়ান নং ৯৫৭-এ তপস চৌধুরীর নামে অবস্থিত একতলা আবাসিক ভবনের ইএম (ইক্যুইটেবল মর্টগেজ), যার আয়তন ৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- বাস্তু, স্ব-অধিকৃত। সীমানা - উত্তর- তপন চৌধুরী, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিম- অজিত কুমার চৌধুরী। **গ. তপস চৌধুরী** ঘ. **UBINKOLARB 7616C**	ক. টাকা ১৭,৫৫,০০০.০০ খ. টাকা ১,৭৫,৫০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১৭,৫৫০.০০ টাকা।	৫,২৭,৫৬,০৯৩.৪১ টাকা (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিরানব্বই টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৬.১০.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩৪.	**ক. মেসার্স সুদর্শন সিড প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** বোরহাট, বক্সিরাম মারোয়াড়ি লেন, মৌজা - বর্ধমান, জে. এল. নং ৩০, এল. আর. প্লট নং ৩২২৬ ও ৩২২৯, এল. আর. খতিয়ান নং ৮০০৯, ৮৭৫৩, ১১০৯১, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৮, পোঃ নিতুঙ্গঞ্জ, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান ঠিকানায় অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবনের ইএম সম্পত্তি। জমির পরিমাণ ১৯ ডেসিমেল। **সীমানা**- উত্তর- শ্রী প্রদীপ শর্মার বাড়ি, দক্ষিণঃ শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়ালের সাধারণ দেয়ালযুক্ত ভবন, পূর্বঃ ১২' ও ৪' চওড়া রাস্তা, পশ্চিমঃ শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়ালের সাধারণ দেয়ালযুক্ত ভবন ও অন্যান্য জমি। **গ. শ্রী রাধে শ্যাম খান্ডেলওয়াল** ঘ. **UBINKOLARB 4787**	ক. টাকা ১,৮০,৫০,০০০.০০ খ. টাকা ১৮,০৫.০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১,৮০.৫০০.০০ টাকা।	২২ ।০৩।২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৭,২৭,৭৩,৩৫০.৬৩ টাকা (সাত কোটি সাতাশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশ পঞ্চাশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং ব্যয়সহ।	**SA / 355 /2024 at DRT - 2, Kolkata** শারীরিক দখল
৩৫.	**ক. মেসার্স লিব্রা সেলস কর্পোরেশন** **খ. সম্পত্তিঃ** ৮৪, ৬৯১২, সত্যেন রায় রোড, মৌজা - সাহাপুর, জে. এল. নং ১৭৯, তৌজি নং ৯৩ ও ১০১, খতিয়ান নং ৫০০, দাগ নং ৭৮০, পোস্ট অফিস ও থানা বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০৩৩৪ ঠিকানায় অবস্থিত সমস্ত জমি এবং দোতলা ভবন। **(২৭ ।০৬।২০১২ তারিখের ৬৪৭৭/১২ দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির বিবরণ)। সীমানা**- উত্তরে- অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা, পূর্বে- ৬৯ /১২ /১ সত্যেন রায় রোড দ্বারা, পশ্চিমেঃ ৬৯/ ১১/ ১ সত্যেন রায় রোড দ্বারা। **গ. শ্রী বিশ্বরূপ ব্যানার্জি, আইনসম্মত উত্তরাধিকারী - মেসার্স লিব্রা সেলস কর্পোরেশন, পিতাঃ প্রয়াত অমরনাথ ব্যানার্জি** ঘ. **UBINKOLARB4819**	ক. টাকা ৭২,৬০,০০০.০০ খ. টাকা ৭,২৬.০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৭২,৬০০.০০ টাকা।	৯৯,০৩,০১০.৪৮ টাকা (নিরানব্বই লক্ষ তিন হাজার দশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা মাত্র), যা ০৬.০৪.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় যুক্ত হবে।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩৬.	**ক. মেসার্স আদিত্য জুয়েলার্স স্বত্বাধিকারী** **খ. সম্পত্তি**- একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিংযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ অংশ, যা ব্লক ১-এর চতুর্থ তলার ফ্ল্যাট নং ৪সি, নাম- আঞ্জুনা, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১২৬৯ বর্গফুট, কমবেশি হতে পারে, এবং এতে তিনটি শোবার ঘর, একটি বসার ঘর ও খাবার ঘর, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচাগার ও একটি বারান্দা রয়েছে, যা উক্ত চিনার হাইটস নামক ভবন কমপ্লেক্সে অবস্থিত। এছাড়াও উক্ত ফ্ল্যাটের সাথে সংযুক্ত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, সাধারণ এলাকা, সাধারণ সুবিধা এবং সাধারণ পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত, যা ৪৩ (তেতাল্লিশ) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক এবং ১০ (দশ) বর্গফুট জমির একত্রিত প্লটের অংশে অবস্থিত, যা কমবেশি হতে পারে, এবং যা মৌজা - কাইখালি, জে. এল. নং ৫, রে সা নং ১১৫, তৌজি নং ১৭২, পরগনা কলিকাতা, ডাকঘর এয়ারপোর্ট, থানা - এয়ারপোর্ট-এ অবস্থিত এবং আর. এস. / এল. এর অন্তর্ভুক্ত। এল. আর. দাগ নং ৬১৮, ৬১৯ এবং ৬৩৩, এল. আর. খতিয়ান নং ১০৩, ৫৭৬ /৩, ১৩৯৯, ১৩৯৮, ১৪০০, ১৪০১,১৪০২ এবং ১৪৬৯ এর অধীনে, A. D. S. R. O. বিধাননগর, প্রাক্তন পৌরসভার সীমানা, গোয়ালেপুর, লতারহাট শহরের মধ্যে। ২৭ নং ওয়ার্ডে হোল্ডিং নং AS/441/09-10, AS/237/09-10 এবং AS/238/09-10 ওয়ার্ড নং ১০, বর্তমানে ৬ নং ওয়ার্ডে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে, প্রাঙ্গণ নং ৪৬ /৩, কোলকাতা ৪৬ /৩, চিনা পার্ক, উত্তর কোলকাতা ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, শ্রী অনুপ উত্তাসিনীর নামে, S/o. প্রবোধ উত্তাসিনী। জমির সমন্বিত প্লটটি নিম্নোক্তভাবে বাটযুক্ত এবং সীমাবদ্ধ রয়েছে উত্তর দ্বারা আর.এস. দাগ নং ৬২০, দক্ষিণঃ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা চিনার পার্ক (কাইখালী) এবং আরএস দাগ নং ৬৩৪ (চিনার হাইটস, দ্বিতীয় পর্যায়), পূর্বঃ দাগ নং ৬ এবং পশ্চিম দ্বারা ৬৩৭ (আরএস) ৬১৭ এবং ৬০৮। **গ. শ্রী অনুপ উত্তাসিনী** ঘ. **UBINKOLARB2510**	ক. টাকা ৫৭,৬০,০০০.০০ খ. টাকা ৫,৭৬.০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৫৭,৬০০.০০ টাকা।	১,৫৩,১৮,৭১৯.৪৪ টাকা (এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ উনিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৪.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (হিসাবের স্থিতি এবং অনাদায়ী সুদ সহ) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৩৭.	**ক. মেসার্স চিত্তরঞ্জন মাল্টিপারপাস হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি**- বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার অন্তর্গত খাতড়া মহকুমার সারেঙ্গা মৌজার, জে. এল. নং ২২৩, খতিয়ান নং ২৮৯০, এল. আর. প্লট নং ১১২৬-এ অবস্থিত ০৭ ডেসিমেল বাস্তু জমি, যা ০৫.০৫.২০১৩ তারিখের ১-১৪৫৯ /২০১৩ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী শ্রী কার্তিক ঘোষের নামে নথিভুক্ত। সীমানা- উত্তরে কমলাকান্ত কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের খালি জমি, দক্ষিণে সারেঙ্গা-ব্রহ্মাণ্ডিহা সড়কের সাথে সংযোগকারী ব্যক্তিগত রাস্তা, পূর্বে কমলাকান্ত কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড, পশ্চিমে শ্রী কার্তিক ঘোষের প্লট নং ১১২৭, ১১২৯, ১১৩০, ১১২৮, ১০৭৮-এর খালি জমি। গ. শ্রী কার্তিক ঘোষ ঘ. **UBINKOLARB3905A**	ক. টাকা ৮,৫০,০০০.০০ খ. টাকা ৮৫,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৮,৫০০.০০ টাকা।	৩১.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী ১২,০৫,৮১,৪২৩.৭৪ টাকা (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার চারশো তেইশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 260 /2021 at DRT - 2, Kolkata** শারীরিক দখল
৩৮.	**ক. মেসার্স চিত্তরঞ্জন মাল্টিপারপাস হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার অন্তর্গত খাতড়া মহকুমার সারেঙ্গা মৌজার, জে. এল. নং ২২৩, খতিয়ান নং ২৮৬৩, এল. আর. প্লট নং ১১১৮-এ অবস্থিত ০.০৯ ডেসিমেল বাস্তু জমি, যা ১৫.০৭.২০১৫ তারিখের ২১০৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী **শ্রী কমলাকান্ত সিংহর** নামে নথিভুক্ত। সীমানাঃ উত্তরে - কমলাকান্ত কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড, দক্ষিণে - সারেঙ্গা ব্রহ্মাণ্ডিহা সড়কের সংযোগকারী ব্যক্তিগত রাস্তা, পূর্বে - শ্রী গণেশ চন্দ্রঘোষের খালি জমি, পশ্চিমে - মালিকের খালি জমি। গ. শ্রী কমলাকান্ত সিংহ ঘ. **UBINKOLARB3905B**	ক. টাকা ৩২,০০,০০০.০০ খ. টাকা ৩,২০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩২,০০০.০০ টাকা।	৩১.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী ১২,০৫,৮১,৪২৩.৭৪ টাকা (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার চারশো তেইশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 260 /2021 at DRT - 2, Kolkata** শারীরিক দখল
৩৯.	**ক. মেসার্স চিত্তরঞ্জন মাল্টিপারপাস হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার অন্তর্গত খাতড়া মহকুমার সারেঙ্গা মৌজার, জে. এল. নং ২২৩, খতিয়ান নং ২৮৬৮, এল. আর. প্লট নং ১০৯৫-এ অবস্থিত ১৮ ডেসিমেল বাস্তু জমি, যা ১৫.০৭.২০১৫ তারিখের ২০৯৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী **শ্রী শিব শঙ্কর সিংহর** নামে রয়েছে। সীমানাঃ উত্তরে- গোপাল সেনের খালি জমি, দক্ষিণে- কমলাকান্ত কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের রাস্তা, পূর্বে- পঞ্চায়েত রাস্তা ও খাল, পশ্চিমে- কমলাকান্ত কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড। গ. শ্রী শিব শঙ্কর সিংহ ঘ. **UBINKOLARB3905C**	ক. টাকা ২৪,০০,০০০.০০ খ. টাকা ২,৪০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২৪,০০০.০০ টাকা।	৩১.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী ১২,০৫,৮১,৪২৩.৭৪ টাকা (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার চারশো তেইশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	**SA / 260 /2021 at DRT - 2, Kolkata** শারীরিক দখল
৪০.	**ক. গাজী স্টোর / মিঃ জাহাঙ্গীর গাজী** **খ. সম্পত্তিঃ** মৌজা - আমগাছিয়া, জে. এল. নং ৯৩, তৌজি নং ৮৫, ৮৭ ও ৯৪, আর. এস. নং ৩২৬, খতিয়ান নং ২০১-এর অধীন দাগ নং ১২৬৬-এর অন্তর্গত প্রায় ০৬ কাঠা ০০ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত দোতলা ভবন, যার কার্পেট এলাকা প্রায় ১৬৩৩.১৩ বর্গফুট। সম্পত্তিটি বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, যা ১৭.০৪.১৯৯৬ তারিখের দলিল নং I-1167/1996 অনুযায়ী প্রাপ্ত। সম্পত্তিটি CERSAI-এর সাথে ২৯.০৩.২০১৭ তারিখে সিকিউরিটি আইডি নং ৪০০০০১৫২১২২৫৭৩-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত এবং ২৬.০৪.২০১৭ তারিখে সংশোধিত হয়েছে। উত্তর- জামাল ও কমলের জমি, দাগ নং ১২৬৬, দক্ষিণ- দাগ নং ১২৬৬-এর অংশ ও ৩ ফুট সাধারণ রাস্তা, পূর্ব- পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিম- আনসার খানের জমি। গ. মিঃ জাহাঙ্গীর গাজী ঘ. **UBINKOLARB8340**	ক. টাকা ৫২,০০,০০০.০০ খ. টাকা ৫,২০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৫২,০০০.০০ টাকা।	৩০.০৯.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী ২৪,১১,৯৫০.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ এগারো হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	**SA / 60 /2022 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
৪১.	**ক. মেসার্স মৈত্রী এন্টারপ্রাইজ** **খ. সম্পত্তিঃ** গ্রাম - কোরাঁ উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ২, নজরুল সংঘ ক্লাবের নিকট, হোল্ডিং নং ১৭২ /এ-তে অবস্থিত জমি ও তার উপর নির্মিত (অসম্পূর্ণ) ভবন। মোট এলাকা - ৪২৪৯ বর্গফুট। আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং - ৮০৩, আর.এস. খতিয়ান নং - ৩২৫, মৌজা - কোরাঁ, **মালিক - চল্লাল শেখ**, থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, **মালিক - চল্লাল শেখ** **গ. মালিক - চল্লাল শেখ** ঘ. **UBINKOLAR B8495C**	ক. টাকা ৩২,০০,০০০.০০ খ. টাকা ৩,২০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩২,০০০.০০ টাকা।	১,১৪,৭১,৮৫৩.৬৩ (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার আটশো তিপ্পান্ন টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৪২.	**ক. মেসার্স মৈত্রী এন্টারপ্রাইজ** **খ. সম্পত্তিঃ** গ্রাম - কোরাঁ উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ২, নজরুল সংঘ ক্লাবের নিকট, হোল্ডিং নং ১০৮এ-তে অবস্থিত জমি ও তার উপর নির্মিত ভবন। মোট এলাকা - ১৪৪০ বর্গফুট। আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং - ৪৩০, আর.এস. খতিয়ান নং - ২৩৪, মৌজা - কোরাঁ, **মালিক - মাইদুল শেখ, সম্রাট শেখ, বুলবুল শেখ ও সাবুজা খাতুন**, থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। **গ. মাইদুল শেখ, সম্রাট শেখ, বুলবুল শেখ ও সাবুজা খাতুন** ঘ. **UBINKOLAR B8495D**	ক. টাকা ২২,৫০,০০০.০০ খ. টাকা ২,২৫,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২২,৫০০.০০ টাকা।	১,১৪,৭১,৮৫৩.৬৩ (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার আটশো তিপ্পান্ন টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১.০১.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয় সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৪৩.	**ক. মেসার্স রোহিণী ইনফ্রাবিল্ড ল্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড** **খ. সম্পত্তিঃ** মিসেস মনিকা সামন্ত (খামারুই)-এর মালিকানাধীন, কুইন্স পার্ক নামে পরিচিত জি+৪ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত শোরুম-এ। প্রাঙ্গণ নং ২৪১, এ.বি. ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং ২, বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, থানা - বজবজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ভবনের নাম - কুইন্স পার্ক রেসিডেন্সি। জি+৪ তলা ভবনসহ অবিভক্ত আনুপাতিক জমির অংশ এবং সকল কমন এরিয়া, সুযোগ-সুবিধা, ইনস্টলেশন ও ইউটিলিটি ব্যবহারের অধিকারসহ (ছাদের অধিকার ব্যতীত) সকল প্রকার ইজমেন্ট অধিকার সংযুক্ত। আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং - ১২২৫, ১২২৬, ১২২৮, ১২৩০ এল.আর. খতিয়ান নং - ১১৮৬, ৪৩৩৯ ও ২১৮৪ মৌজা - গড়ভুক্তা, নন্দনপুর, জে.এল. নং - ৮, পরগনা - বালিয়া। হোল্ডিং নং - ২৪১জিএ, এ.বি. ট্রাঙ্ক রোড। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া - প্রায় ২৯১৬ বর্গফুট। কভার্ড এরিয়া - ২৪৩০ বর্গফুট। চারদিকের সীমানা ঃ উত্তরে - সুতপ খামারুই-এর অ্যাপার্টমেন্ট দক্ষিণে - ৩০ ফুট প্রশস্ত এম.জি. রোড পূর্বে - ১০ ফুট প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রাস্তা পশ্চিমে - দাস পরিবারের জমি। **গ. মনিকা সামন্ত (খামারুই)** ঘ. **UBINKOLAR B9791A**	ক. টাকা ১,৩০,০০,০০০.০০ খ. টাকা ১৩,০০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১,৩০,০০০.০০ টাকা।	১,৯৫,৩৬,৯৮৯.১১ (এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শো উননব্বই টাকা এগারো পয়সা মাত্র) ১৫.১১.২০২০ তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৪৪.	ক. শ্রীমতি বসুধা সরাফ **খ. সম্পত্তি**- ১৮ নম্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ অংশ, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১১০৬ বর্গফুট, এবং নিচতলায় ১২৫৫ বর্গফুট আচ্ছাদিত পার্কিং স্থান সহ, যাতে তিনটি শোবার ঘর, বসার ও খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘর, দুটি স্নানঘর এবং বারাণ্দা রয়েছে, যা 'হেভেনস ভিলা' নামে পরিচিত উক্ত ভবনের প্রথম তলায় অবস্থিত। ভবনটি ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৩৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত, যা কমবেশি হতে পারে এবং এটি আর. এস. দাগ নং ৬২১ (অংশ) এবং এল. আর. দাগ নং ৬৫৪, আর. এস. খতিয়ান নং ১৪২৬, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৩২ /১ নতুন ২৫৭১, জে. এল. নং ৪৮, আর. এস. নং ১৩১, তৌজি নং ২৫৩, মৌজা-কুমরাখালি, ডাকঘর ও থানা- সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৭, এবং রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা, প্রাঙ্গণ/ হোল্ডিং নং ৩৮৯, উত্তর কুমরোখালি, এডিএসআর সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অন্তর্গত। এর সাথে নিচতলা সহ চারতলা ভবন এবং উক্ত প্রাঙ্গণ/ হোল্ডিং নম্বরের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত হস্তান্তরযোগ্য অংশ শ্রীমতি বসুধা সরাফ, স্বামী- শচীন সরাফ-এর নামে রয়েছে। চৌহদ্দি -উত্তর- ২০ ফুট চওড়া ঝিলপাড় রাস্তা, পূর্ব- দাগ নং ৬২১-এর জমির অংশ, পশ্চিম- আর. এস. দাগ নং ৬১৯, দক্ষিণঃ আর. এস. দাগ নং ৬১৯ গ. **শ্রীমতি বসুধা সরাফ** ঘ. **UBINKOLARB 5287**	**ক. ৩৭,০০,০০০.০০ টাকা** খ. ৩,৭০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৭,০০০.০০ টাকা।	০২.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৪৬,১৬,৩৩৪.৩৪ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ ষোলো হাজার তিনশত চৌত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৪৫.	ক. শ্রী দিব্যেন্দু রানা **খ. সম্পত্তি**- দিব্যেন্দু রানা ও চন্দ্র মল্লিকা রানার (সম্পত্তির মালিক) মালিকানাধীন আবাসিক জমি ও ভবন, তৃতীয় তলার ৭ ও ৮ নম্বর দুটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ, যার মোট আয়তন প্রায় ১৮৮৯.৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এরিয়া সহ), যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মহিষবাথান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমা / পরিধি / অধিক্ষেত্রের মধ্যে মৌজা-মহিষগোটা, জে. এল. নং ২০, আর. এস. নং ২০৪, তৌজি নং ১৭২, সি. এস. দাগ নং ৩৩৭, আর. এস. দাগ নং ৩৫৩, সি. এস. খতিয়ান নং ৭৭, আর. এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল. আর. খতিয়ান নং কে-২৯, ধলিপুর, থানা-রাজারহাট-এ অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তিটি কলকাতা-৭০০১০২-এ প্রায় .০২ কাঠা, ১২ ছটাক ও ১৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত ভবনের আনুপাতিক অংশ অর্থাৎ এর সাধারণ এলাকা ইত্যাদি সহ। চৌহদ্দি নিম্নরূপ- পূর্বঃ ৮ ফুট চওড়া ইটের সোলিং করা পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমঃ আর. এস. দাগ নং ৩৫৩(পি)-এর অধীনে অন্যের আর. টি. শেড আবাসিক কাঠামো দ্বারা, উত্তরঃ আর. এস. দাগ নং ৩৫৩(পি)-এর অধীনে অন্যের আর. টি. শেড আবাসিক কাঠামো দ্বারা এবং দক্ষিণঃ ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা। **গ. শ্রী দিব্যেন্দু রানা ও চন্দ্র মল্লিকা রানা** ঘ. **UBINKOLARB2244**	ক. টাকা ৩৯,২১,০০০.০০ খ. টাকা ৩,৯২,১০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৯,২১০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৩০,৭৮,৪৪৬.১৫ টাকা (ত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত ছেচল্লিশ টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	**SA / 661 /2023 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
৪৬.	ক. মেসার্স নিউ শ্রীমা ডেকোরেটরস **খ. সম্পত্তি**- গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত দোকান ঘর নং ৩, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৪০৩ বর্গফুট, এবং এর সাথে একটি গুদাম নং ১, যার আয়তন প্রায় ৮২৮ বর্গফুট, যা **শেফালি অ্যাপার্টমেন্ট** নামে পরিচিত জি+৩ তলা ভবনে অবস্থিত। এর সাথে রয়েছে ০৩ কাঠা ০২ ছটাক ০৩ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ও অবস্থিত সম্পত্তির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ ও স্বত্ব এবং সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলির আনুপাতিক অংশসহ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার। উক্ত জমিটি মৌজা - বেলঘরিয়া, জে. এল. নং ৩, তৌজি নং ১৭২, আর. এস. নং ১৭-এর অধীনে দাগ নং ১১৩১ ও ১১৩২-এ খতিয়ান নং ৭৩১১, ৭৪১ ও ৭৩৭-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি কামারহাটি পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ৬২০ এবং প্রাঙ্গণ নং ৯২, কে. সি. সি. মিত্র স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, থানা- বেলঘরিয়া, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫৬-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং এটি শ্রী সুশান্ত ব্যানার্জীর মালিকানাধীন। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- শ্রী দত্তের জমি, দক্ষিণে- শঙ্কর পালের জমি, পূর্বে- লতাবানু পালের জমি, পশ্চিমে- কেসিসি মিত্র স্ট্রিট (পৌর রাস্তা)। **গ. শ্রী সুশান্ত ব্যানার্জী** ঘ. **UBINKOLARB2244**	ক. টাকা ৩১,১৫,০০০.০০ খ. টাকা ৩,১১,৫০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ৩৯,২১০.০০ টাকা।	৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী আরও সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ ৬৫,৪১,৫৫৬.০৯ টাকা (পঁয়ষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র)।	**SA / 661 /2023 at DRT - 3, Kolkata** শারীরিক দখল
৪৭.	ক. শ্রীমতী কেয়া চক্রবর্তী **খ. সম্পত্তিঃ** মৌজা সাহারায় অবস্থিত একটি জি+ ২ আবাসিক ভবন রৌনক ভিলার দ্বিতীয় তলায় ৩এ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৫০.০০ বর্গফুট। মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৪৯, গ্রীন পার্ক, পো. মাইকেল নগর, থানা এয়ারপোর্ট, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা ৭০০১৩৩, যা কেয়া চক্রবর্তীর নামে নথিভুক্ত। চৌহদ্দিঃ উত্তরে - কৃষ্ণা হালদারের ফ্ল্যাট, দক্ষিণে - গ্রীন পার্ক রোড, পূর্বে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে - শ্রী এস. বর্মনের ফ্ল্যাট। গ. কেয়া চক্রবর্তী ঘ. **UBINKOLARB8241**	ক. টাকা ১৩,৬০,০০০.০০ খ. টাকা ১,৩৬,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১৩,৬০০.০০ টাকা।	৩৭,৪০,৭৪৪.৩৬ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়সহ।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৪৮.	ক. মেসার্স এস. আর. কে. বালাজি ট্রেডিং **খ. সম্পত্তিঃ** মিসেস মনিকা সামন্তের নামে ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ তলা (উত্তর পশ্চিম দিক) **কুইন্স পার্ক রেসিডেন্সি** ২৪ /১, বাড়গে বাড়গে (ক্ষেত্রফল ৯৯২ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ), জে. এল. নং ৮, এল. আর. দাগ নং ১২২৫, ১২২৬, ১২২৮, ১২৩০, এল. আর. খতিয়ান নং ১১৮৬, ৪৩৩৯ এবং ২১৮৪, এবং ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা - গর্ভভুক্ত নন্দনপুর, পোঃ ও থানা বাড়গে বাড়গে, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০১৩৭-এর ইক্যুইটেবল মর্টগেজ। গ. মিসেস মনিকা সামান্তা ঘ. **UBINKOLARB5975**	ক. টাকা ২০,২৫,০০০.০০ খ. টাকা ২,০২,৫০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ২০,২৫০.০০ টাকা।	০৩.০৯.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী ৪৩,৮৩,১৩৩.৬৬ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশত তেত্রিশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় প্রযোজ্য।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল
৪৯.	ক. মেসার্স ম্যানলোভা ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড **খ. সম্পত্তি** - সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ১. ফ্ল্যাট নং ১এ, প্রথম তলার উত্তর দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৭৭ বর্গফুট, ২. ফ্ল্যাট নং ১বি, প্রথম তলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৭৭ বর্গফুট, ৩. ফ্ল্যাট নং ৩এ, তৃতীয় তলার উত্তর দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৭৭ বর্গফুট, ৪. ফ্ল্যাট নং ৩বি, তৃতীয় তলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৭৭ বর্গফুট, ৫. ফ্ল্যাট নং ৩সি, তৃতীয় তলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৭৭ বর্গফুট, ৬. লট এ-তে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা যার পরিমাপ প্রায় ৭৭১ বর্গফুট, একটি বহুতল ভবন / অ্যাপার্টমেন্টে বাস্তু জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ, যা মৌজাঃসরশুনা, জে. এল. নং ১৭, তৌজি নং ৯৬, আর. এস. দাগ নং ১৭৮১, আর. এস. খতিয়ান নং ১৬৮০-তে অবস্থিত, কলকাতা পৌরসংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭-এর অধীনে, কেএমসি অ্যাসেসি নং ৪১১২৭০১০৬০৭২, কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ৪৭৫, বাগপোতা রোড, কলকাতা-৭০০৬১, থানা - বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, এ.ডি.এস.আর-বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেসার্স আলফালাহ কনস্ট্রাকশন কোম্পানির নামে, স্বত্বাধিকারী - মি মোঃ আসিফ মোহাম্মদ আসিফ, পিতাঃ মরহুম আশরাফুদ্দিন আহমেদ। চৌহদ্দিঃ উত্তর - বরুণ মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা দক্ষিণ - ১৯ ফুট চওড়া বাগপোতা রোড দ্বারা পূর্ব - আর. এস. দাগ নং ১৭৮১-এর জমি দ্বারা পশ্চিম - গৌতম মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা। **গ. মেসার্স আলফালাহ কনস্ট্রাকশন কোং, স্বত্বাধিকারী - মি. মো. আসিফ @মোহাম্মদ আসিফ, পিতা- মরহুম আশরাফুদ্দিন আহমেদ।** ঘ. **UBINKOLARB9883**	ক. টাকা ১,৩৩,০০,০০০.০০ খ. টাকা ১৩,৩০,০০০.০০	১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি এবং বিডের বর্ধিত পরিমাণ ১,৩৩,০০০.০০ টাকা।	১৫.০৭.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৩,৬০,৮০,২৭৯.৯৯ টাকা (তিন কোটি ষাট লক্ষ আশি হাজার দুইশত উনআশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয়।	ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয়। শারীরিক দখল

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য
সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ই-অকশন ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন,** অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in এবং এছাড়াও BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com দেখুন। একজন দরদাতা হিসাবে নিবন্ধন করতে এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com দেখুন। পোর্টালে ই-অকশনে অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধনের জন্য সকল দরদাতাকে বাধ্যতামূলকভাবে কেওয়াইসি নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে BAANKNET হেল্পডেস্কে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন এবং support.BAANKNET@psballiance.com-এ ইমেল করুন। অপারেশন / নিবন্ধনের অবস্থা https://baanknet.com। অর্থায়ন/ ইএমডি-এর অবস্থা https://baanknet.com। BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বর হলো '৮২৯১২২০২২০'।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর নিয়ম ৬(২) এবং ৮(৬)/ নিয়ম ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৬(২) এবং ৮(৬) / ৯(১) অনুযায়ী উক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা/ গণ এবং জামিনদার/ গণকে উপরোক্ত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

১. বিক্রয়টি 'যেমন আছে যেখানে আছে' এবং 'যেমন আছে যা আছে' ভিত্তিতে এবং যা কিছু আছে সেই ভিত্তিতে অনলাইনে পরিচালিত হবে।

২. ই-নিলামের বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী ওয়েবসাইটে উপলব্ধ (ক) https://www.unionbankofindia.co.inauctionpropertyview-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in (খ) https://baanknet.com। বিডাররা https://baanknet.com ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষামূলক ভিডিও সহ বিডারদের জন্য নির্দেশিকা উপলব্ধ রয়েছে। বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি যথেষ্ট আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবেঃধাপ ১. বিডারক্রেতা নিবন্ধনঃ বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২. কেওয়াইসি যাচাইকরণঃ বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি প্রাপ্তি এবং যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩ঃ বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তরঃ এনইএফটি ব্যবহার করে অনলাইন / অফলাইন তহবিল স্থানান্তর অথবা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে বিডারের ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ থাকতে হবে, যাতে পরবর্তী নিলামের জন্য ইএমডি পরিমাণ পূরণ করা যায়।
ধাপ ৪ঃ নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত BAANKNET পোর্টালে লগ ইন করুন।

৩. অনুমোদিত কর্মকর্তার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি(গুলি)র উপর কোনো পরিচিত দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তি(গুলি)র দায়বদ্ধতা, শিরোনাম এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি / অধিকার/ বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বলে গণ্য হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলো সম্পর্কে অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পর কোনো ধরনের দাবি গ্রহণ করা হবে না।

৪. অনলাইন ই-নিলামটি ২৮.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

৫. ইএমডি এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ বিড করার আগে নিলামের সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই ইএমডি জমা দিতে হবে এবং প্রপার্টি আইডির সাথে লিঙ্কম্যাপ করতে হবে। যেকোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে ইএমডি পরিমাণটি অগ্রিম জমা দেওয়া এবং প্রপার্টি আইডির সাথে লিঙ্ক / ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৬. পরিদর্শনের তারিখ - ২৭.০১.২০২৬ পর্যন্ত, বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

৭. বিড শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমেই জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিডের মূল্য তার ওয়ালেটে উপলব্ধ থাকবে। বিডারকে সেই সম্পত্তি(গুলি) নির্দিষ্ট করতে হবে না যার জন্য এই ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়া হচ্ছে।

৯. বিড জমা দেওয়ার আগে আগ্রহী বিডারদের সম্পত্তি পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব তাদেরই। ব্যাংকনেট ৩ দিনের মধ্যে এই ধরনের অর্থ ফেরত প্রক্রিয়া করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের উপর কোনো সুদ প্রযোজ্য হবে না। সফল বিডারকে সফল বিডের পরিমাণের (ক্রয়মূল্য) ২৫শতাংশ (যার মধ্যে রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি হিসাবে আপনার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে) অবিলম্বে অর্থাৎ নিলামের দিনেই বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, যখন নিলাম তার পক্ষে চূড়ান্ত হবে এবং সফল বিডের পরিমাণের (ক্রয়মূল্য) বাকি ৭৫ শতাংশ ই-নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে।

১১. আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪ -IA অনুযায়ী, যেখানে বিক্রয়মূল্য ৫০,০০,০০০ /- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বা তার বেশি, সেখানে বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর ১.০০ হারে টিডিএস প্রযোজ্য হবে। সফল বিডার/ ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে নিতে হবে এবং ফর্ম নং ১৬-বি-তে আয়কর বিভাগে জমা দিতে হবে, যেখানে বিক্রেতা হিসাবে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর AAACU0564G উল্লেখ থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেটের মূল রসিদ ব্যাংকে জমা দিতে হবে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)।

১২. সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতার সম্পত্তির / অর্থের উপর কোনো দাবি/ অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটিনিবন্ধন ফিনিলাম মূল্যের উপর টিডিএস/ অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং যেকোনো পক্ষের কাছে পাওনা বিধিবদ্ধ/ অবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করতে হবে।

১৪. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি নির্ধারিত বিক্রয় তারিখের ১৫ দিন আগে ই-নিলাম বিক্রয়ের সময়সূচী পরবর্তী কোনো তারিখে স্থগিত করা হয়, তবে তা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হবে। অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. অনুমোদিত কর্মকর্তা শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য/ নিলামের অর্থ জমা দেওয়ার পর এবং সমস্ত করচার্জ পরিশোধের প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করার পরেই সফল দরদাতার নামে বিক্রয় সনদ জারি করবেন এবং অন্য কোনো নামে এটি জারি করা হবে না।

১৬. হস্তান্তর, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি খরচ নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১৭. এই বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়মাবলী/ শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যজিজ্ঞাসা থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জানা যাবে।

১৮. যে সমস্ত দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তারা এর দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন।

বিশেষ নির্দেশাবলী সতর্কতা

নিজেদের স্বার্থেই দরদাতাদের শেষ মিনিট / সেকেন্ডে বিড করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে দরদাতার পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি/ ব্যর্থতার (ইন্টারনেট বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদি) জন্য ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে, দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবিকল্প, যেমন ব্যাক-আপ বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করে রাখেন, যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

তারিখঃ০৯.০১.২০২৬, স্থানঃ কলকাতা

অনুমোদিত কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/1995

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ জিতে নিলেন ডি ক্লার্ক!

১০ জানুয়ারি ঃ মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের প্রথম সংস্করণের স্লোগান ছিল ‘ ল্যাই। সেই সময় লক্ষ্য ছিল নারী ক্রিকেটারদের সামনে আনা, তাঁদের নাম-চেহারা পরিচিত করা। চার বছর পর ডব্লিউপিএলের চতুর্থ মরশুমে এসে ছবিটা বদলে গিয়েছে অনেকটাই। এখন আর আলাদা করে পরিচয় করাতে হয় না স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কৌর, শেফালি বর্মা কিংবা নাতালি সিভারদের। বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই তারকারাই এখন লিগের মুখ। দু’মাস আগেই যাঁরা একসঙ্গে দেশের হয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস

গড়েছেন, শুক্রবার থেকে তাঁরা প্রতিপক্ষ। আর সেই দুই বিশ্বজয়ীর প্রথম মুখোমুখি লড়াইতেই ডব্লিউপিএল পেল এক স্মরণীয় সূচনা। নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ডব্লিউপিএলের প্রথম ম্যাচেই দর্শকরা দেখলেন টানটান উত্তেজনা, পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচ এবং শেষ ওভারে নাটকীয় সমাপ্তি। ব্যাটে-বলে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে ম্যাচের নায়ক হয়ে উঠলেন প্রোটিয়া অলরাউন্ডার নাদিন ডি ক্লার্ক। তাঁর দুর্দান্ত অলরাউন্ড শো-তেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৩ উইকেটে হারিয়ে অভিযান শুরু করল স্মৃতি মন্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ম্যাচের আগে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ছিল জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের নাচ, হানির সিংয়ের র‍্যাপ-সব মিলিয়ে আলোর ঝলকানিতে ভরে উঠেছিল স্টেডিয়াম। সেই রঙিন আবহের মধ্যেই টস জিতে মুম্বইকে ব্যাট করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন আরসিবি অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। শুরুর দিকেই মুম্বইয়ের ব্যাটিংয়ে চাপ তৈরি করে আরসিবির বোলাররা। ইংল্যান্ডের লরেন বেলের প্রথম ওভার ছিল একেবারে মেডেন-যা ম্যাচের সুর বেঁধে দেয়। ওপেনার অ্যামেলিয়া কের দ্রুত ফিরলেন মাত্র ৪ রানে। তিন নম্বরে নামা নাতালি সিভার-ব্রান্টও ব্যর্থ, করেন মাত্র ৪ রান। একমাত্র কিছুটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন গুণালন কমলিনী, কিন্তু ৩২ রানে সেট হয়ে তিনিও। চাপের মুখে মুম্বই অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ইনিংস গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি, ২০-র বেশি রান তুলতে ব্যর্থ হন তিনি। তবে এই ছোট ইনিংসেই একটি বড় নজির গড়েন হরমনপ্রীত। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় শেফালি বর্মাকে টপকে শীর্ষে উঠে যান তিনি। তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৮৭১। এরপর কিউয়ি তারকা নিকোলা ক্যারি (৪০) এবং সজীবন সজনা (৪৫) মিলে মুম্বইকে সম্মানজনক ল্যাইয়ের জায়গায় পৌঁছে দেন। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ৮২ রানের জুটিতে ভর করেই মুম্বই ১৫৪ রানের ল্যাকু স্কোর তোলে। বেঙ্গালুরুর হয়ে বল হাতে দুরন্ত ছিলেন নাদিন ডি ক্লার্ক-২৬ রানে ৪ উইকেট। লরেন বেল এবং শ্রেয়াঙ্কা পাটিল পান একটি করে উইকেট। ১৫৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ঝোড়ো শুরু করে আরসিবির ওপেনাররা। স্মৃতি মন্ধানা আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১৩ বলে ১৮ রান করে প্রোটিয়া গতিতারকা শবনিম ইসমাইলকে তুলে মারতে গিয়ে পুনাম খেমনারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। গ্রেস হ্যারিসও দ্রুতগতিতে ১২ বলে ২৫ রান করলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। এরপরই ধস নামে আরসিবির ব্যাটিংয়ে। দয়ালন হেমলতা (৭), বাংলার রিচা ঘোষ (৬), রাধা যাদব (১)-একজনের পর একজন ব্যর্থ হন। এক সময় স্কোরবোর্ডে লেখা ৬৫৫। ম্যাচ তখন পুরোপুরি মুম্বইয়ের নিয়ন্ত্রণে। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিলেন নাদিন ডি ক্লার্ক। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন অরুন্ধতী রেড্ডি (২০)। দু’জন মিলে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরান বেঙ্গালুরু। তাঁদের জুটিতে আসে অত্যন্ত মূল্যবান ৫২ রান। অরুন্ধতী আউট হয়ে গেলে আবার চাপ বাড়ে আরসিবির উপর। শ্রেয়াঙ্কা পাটিলও (১) ডি ক্লার্ককে সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু একপ্রান্ত আগলে রেখে একাই লড়াই চালিয়ে যান ডি ক্লার্ক। দু’মাস আগেই এই মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে লড়াই করেছিলেন তিনি। সেদিন হরমনপ্রীতের হাতে ক্যাচ দিয়ে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। শুক্রবার সেই একই মাঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প লিখলেন তিনি। অপরাজিত ৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে হরমনপ্রীতের হাত থেকেই যেন ম্যাচ ছিনিয়ে নিলেন প্রোটিয়া তারকা। শেষ ওভারে দরকার ছিল ১৮ রান। বোলিংয়ে নাতালি সিভার-ব্রান্ট। কিন্তু ডি ক্লার্ক ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। ওভারে দু’টি ছক্কা ও দু’টি চার মেরে ২০ রান তুলে ম্যাচ শেষ করে দেন তিনি। প্রায় হেরে যাওয়া ম্যাচে নাটকীয় জয় তুলে নেয় আরসিবি। এই রুদ্ধশ্বাস জয়ের মধ্য দিয়েই ডব্লিউপিএল অভিযান শুরু করল স্মৃতি মন্ধানার দল। আর প্রথম ম্যাচেই প্রমাণ হল-এই লিগ শুধু তারকাদের নামের লড়াই নয়, বরং চরিত্র, সাহস আর শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার গল্প।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে আয়ারল্যান্ড

ডাবলিন, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) ঃ ২০ ওভারের বৈশ্বিক আসরের জন্য শুক্রবার ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে আইরিশরা। যেখানে অভিজ্ঞদেরই প্রাধান্য দিয়েছে তারা। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকা ১২ জনকে এবারও দলে রেখেছে আয়ারল্যান্ড। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আয়ারল্যান্ড। ‘বি গ্রুপে তাদের অন্য প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়ারল্যান্ড দল-পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), মার্ক অ্যাডায়ার, রস অ্যাডায়ার, বেন কালিজ, কার্টিস ক্যাম্পার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হামফ্রিজ, জশ লিটন, ব্যারি ম্যাককার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লর্কান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়াং।

মুস্তাফিজকে আইপিএলে ফেরানোর গুঞ্জন উড়িয়ে দিল বিসিসিআই ও বিসিবি!

১০ জানুয়ারি ঃ ভারত এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক এবার এক নতুন বিতর্কের শীর্ষে পৌঁছেছে। ওপার বাংলায় সম্প্রতি এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে প।ছিল যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)-এর চাপের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাদের প্রাক্তন তারকা মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে ফেরানোর প্রস্তাব দিয়েছে। তবে এসব গুঞ্জনকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর মুস্তাফিজুর রহমান দ্রুতই ক্রিকেট বিশ্বে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নেন। তাঁর কাটার বোলিংয়ের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এ তিনি অসাধারণ পারফর্ম করেন এবং দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে, এই বছর মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে এক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, যা ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কের মধ্যে নতুন সংকট সৃষ্টি করে। গত কিছু দিন ধরে ওপার বাংলার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিতে দাবি করা হচ্ছিল যে, ভারতীয় বোর্ড পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ বোর্ডের মাঝে উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য চাপের tactics’ হিসেবে মুস্তাফিজকে আইপিএলে ফেরানোর প্রস্তাব দিয়েছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে, বাংলাদেশ বিশ্বকাপ দল পাঠাতে রাজি না হলে, বিসিসিআই ফিজকে আইপিএলে ফেরাতে চায়, এবং বিপরীতে বাংলাদেশও ভারতকে তাদের বিশ্বকাপ দল পাঠাতে রাজি হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল স্পষ্ট ভাষায় এসব গুঞ্জনকে অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘ বিসিসিআইয়ের সঙ্গে মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএলে ফেরার বিষয়ে কোনো আলোচনা করিনি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।’’ এর ফলে, বাংলাদেশ বোর্ডের তরফ থেকে গুঞ্জনগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং তারা জানিয়ে দেয় যে, এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বুলবুল আরও বলেন, মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএলে ফেরার ব্যাপারে কোনো ধরনের আলোচনা বা প্রস্তাব বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আসেনি। এসব খবরের কোনো ভিত্তি নেই, এগুলো শুধুমাত্র গুজব। এদিকে, একই কথা জানিয়েছে বিসিসিআইও, তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, মুস্তাফিজের আইপিএলে ফেরানোর ব্যাপারে তাদের কোনো পরিকল্পনা বা আলোচনা নেই। এর ফলে, ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কের উত্তেজনাকে আরো উসকানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, মুস্তাফিজের পরবর্তী ক্রিকেট সফর কোথায় হবে? আইপিএলে না খেলতে পারার পর তিনি বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগ খেলে চলেছেন এবং বর্তমানে রংপুরের হয়ে খেলছেন। তবে, আইপিএল থেকে বাদ প।ার পর মুস্তাফিজ পাকিস্তান সুপার লিগ খেলার জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি শীঘ্রই পাকিস্তানে পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে চুক্তি করেছেন এবং পিএসএলের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকেও তার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুস্তাফিজকে পিএসএলে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং এই লিগে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এর মানে, যে কোনও সময়ে পিএসএল খেলে পাকিস্তানে তিনি নিজেকে নতুন করে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন। তবে, আইপিএলে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা তার নেই বলে মনে হচ্ছে। আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর বাংলাদেশে মুস্তাফিজের অনুগামীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে বিসিসিআই ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সমালোচনা করেন। একদিকে যেমন বাংলাদেশে মুস্তাফিজের প্রতি ভালোবাসা ছিল তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা অসাংবেদনশীল ও বৈষম্যমূলক বলে অভিযোগ করেছিলেন। বিপুল জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া এবং তার ফেরানো নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়া, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে নতুন অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

এআই-ভিত্তিক নয়া প্রযুক্তি

বিশ্বকাপের আগে ১,২৪৮ ফুটবলারকে ‘ডিজিটাল স্ক্যান’ করবে ফিফা!

১০ জানুয়ারি ঃ ফুটবল বিশ্বে প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন কিছু নয়। গোললাইন টেকনোলজি থেকে শুরু করে ভিএআর-খেলার ন্যায্যতা বজায় রাখতে একের পর এক আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে দর্শকরা। এবার বিশ্বকাপের আগে আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। আসন্ন বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া প্রতিটি ফুটবলারের জন্য তৈরি হতে চলেছে থ্রি-ডি ডিজিটাল প্রতিরূপ। অত্যাধুনিক এআই-ভিত্তিক এই প্রযুক্তির আওতায় ‘ করা হবে মোট ১,২৪৮ জন ফুটবলারকে। লক্ষ্য একটাই-অফসাইডের সিদ্ধান্তকে আরও নিখুঁত, আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলা। আগামী বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৪৮টি দল। প্রতিটি দলে ২৬ জন করে খেলোয়াড় থাকায় মোট ফুটবলারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১,২৪৮। ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই প্রত্যেক ফুটবলারের শরীরের নিখুঁত মাপ নিয়ে তৈরি করা হবে একটি করে থ্রি-ডি ডিজিটাল অবতার বা প্রতিরূপ। এই ডিজিটাল মডেলগুলিই কাজে লাগবে আধা স্বয়ংক্রিয় অফসাইড প্রযুক্তিতে। ফলে খেলোয়াড়ের শরীরের প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি অঙ্গের অবস্থান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধরা সম্ভব হবে। কিন্তু হঠাৎ করে কেন এই উদ্যোগ? ফিফার বক্তব্য, গত কয়েক বছরে অফসাইড সংক্রান্ত বিতর্ক বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। ভিএআর থাকা সত্ত্বেও মিলিমিটারের ব্যবধানে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেক সময় শরীরের কোন অংশ অফসাইড লাইনের বাইরে, আর কোনটা ভেতরে-তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধানেই আরও উন্নত প্রযুক্তির শরণাপন্ন হচ্ছে ফিফা। তাদের ধারণা, খেলোয়াড়ের নিখুঁত থ্রি-ডি ডিজিটাল মডেল থাকলে রিপ্লে বিশ্লেষণ আরও দ্রুত ও নির্ভুল হবে। ফিফা জানিয়েছে, এই ডিজিটাল স্ক্যান তৈরি করতে ব্যবহার করা হবে বিশেষ প্রযুক্তি। প্রতিটি ফুটবলারের জন্য বরাদ্দ থাকবে একটি নির্দিষ্ট চেয়ার। স্ক্যানের সময় সেই চেয়ারে বসতে হবে খেলোয়াড়কে। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হবে মাত্র এক সেকেন্ডে। একবারই এই স্ক্যান করা হবে এবং সেটাই ব্যবহার করা হবে গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে। অর্থাৎ, খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা করে

বারবার স্ক্যানের ঝামেলা থাকবে না। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের আগে যে ফটোশুট হয়, সেই সময়েই এই ডিজিটাল স্ক্যান সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত সময় বা আলাদা কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। অত্যন্ত কম সময়ে, ঝামেলাহীন পদ্ধতিতেই সম্পূর্ণ কাজ সেরে ফেলতে চায় ফিফা। এই থ্রি-ডি স্ক্যানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, দ্রুতগতির মুভমেন্ট ও নিখুঁতভাবে ধরা পড়বে। ফুটবলের মতো খেলায় যেখানে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশও গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই প্রযুক্তি রেফারিদের সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটাই সাহায্য করবে। শুধু খোলা অবস্থায় নয়, একাধিক খেলোয়াড় কাছাকাছি থাকলেও বা কারও দেহ আংশিকভাবে আড়ালে থাকলেও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাবে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে। ফলে অফসাইড লাইনের হিসাব আরও স্পষ্ট হবে। সম্প্রতি লাস ভেগাসে আয়োজিত কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক শো-তে এই প্রযুক্তি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সেখানেই তিনি জানান, ফুটবলের ভবিষ্য আরও প্রযুক্তিনির্ভর হতে চলেছে এবং খেলাকে আরও ন্যায্য করতেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইনফান্তিনোর মতে, ফুটবল আবেগের খেলা, কিন্তু সিদ্ধান্ত হতে হবে তথ্য ও প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে। আমরা চাই, বিতর্ক নয়-সঠিক সিদ্ধান্তই হোক শেষ কথা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই প্রযুক্তি পুরোপুরি নতুন নয়। এর আগেই ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই থ্রি-ডি স্ক্যান পদ্ধতি। প্রায় এক মাস আগে ফ্ল্যামেঙ্গো এবং পিরামিডস এফসি-র ফুটবলারদের এই বিশেষ প্রযুক্তিতে স্ক্যান করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল মিলেছে বলেই জানা যাচ্ছে। খেলোয়াড়দের গতিবিধি ধরতে এবং অফসাইড বিশ্লেষণে প্রযুক্তিটি যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তবে প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, বিতর্ক যে পুরোপুরি শেষ হবে-এমনটা ভাবতে নারাজ অনেকেই। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, প্রযুক্তি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবিক ব্যাখ্যা আর রেফারির বিচারবুদ্ধিও গুরুত্বপূর্ণ। তবুও ফিফার এই পদক্ষেপ যে বিশ্বকাপের মঞ্চে নতুন মাত্রা যোগ করবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে, আসন্ন বিশ্বকাপ শুধু মাঠের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না। মাঠের বাইরে প্রযুক্তির এক নতুন যুগে পা রাখতে চলেছে বিশ্ব ফুটবল। ১,২৪৮ জন ফুটবলারের ডিজিটাল প্রতিরূপ তৈরি করে অফসাইডে ‘ খোঁজার এই প্রয়াস সফল হলে, ভবিষ্যতে ফুটবলের নিয়ম ও পরিচালনায় বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বকাপের আগে ফিফার এই ‘ডিজিচাল স্ক্যান’ উদ্যোগ তাই ইতিমধ্যেই কৌতূহল আর আলোচনার কেন্দ্রে।

জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে অনুদান দ্বিগুণ করল আইওএ

আহমেদাবাদ, ১০ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে বার্ষিক অনুদান ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য অলিম্পিক সংস্থাগুলিও বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা থেকে বর্ধিত ১০ লক্ষ টাকা পাবে। এনএসএফ-দের বার্ষিক অনুদান আগের ১০ লক্ষ টাকা থেকে দ্বিগুণ করা হয়েছে, রাজ্য ইউনিটগুলিকে অনুদানও বাড়ানো হয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত একজন শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন। এজিএমে গত কয়েক বছরে গৃহীত কাজের পর্যালোচনা এবং ভারতে অলিম্পিক আন্দোলনের ভবিষ্য পরিকল্পনা করার জন্য ক্রীড়াবিদ এবং এনএসএফ এবং আইওএ-এর আধিকারিকদের প্রতিনিধিদের একত্রিত করা হয়েছিল।

অর্শদীপকে নকল করে অনুশীলনে মাতালেন কোহলি, হাসির রোলে রোহিত

মুম্বাই, ১০ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি ব্যাটিংয়ের ‘কিং, মাঠে নামলে প্রতিপক্ষের বোলারদের চোখে ভয়, আর ড্রেসিংরুমে ঢুকলেই সতীর্থদের মুখে হাসি। বিরাট কোহলি মানেই আগ্রাসন, আবেগ আর অদম্য জয়ের খিদে। তবে তারই পাশাপাশি রয়েছে আরেকটি চেনা রূপ-খাঁটি খুনসুটি আর শিশুসুলভ মজা। সাম্প্রতিক এক ভাইরাল ভিডিওতে আবারও সেই রূপই দেখালেন বিরাট। অনুশীলনের ফাঁকে অর্শদীপ সিংকে নকল করে এমন কাণ্ড ঘটালেন যে হাসি থামাতে পারলেন না রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে নেটদুনিয়ার ভক্তরা। নতুন বছরের শুরুতেই নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে ভারতীয় দল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচের আগে বরোদায় চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। ব্যাট-বল হাতে কঠোর অনুশীলনের মাঝেই ধরা পড়ল ভারতীয় শিবিরের এক অনন্য মুহূর্ত। একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজের ছ৹দ দৌ।চ্ছেন বিরাট কোহলি। ঠিক সেই সময় উলটো দিক থেকে দৌড়ে আসছেন অর্শদীপ সিং। মুহূর্তের মধ্যেই যেন কোহলির ভিতরের শিশুটি জেগে উঠল। অর্শদীপের দৌড়ের ভঙ্গি দেখে হুবহু নকল করতে শুরু করলেন তিনি-হাত ছড়িয়ে, কাঁধ বাঁকিয়ে, একেবারে অর্শদীপের স্টাইলেই দৌড়। এই দৃশ্য দেখে প্রথমে খানিকটা অবাক, তারপরই হেসে কুটিকুটি রোহিত শর্মা। সতীর্থদের হাসির রোল দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে পরিবেশ কতটা হালকা আর প্রাণবন্ত। আর ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছ।য়ে প।তেই নেটপাড়ায় শুরু হয়ে যায় মন্তব্যের বন্যা। কেউ লিখেছেন, দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি! কেউ আবার অবাক হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কে বলবে এই লোকটা ৩৮ বছরের, আবার দুই সন্তানের বাবা! আসলে কোহলির এই খুনসুটির দিকটা নতুন কিছু নয়। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে সতীর্থদের সঙ্গে এমন মজার মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন অগণিতবার। শুভমান গিল হোক বা যশস্বী জয়সওয়াল-তরুণদের খুনসুটির নিশানা বানাতে কখনও পিছপা হন না বিরাট। সিনিয়র হয়েও ড্রেসিংরুমে নিজেকে সবসময় ‘রুম মেট’ হিসেবেই তুলে ধরেন তিনি। সেই কারণেই হয়তো তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতটা স্বচ্ছ ঃদ ও প্রাণবন্ত। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুরন্ত ফর্মে দেখা গিয়েছিল বিরাট কোহলিকে। রান এসেছে, এসেছে আত্মবিশ্বাসও। আর সেই আত্মবিশ্বাসের প্রভাব প।ছে তার শরীরী ভাষাতেও। সেই সফরেই যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে এক মজার ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল ভারতীয় শিবির। যশস্বীর চুলের ছাঁট দেখে হঠাই তাকে বলিউড তারকা সলমন খানের সঙ্গে তুলনা করে বসেন কোহলি। বিশেষ করে ‘তেরে নাম’ সিনেমার লুকের সঙ্গে যশস্বীর চুলের মিল খুঁজে পান তিনি। মজা এখানেই থামেনি। কোহলি তখন যশস্বীকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন, তুই কি তেরে নামের সলমন খান? এরপর ‘লগন লাগ গাই রে’ গান গাইতে গাইতে নাচও শুরু করে দেন। ব্যাট করতে নামার আগেও সেই গান আর নাচ থামাতে রাজি ছিলেন না তিনি। ড্রেসিংরুমে হাসির ফোয়ারা ছুটে গিয়েছিল সেই সময়। তবে এই খুনসুটির আ।ালেই লুকিয়ে রয়েছে এক নিখুঁত পেশাদার মানসিকতা। মজা যতই হোক, ব্যাটিংয়ের সময় বিরাট কোহলি একেবারেই অন্য মানুষ। বরোদায় অনুশীলনে নেমে তারই প্রমাণ মিলেছে। ম্যাচের আগেই কোহলি এবং যশস্বী জয়সওয়ালরা ভেন্যুতে পৌঁছে যান। আগের দিন নেটে দীর্ঘক্ষণ প্র্যাকটিস করেন বিরাট। শুধু নিজের ব্যাটিং নয়, তরুণ যশস্বীর টেকনিকেও নজর রাখেন তিনি। কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে তা শুধরে নেওয়া যায়-সবই হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেন ‘কিং কোহলি’। এই দ্বৈত রূপই হয়তো বিরাট কোহলিকে আলাদা করে তোলে। মাঠের মধ্যে তিনি আগুন, প্রতিযোগিতার প্রতীক। আবার মাঠের বাইরে বা অনুশীলনের ফাঁকে তিনি একেবারে সাধারণ, হাসিখুশি এক মানুষ, যিনি সতীর্থদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। তার এই ব্যবহারই তরুণ ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে স্বচ্ছন্দ রাখে এবং দলের পরিবেশকে ইতিবাচক করে তোলে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে এই ভাইরাল মুহূর্ত যেন ভারতীয় শিবিরের আত্মবিশ্বাস আর আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি। কঠিন লড়াইয়ের আগে এমন হালকা মেজাজ অনেক সময় দলকে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলে। আর বিরাট কোহলির মতো একজন সিনিয়র ক্রিকেটারের কাছ থেকে যদি এই বার্তাই আসে-খেলাটা উপভোগ করো-তাহলে তার প্রভাব যে কতটা গভীর, তা বলাই বাহুল্য। একদিকে ব্যাট হাতে রানের পাহাড় গড়ার প্রস্তুতি, অন্যদিকে সতীর্থদের সঙ্গে শিশুসুলভ আনন্দ-এই দুই মিলে বিরাট কোহলি আজও ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণভোমরা। বয়স শুধু একটা সংখ্যা, তা যেন আবারও প্রমাণ করে দিলেন ‘দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি’ কোহলি।

তামিমকে ‘ভারতের দালাল’ বলায় তীব্র বিতর্ক,জবাবদিহি চায় ক্রিকেটাররা

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ঘিরে করা একটি মন্তব্যকে কেঃদ্র করে বাংলাদেশ ক্রিকেট অঙ্গনে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। ক্রিকেটারদের সংগঠনটির স্পষ্ট দাবি- নাজমুল ইসলামকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। সিলেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানায়। সংগঠনের নেতারা বলেন, একজন দায়িত্বশীল বোর্ড পরিচালক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন মন্তব্য করলে শুধু একজন ক্রিকেটারই নন, পুরো দেশের ক্রিকেটই প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে তারা বিসিবি সভাপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদপত্রও পাঠিয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত তামিম ইকবালের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। আসন্ন বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল ভারতের মাটিতে খেলবে কি না- এ বিষয়ে এক আলোচনায় তামিম বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব পায়। তাই শুধুমাত্র আবেগ নয়, আর্থিক ও সামগ্রিক দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তাঁর এই বক্তব্যের পরই বিসিবির পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম ফেসবুকে একটি পোস্টে তামিম ইকবালকে ‘ দালাল’ বলে আখ্যা দেন। এই মন্তব্য মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। দেশের প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের বড় একটি অংশ মন্তব্যটিকে অসম্মানজনক, অগ্রহণযোগ্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেন। কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বলেন, একজন বোর্ড পরিচালক যখন প্রকাশ্যে এমন ভাষা ব্যবহার করেন, তখন বোর্ড কর্মকর্তাদের আচরণবিধি নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। একজন প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক ও দেশের ক্রিকেটের অন্যতম স্তম্ভকে নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট পরিচালক প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক ও জাতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তিনি বলেন, দিনের শেষে একজন ক্রিকেটার সম্মান প্রত্যাশা করে। তামিম ভাইয়ের মতো একজন বড় ক্রিকেটারকে নিয়ে এমন মন্তব্য খুবই দু ঃখজনক। ক্রিকেট বোর্ড আমাদের অভিভাবকের মতো, তাদের কাছ থেকেই আমরা সুরক্ষা আশা করি। তাই বোর্ডের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমন বক্তব্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তামিম ইকবালের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সতীর্থরাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হয়েছেন। জাতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটার ফেসবুক ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে তামিমের প্রতি সমর্থন জানান এবং মন্তব্যটির নিন্দা করেন। জাতীয় দলের পেসার তাসকিন আহমেদ ফেসবুকে লিখেছেন, ক্রিকেট বাংলাদেশের প্রাণ। এই ক্রিকেটের জন্য যাঁরা নিজেদের সেরা সময় দিয়েছেন, তাঁদের সম্মান করা আমাদের দায়িত্ব। একজন প্রাক্তন অধিনায়ককে উদ্দেশ করে এ ধরনের মন্তব্য দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে কোনোভাবেই সহায়ক নয়। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে এবং ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে। এই ঘটনার মধ্যেই সাংবাদিকরা কোয়াবের কাছে আরেকটি প্রশ্ন তোলেন- মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সময় ক্রিকেটাররা প্রকাশ্যে কেন প্রতিবাদ করেননি? জবাবে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন,

আমরা তখন মুস্তাফিজের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেছি এবং ফেডারেশন অব ইঃটারন্যাশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে বৈঠক করেছি। তারা আইনি সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছিল। কিন্তু মুস্তাফিজ নিজেই বিষয়টি আপাতত এগিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমরা আর প্রকাশ্যে কোনো পদক্ষেপ নেইনি। কোয়াবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিটি ঘটনায় তারা ক্রিকেটারদের মতামত ও স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমান ইস্যুতে যেহেতু বিষয়টি সরাসরি একজন ক্রিকেটারের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জড়িত এবং মন্তব্যটি এসেছে একজন বোর্ড পরিচালকের কাছ থেকে, তাই তারা প্রকাশ্যে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিসিবির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে ক্রিকেটারদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান এবং জনমতের চাপে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের দিকে যাবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অনেকের মতে, এই ঘটনায় প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও দায়িত্বশীল আচরণই হতে পারে বাংলাদেশের ক্রিকেটে আস্থা ও সম্মান ফিরিয়ে আনার প্রথম পদক্ষেপ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্য দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com